ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৫ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ : www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 12 April 2019 ■ আগরতলা, ১২ এপ্রিল, ২০১৯ ইং ■ ২৮ চৈত্র ১৪২৫ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

প্রথম দফার ৯১টি আসনে ভোটপর্ব শান্তিতে সম্পন্ন ঃ নির্বাচন কমিশন

বিক্ষিপ্ত হিংসায় ২ জনের মৃত্যু, সংঘর্ষ

নয়াদিল্লি, ১১ এপ্রিল (হি.স.)।। বিচ্ছিন্ন হিংসার ঘটনা বাদ দিয়ে প্রথম দফার ভোটগ্রহণ শান্তিপূর্ণ ভাবে সম্পন্ন হয়েছে। বৃহস্পতিবার দিল্লিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনই জানালেন উপ নির্বাচন কমিশনার উমেশ সিনহার। অন্ধ্রপ্রদেশে সংঘর্ষে টিডিপি ও ওয়াইএসআরকংগ্রেস নেতার মৃত্যু হয়েছে।

এদিন উমেশ সিনহা বলেন, বিপুল পরিমাণে ভোটগ্রহণে অংশ নেওয়ার জন্য ভোটারদের ধন্যবাদ জানাই। পাশাপাশি নির্বাচন সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন করার জন্য রাজ্য প্রশাসন, নিরাপত্তা বাহিনী, বিভিন্ন রাজ্যে ভোটের দায়িত্বে থাকা আধিকারিকদের ধন্যবাদ জানাই।

নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত শতাংশের নিরিখে সিকিমে ভোট পড়েছে (একটি আসন) ৬৯, মিজোরামে (একটি আসন) ৬০, নাগাল্যান্ড (একটি আসন) ৭৮, মণিপুর (একটি আসন) ৭৮.২, ত্রিপুরা (একটি আসন) ৮১.৮, অসম (পাঁচটি আসন) ৬৮, পশ্চিমবঙ্গ (দুইটি আসন) ৮১ শতাংশ ভোট পড়েছে। এই হার আরও বৃদ্ধি পেতে পারে বলে মনে করছে কমিশন।

অন্যদিকে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ (একটি আসন) ৭০.৬৭, অন্ধ্রপ্রদেশ (২৫টি আসন) ৬৬, ছত্তিশগড় (একটি আসন) ৫৬, তেলেঙ্গানা (১৭টি আসন) ৬০, উত্তরাখণ্ড (পাঁচটি আসন) ৫৭.৮৫, জম্মু ও কাশ্মীর (দুইটি আসন) ৫৪.৪৯ শতাংশ ভোট পড়েছে। ভোট পড়ার হার আরও বেশি বাড়বে বলে মনে করছে নির্বাচন কমিশন।

এদিকে অরুণাচল প্রদেশ (দুইটি আসন) বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত পড়েছে ৬৬, বিহারে (চারটি আসন) ৫০, লাক্ষাদ্বীপ (একটি আসন) ৬৬, মহারাষ্ট্র (সাতটি আসন) ৫৬, মেঘালয় (দুইটি আসন) ৬৭.১৬, ওড়িশা (চারটি আসন) ৬৮, উত্তরপ্রদেশ (আটটি আসন) ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পশ্চিম আসনে ভোট পড়ল ৮১.২১ শতাংশ, হার আরও বাড়বে ঃ সিইও

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ এপ্রিল ।। লোকসভা নির্বাচনে ত্রিপুরা পশ্চিম আসনে ৮১.২১ শতাংশ ভোট পড়েছে বলে জানিয়েছেন মুখ্য নির্বাচন আধিকারীক শ্রীরাম তরনিকান্তি। তবে, এই হার আরও বাড়বে বলে জানিয়েছেন তিনি। তাঁর কথায়, বিক্ষিপ্ত কিছু ঘটনা আজ ঘটলেও নির্বাচন শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতিতেই সম্পন্ন হয়েছে।

পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনে আজ ভোট গ্রহণ করা হয়। বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী এই লোকসভা কেন্দ্রে ভোটের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রিগিংয়ের অভিযোগে কংগ্রেস ১৫১টি ও সিপিএম ৪৬০টি বুথে পুণঃ ভোট চাইল, বিজেপির মতে নির্বাচন অবাধই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ এপ্রিল ।। লোকসভা নির্বাচনে ত্রিপুরা পশ্চিম আসনে ব্যাপক রিগিংয়ের অভিযোগ তুলেছে বিরোধী সিপিএম ও কংগ্রেস। সিপিএম ৪৬০ টি বুথে এবং কংগ্রেস ১৫১টি বুথে পুনঃ ভোট চেয়েছে। পাশাপাশি পক্ষপাপিত্তের অভিযোগ এনে রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক এবং মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের অপসারণ দাবি করেছে কংগ্রেস। বিরোধীদের এই দাবি ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন হয়েছে বলে জানিয়েছে বিজেপি। বিজেপির দাবি, নির্বাচনে বিরোধীদের হাতে শাসক দলের কর্মীরা আক্রান্ত হলেও কেউ প্রত্যাঘাত করেননি। তা এ রাজ্যে নজীর বিহীন ঘটনা।

এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে সিপিএম সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি অভিযোগ তুলেন, নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন হয়নি। কারণ, ভোটের সময় কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনীকে দেখা যায়নি। তিনি ক্ষোভের সুরে বলেন, নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা খুবই নিন্দনিয়। তাঁর কথায়, নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই রাজ্যে বিরোধীদের উপর ক্রমাগত আক্রমণ চালিয়েছে শাসকদল। এই পরিস্থিতিতে নির্বাচন কমিশনের কাছে শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের দাবি জানিয়েছিল সিপিএম। কিন্তু, আজ নির্বাচনে চরম বিশৃঙ্খলা নজরে এসেছে। তাঁর দাবি, প্রশাসনিক ক্ষমতাকে ব্যবহার করে নির্বাচন প্রহসনে পরিণত করেছে শাসক দল। ভোটে ব্যাপক রিগিং রয়েছে বলে তিনি জোড় গলায় দাবি করেন। এ বিষয়ে তাঁর যুক্তি, দুপুর ১ পর্যন্ত ৩৫ শতাংশ ভোট হয়েছে। কিন্তু, বিকেল ৩টা নাগাদ দেখা গেছে, ভোটের হার বেড়ে হয়েছে ৬৮ শতাংশ। তাঁর কথায়, দুপুর ১টার পর থেকে বিভিন্ন বুথে ব্যাপক রিগিং রয়েছে। সিপিএম'র পোলিং এজেন্টদের জোড় করে ভোট কেন্দ্র থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, চিহ্নিত সিপিএম সমর্থকদের ভোট দিতে বাধা দেওয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, এই সমস্ত বিষয় আজই দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের জানানো হবে। রাজ্যে পুনঃ ভোটের দাবি জানাবে সিপিএম। তাঁর কথায়, বিভিন্ন বুথে কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনীর অনুপস্থিতিতে পুনঃ ভোটের তাগিদ দেখা দিয়েছে। সিপিএম রাজ্য সম্পাদক গৌতম দাশ জানিয়েছেন, ৪৬০ টি বুথে ব্যাপক রিগিং হয়েছে। তাঁর কথায়, সিমনা, মোহনপুর, বামুটিয়া, বড়জলা, খয়েরপুর, আগরতলা, রামনগর, টাউন বড়দোয়ালি, মজলিশপুর, মান্দাই বাজার, প্রতাপগড়, বাধারঘাট, কমলাসাগর, বিশালগড়, গোলাঘাঁটি, সূর্যমণিনগর, চড়িলাম, বক্সনগর, নলছড়, সোনামুড়া, ধনপুর, বাগমা, রাধা কিশোরপুর, মাতাবাড়ি, রাজনগর, বিলোনীয়া এবং শান্তিরবাজারে মোট ৪৬০টি বুথে রিগিং হয়েছে। তিনি জানান, মজলিলশপুর, খয়েরপুর, রামনগর, রাজনগর এবং ধনপুরে সবচেয়ে বেশি রিগিং হয়েছে। তাই, ওই বুথ গুলিতে পুনঃ ভোটের দাবি জানানো হচ্ছে।

এদিকে, সাংবাদিক সম্মেলনে পশ্চিম আসনে কংগ্রেস প্রার্থী সুবল ভৌমিক একই সুরে নির্বাচনে শাসক দলের বিরুদ্ধে রিগিংএর অভিযোগ এনেছেন। তাঁর কথায়, ১৫১টি বুথে ব্যাপক রিগিং হয়েছে। তাই, ওই বুথ গুলিতে পুনঃ ভোট কংগ্রেস দাবি করছে। তিনি বলেন, শুরু থেকেই শাসক দলের ভূমিকা ছিল সন্দেহজনক। জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে আঁচ করতে পেড়েই শাসকদল বিজেপি ভোটে রিগিং এর পথ বেছে নিয়েছে। তাঁর অভিযোগ, স্পর্শকাতর বুথ গুলিতে কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনী মোতায়েন ছিল না। বহু বুথে কংগ্রেসের পোলিং এজেন্টদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি। খয়েরপুরে মহিলা নেত্রীকে মারধোর করা হয়েছে। নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করার পেছনে সুবলবাবু রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক এবং মুখ্য নির্বাচন আধিকারীককে দায়ি করে তাঁদের অপসারণ দাবি করেছেন।

বিরোধীদের অভিযোগ এদিন খারিজ করে দিয়ে সাংবাদিক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভোট দিলেন তারকারা, জয় নিয়ে আত্মবিশ্বাসী সকলেই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ এপ্রিল ।। লোকসভা নির্বাচনে ত্রিপুরা পশ্চিম আসনে রাজ্যের হেভিওয়েট ভোটাররা ভোট দিয়ে আত্মবিশ্বাসের সাথে দাবি করেন, জয় নিশ্চিত। এদিন উদয়পুরে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, আগরতলায় বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার সহ পশ্চিম আসনে কংগ্রেস প্রার্থী সুবল ভৌমিক এবং বামফ্রন্ট প্রার্থী শংকর প্রসাদ দত্ত ভোট দিয়েছেন। তাঁরা সকলেই জয় নিয়ে নিশ্চিত বলে দাবি করেছেন। পশ্চিম আসনে বিজেপি প্রার্থী প্রতীমা ভৌমিকও ধনপুরে ভোট দিয়ে জয়ের ব্যাপারে ১০০ শতাংশ নিশ্চিত বলে দাবি করেছেন।

সারা দেশের সাথে সংগতি রেখে সপ্তদশ লোকসভার নির্বাচনের প্রথম দফার ভোট গ্রহণ পর্ব চলছে ত্রিপুরার এক আসনে। স্থানীয় সময় সকাল সাতটা থেকে ভোট গ্রহণ শুরু হয়েছে। চলবে বিকেল চারটে পর্যন্ত। বিভিন্ন ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিচ্ছেন ভোটাররা। ইতিমধ্যে সকাল নয়টায় গোমতি জেলার উদয়পুর ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বৃহস্পতিবার রাজনগর হাইস্কুলে ভোটের জন্য দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে মহিলারা। নিজস্ব ছবি।

ত্রিপুরার পশ্চিম আসনে বিক্ষিপ্ত হিংসা, বিজেপি কর্মী সহ আহত বহু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ এপ্রিল ।। লোকসভা নির্বাচনকে ঘিরে বিক্ষিপ্ত হিংসায় বেশ কয়েকজন গুরুতর আহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে অধিকাংশই শাসক দলের কর্মী বলে জানা গেছে। এছাড়া, আইপিএফটি ও সিপিএম কর্মী আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

এদিন ভোট শুরু হতেই চড়িলাম, টাকারজলা এবং মাতাবাড়ি এলাকায় বিজেপি কর্মীরা সন্ত্রাসের শিকার হয়েছেন। সিপিএম'র দাবি, দলের এককর্মী গুরুতর আহত হয়েছেন। এদিন, সকালে চড়িলামের আড়ালিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে ১৮নং বুথে রাজনৈতিক সংঘর্ষ বাধে। প্রত্যক্ষ্য দর্শীদের বক্তব্য, কংগ্রেস এক সমর্থক বিজেপি দলের কর্মীদেরকে প্রচন্ড মারধোর করেছে। এ ঘটনায় শাসক দলের আট জন কর্মী মারাত্মক ভাবে আহত হয়েছেন। খবর পেয়ে শাসক দলের কর্মীরা ছুঁটে গেলে সংঘর্ষ ভয়ানক রূপ নেয়। কিন্তু, নিরাপত্তা কর্মীদের তৎপরতয়া পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। আহত আট জনকে সঙ্গে সঙ্গে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তাদের মধ্যে চার জনের অবস্থা আশঙ্কা জনক হওয়ায় তাদেরকরে হাঁপানিয়াস্থিত ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজে স্থানান্তর করা হয়। গুরুতর আহতরা হলেন, মালু দেবনাথ, রামু রায়, নারায়ন দেবনাথ এবং পরিমাল দাশ। এদিকে, চড়িলাম ব্লক চেয়ারম্যান রাজিব দেববর্মার গাড়িও এদিন দুষ্কৃতিকারীরা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আইজিএমে প্রসূতির মৃত্যুতে চিকিৎসককে খুনের চেষ্টা

প্রাইভেট প্র্যাকটিস, স্বেচ্ছা পরিষেবা বন্ধ ও গণ ইস্তফার সিদ্ধান্ত নিলেন রাজ্যের চিকিৎসকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ এপ্রিল।। প্রসূতির মৃত্যুকে ঘিরে কর্তব্যরত চিকিৎসককে খুনের চেষ্টার ঘটনায় রাজ্যের চিকিৎসকরা প্রাইভেট প্র্যাকটিস, স্বেচ্ছা সেবা বন্ধের পাশাপাশি গণ ইস্তফার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বুধবার রাতে আইজিএম হাসপাতালে জনৈক প্রসূতির সন্তান প্রসবের সময় মৃত্যু হয়। তাতে, কর্তব্যরত চিকিৎসক দীপঙ্কর দেবনাথকে প্রচন্ড মারধোর করেছে মৃতার পরিবারের সদস্যরা। বর্তমানে ডাঃ দেবনাথ জি বি হাসপাতালে ট্রমা কেয়ার সেন্টারে ভর্তি রয়েছেন। নারকীয় এই ঘটনায় পুলিশ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে। কিন্তু, নিরাপত্তার দাবিতে রাজ্যের চিকিৎসকরা আজ রাজ্য সরকারকে চরম হুশিয়ারী দিয়েছেন।

বৃহস্পতিবার জিবি হাসপাতালে ট্রোমা কেয়ার সেন্টারে আক্রান্ত চিকিৎসক দীপঙ্কর দেবনাথের শারীরিক অবস্থার খোঁজ খবর নেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সুদীপ রায় বর্মণ। ছবি- নিজস্ব।

জানা গেছে, বুধবার সন্ধ্যায় প্রসব যন্ত্রণা নিয়ে আইজিএম হাসপাতালে ভর্তি লঙ্কামুড়ার বাসিন্দা গোবিন্দ দাসের স্ত্রী মাম্পি দাস। ওইদিন রাত এগারটা নাগাদ সন্তান জন্ম দেওয়ার সময় তাঁর মৃত্যু হয়। কর্তব্যরত চিকিৎসকের দাবি, অপারেশন থিয়েটারে সন্তান জন্ম দেওয়ার সময় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রসূতির মৃত্যু হয়েছে। রাতে এনিয়ে কোন ঝামেলা না হলেও। ভোর সাড়ে পাঁচটা নাগাদ মৃতার পরিবারের কয়েকজন সদস্য হাসপাতালে গিয়ে স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ দীপঙ্কর দেবনাথকে হাসপাতাল থেকে বাইরে বেধরক মারধোর শুরু করেন। হাসপাতালে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৫ ◘ সংখ্যা ১৮৩ ◘ ১২ এপ্রিল ২০১৯ ইং◘ ২৮ চৈত্র ◘ শুক্রবার ◘১৪২৫ বঙ্গাব্দ

প্রশ্নের মুখে নির্বাচন কমিশন

ত্রিপুরার প্রথম পর্যায়ে ভোট পশ্চিম ত্রিপুরা কেন্দ্রে বৃহস্পতিবার সম্পন্ন হইয়াছে। বিরোধী কংগ্রেস ও সিপিএম ব্যাপক হারে রিগিং ছাপ্পা ভোটের অভিযোগ তুলিয়াছে। বিভিন্ন ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে বাইক বাহিনী হানা দিয়াছে। বহু ভোটার হুমকির মুখে পবিত্র ভোটাধিকার প্রয়োগ করিতে পারেন নাই। এই অভিযোগ যদিও ক্ষমতাসীন দল বিজেপি অস্বীকার করিয়াছে। জানাইয়াছে ভোট হইয়াছে নির্বিঘ্নে ও শান্তিতে। বিরোধীদের অভিযোগ নির্বাচন কমিশন নিরপেক্ষ ভাবে দায়িত্ব পালন করে নাই। আরক্ষা প্রশাসনও ছিল নিস্ক্রিয়। কমিশনে এই অভিযোগ জানাইলেও তেমন কোনও পদক্ষেপ না নিবার অভিযোগ সম্পর্কে আজ নতুন করিয়া প্রশ্ন উঠিবে। জয় নিশ্চিত করিবার জন্য এই রিগিং এরাজ্যে অতীতেও হইয়াছে। এই ঘটনা গণতন্ত্রের উপর আঘাতই আনিয়া দিল। এই অভিযোগ যদি সত্যি হইয়া থাকে তাহা হইলে নির্বাচন তো প্রহসনেই পরিণত হইবে। দেশের গণতন্ত্রের আকাশে কালো মেঘের আনাগোনা গত কিছুদিন যাবতই লক্ষ্য করিবার বিষয়। সাধারণ ভোটাররা এখন কি করিবে? তাহারা কি রুখিয়া দাঁড়াইতে পারেন না? কিন্তু জনমনেও নৈতিক ও আদর্শের এখন ঘাটতি চলিতেছে। প্রতিবাদী শক্তি হারাইয়া গিয়াছে। জনসাধারণ যদি রুখিয়া দাঁড়াইবার শক্তি সঞ্চয় করিতে না পারে তাহা হইলে এই ভাবেই গণতন্ত্রের উপর বলাৎকার চলিবে। জোর কদমে রিগিং চলিবে। লক্ষ্য করিবার বিষয় নির্বাচন কমিশনও হাটুভাঙ্গা। সেই টিএন শেষাণ আর দেশবাসী দেখিতে পাইল না। দেশের গণতন্ত্রের আকাশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন টিএন শেষাণ। তিনি নির্বাচনী ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করিয়াছিলেন। পরবর্তী সময়ে এই পদে যাঁহারা আসিয়াছেন তাঁহারা জনমনে বিশ্বাসযোগ্যতা স্থাপনে ব্যর্থ হইয়াছেন। কমিশনের নিরপেক্ষতা কার্য্যত প্রশ্নের মুখে দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

দেশের গণতন্ত্র যে কোথায় আসিয়া দাড়াইয়াছে তাহার প্রমাণ নির্বাচন কমিশনের নির্লজ্জ কান্ডকীর্তি। নির্বাচনী আইন শুধু আইন হিসেবেই পালনীয় নহে, তাহার পিছনে আছে নৈতিকতার আদর্শ। সেই নৈতিক আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইলে কমিশনের কর্তব্য কী তাহাও দেখা গিয়াছে শেষাণের আমলে। কমিশনের সাংবিধানিক মান্যতার মর্যাদা এই শেষাণরাই কড়া হাতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। অথচ ইহাই সব চাইতে দূর্ভাগ্য ও বিপদের কথা এইখানেই যে, সেই মান্যতা কমিশন নিজের হাতে নষ্ট করিতেছে। কমিশনের বিভিন্ন পদক্ষেপ কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়া জনমনে সংশয় আঁকিয়া দিয়াছে। শক্তিশালী গণতন্ত্র তখনই প্রতিষ্ঠিত হইবে যদি শক্তিশালী ও নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠা পায়। যে দল ক্ষমতায় থাকে সেই দলই ছড়ি ঘুরায়। কমিশনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া সমস্ত নির্বাচনী বিধি নিয়মকে তোয়াক্কা করে না। কথায় আছে যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ। দীর্ঘ বাম শাসনের অবসান ঘটাইয়া পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস ও কংগ্রেস জোট ক্ষমতাসীন হইয়াছিল। সেই পশ্চিমবঙ্গে গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে ব্যাপক হারে রিগিংয়ের অভিযোগ ছিল। বঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসকেও অবক্ষয় গ্রাস করিয়াছে। দূর্নীতি, কমিশন বাণিজ্য দলের আদর্শের ভিতকে একেবারে দূর্বল করিয়া দিয়াছে। ফলে, মমতার উপর বিশ্বাস ও ভরসা যে জায়গা বঙ্গবাসী করিয়াছিল সেখানে চিড় ধরিয়াছে। সেখানে সেই সুযোগ কাজে লাগাইয়া বিজেপি মাটি খুঁজিতেছে। আসলে প্রতিদ্বন্দ্বি দল শক্তিশালী না হইলে রিগিং, ছাপ্পা ভোট প্রতিরোধ করা যায় না। বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহারে নির্বাচন নিয়ে জোর হাঙ্গামা হইয়াছে। পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর মধ্যে ধাক্কাধাক্কির ঘটনা ঘটিয়াছে। এই ঘটনা চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিতেছে যে, দিনে দিনেই নির্বাচনী ব্যবস্থা সমস্ত বিধি নিয়মকেই যেন কোতল করিতেছে। আমাদের দূর্বল নির্বাচনী ব্যবস্থা, কমিশনের সততা ও নিরপেক্ষতা না থাকায় গণতন্ত্রের চরম দুঃসময় শুরু হইয়াছে। ফ্যাসীবাদী প্রবণতাই মাথা চাড়া দিয়া উঠিতেছে। সারা দেশের নির্বাচন নির্ঘন্ট নিয়াও সমালোচনা হইয়াছে। যত দীর্ঘ সময়ব্যাপী নির্বাচন পর্ব চলে, নির্বাচন সংক্রান্ত শ্রম, ব্যয় বা দূর্নীতি সবই পাল্লা দিয়া বাড়ে। নির্বাচনে টাকার খেলাও রুখিতে পারে নাই কমিশন। সোজা কথায়, কমিশনের বিরুদ্ধে বিপুল পরিমান অভিযোগ নির্বাচন পদ্ধতির নিরপেক্ষতা নিয়াই বড়সর প্রশ্ন আঁকিয়া দিল।

ইভিএমের বদলে ব্যালট বাক্সে ভোট করানোর দাবি তুললেন চন্দ্রবাবু

অমরাবতী, ১১ এপ্রিল (হি.স.) : ইভিএমের বদলে ব্যালট বাক্সে ভোট করানোর দাবি তুললেন অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডু। বৃহস্পতিবার সকালে ভোট দিয়ে বেরিয়ে এসে এমনই দাবি তুললেন টিডিপি সুপ্রিমো তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডু।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ইভিএমের জায়গায় ব্যালট বাক্সে ভোট করানো উচিত। ইভিএম যন্ত্রে কারসাজি করা যায়। কিন্তু নির্বাচন কমিশন বিষয়টি নিয়ে চিন্তিত নয়। ব্যালট বাক্সে ভোট করানো নিয়ে পুনরায় ভাবনা চিন্তা করা উচিত।এদিন ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার পর থেকেই অন্ধ্রপ্রদেশের প্রায় প্রতিটি জেলা থেকেই ইভিএম যন্ত্র বিকল হওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে। সকাল ৯টা পর্যন্ত অনন্তপুর, গুন্টার, কাডাপ্পা এবং কুরনুলে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়। নির্বাচন কমিশনের কাছে চিঠি দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডু বলেন, সকাল ১০টা পর্যন্ত ৩০ শতাংশ ইভিএম যন্ত্র বিকল হওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে। বিষয়টি নিয়ে আদালতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।জনসেনা পার্টি সুপ্রিমো পবন কল্যাণও ইভিএম বিকল হওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে। ভোট শুরু হওয়ার পর প্রথম দিকে ২০০টি ইভিএম যন্ত্র বিকল হওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে।এদিন অন্ধ্রপ্রদেশে গুন্টার জেলার অমরাবতীর ভানডাভল্লির বুথে ভোট দেন মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডু। সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্ত্রী ভুবনেশ্বরী, ছেলে নারা লোকেশ, পুত্রবধূ নারা ব্রাহ্মমানি।

রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে মিয়ানমার সরকারের ওপর আন্তর্জাতিক চাপ অব্যাহত রাখার আহ্বান ফিনল্যান্ডের

মনির হোসেন,ঢাকা, ১১ এপ্রিল।। বাংলাদেশে নিযুক্ত ফিনল্যান্ডের অনাবাসিক রাষ্ট্রদূত নিনা ভাসকুনলাতি রাখাইন থেকে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদেরকে দ্রুত নিজ বাসভূমে ফিরিয়ে নিতে মিয়ানমার সরকারের ওপর আন্তর্জাতিক চাপ অব্যাহত রাখার আহ্বান জানিয়েছেন।তিনি বলেন, মিয়ানমারকে তাদের নাগরিকদের দেশে ফিরিয়ে নিতে বিশ্ব সম্প্রদায়ের চাপ অব্যাহত রাখতে হবে।

তিনি আজ বৃহস্পতিবার (এপ্রিল ১১) অপরাহ্নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে গণভবনে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে এসে এ আহ্বান জানান।সাক্ষাতের পর প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইহসানুল করিম সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন। ১০ লাখেরও বেশি রোহিঙ্গা শরণার্থীর প্রবেশ এবং কক্সবাজারে আশ্রয় গ্রহণের প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, কক্সবাজারে আশ্রয় নেয়া মিয়ানমারের নাগরিকদের সংখ্যা বর্তমানে স্থানীয়দেরকেও ছাড়িয়ে গেছে।তিনি বলেন, কক্সবাজারের স্থানীয় জনগণ কেবল মানবতার স্বার্থে তাদের সকল দুর্ভোগ বরণ করে নিয়েছে।

ফিনল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত এ সময় বিগত নির্বাচনে বিপুল বিজয় অর্জন করে চতুর্থবারের মত প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানান।তিনি প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের চমকপ্রদ উন্নয়নেরও ভূয়সী প্রশংসা করেন।আপনার গতিশীল নেতৃত্বে বাংলাদেশের অর্থনীতি দ্রুতলয়ে এগিয়ে চলছে, বলেন তিনি। বাংলাদেশের বস্ত্র এবং জ্বালানি খাতে তার দেশের বিনিয়োগের আগ্রহ প্রকাশ করে রাষ্ট্রদূত বলেন, আমরা বর্জ্য থেকে বাংলাদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে চাই।তিনি বলেন, ফিনল্যান্ড বাংলাদেশের সঙ্গে শিক্ষা এবং তথ্য প্রযুক্তি খাতে সহযোগিতা বাড়াতে আগ্রহী।বাংলাদেশের অনেক শিক্ষার্থীর ফিনল্যান্ডে পড়াশোনার কথাও উল্লেখ করেন তিনি।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র

তুরিন আফরোজ

১০ এপ্রিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র দিবস।

বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল তারিখে মুজিবনগর সরকারের জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র হল বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিসংক্রামের একটি ঐতিহাসিক দলিল। বাংলাদেশ সংবিধানের ১৫০ (১) অনুচ্ছেদে এবং চতুর্থ তফশিলে উল্লেখ করা হয়েছে যে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র বাংলাদেশের একটি ক্রান্তিকালীন অস্থায়ী বিধান হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃত হবে। পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি এখন পম্পূর্ণ আকারে বাংলাদেশের সংবিধানে সংযুক্ত করা হয়েছে (পঞ্চম তফশিল)।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রকে সংবিধানের ৭ (ঘ) অনুচ্ছেদ একটি মৌলিক কাঠামো রূপে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দান করেছে। এর ফলে ঘোষণাপত্রটি বাংলাদেশের সংবিধানের একটি অসংশোধনযোগ্য বিধানে পণিত হয়েছে।

স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র কী?

মানুষ মাত্রেই স্বাধীনতার পূজারী। ব্যক্তি মানুষের জীবনে স্বাধীনতার গুরুত্ব অপরিসীম। স্বাধীনতার ব্যক্তিমানুষকে পরিপূর্ণ করে তোলে। তবে স্বাধীনতা শুধু একজন ব্যক্তিমানুষের জীবনেই প্রয়োজনীয় তা কিন্তু নয়। ব্যক্তিমানুষের সমসষ্টিগত জীবনেরও স্বাধীনতা এক মূল্যবান ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই সমাজ, জাতি বা রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে স্বাধীনতার স্বাদ ব্যক্তিমানুষের পরিপূর্ণতার এক অনন্য মার্গে উন্নীতি করে।

স্বাধীনতা শব্দটি বহুমাত্রিক অন্তর্নির্হিত তাৎপর্য রয়েছে। এ কারণে ভিন্ন ভিন্ন পরিসরে স্বাধীনতা, সামাজিক স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, সাংস্কৃতিক অথবা ব্যক্তি ও বিবেকের স্বাধীনতা —এর প্রত্যেকটি ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় এবং ভিন্ন ভিন্ন আলোকের স্বাধীনতা শব্দটিকে অর্থবহ করে তোলে। একইরকমভাবে রাষ্ট্রজীবন স্বাধীনতা ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে এক নতুন মাত্রার সংযোজন করে। একটি রাষ্ট্রের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র মূলত সেই রাষ্ট্রের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য ও রাষ্ট্র পরিচালনার ভিত্তিকে সুস্পষ্ট করে তোলে। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র যে কোনও রাষ্ট্রের জন্য একটি মহামূল্যবান দলিল। তবে প্রতিটি রাষ্ট্রের একটি স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র থাকতে হবে ব্যাপারটি এমনও নয়। মূলত যে সকল রাষ্ট্র পরাধীনতার শিকল ভেঙে স্বাধীনতা অর্জন করেছে তাদের জন্য এটি একটি অনন্য ঐতিহাসিক দলিল।

বিশ্বে প্রথম স্বাধীনতার দলিলের নজির পাওয়া যায় স্কটল্যান্ডের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে। এটি (Declaration of Arbroath) নামে পরিচিত। ১৩২০ সালের ৬ এপ্রিল একটি চিঠির আকারে এই ঘোষণাপত্রটি স্বাক্ষরিত হয়। তবে উল্লেখযোগ্য, যে, এই স্বাধীনতার দলিলটি মূলত স্কটল্যান্ডের প্রশাসনিক স্বাধীনতার সূচনা করে, সার্বভৌম স্বাধীনতার যে স্বরূপ তা এখানে অনুপস্থিত। ১৭৭৬ সালের ৪ জুলাই তারিখে প্রণীত আমেরিকার স্বাধীনতার গোষণার দলিলটি বিশ্বের ইতিহাসে একটি নতুন মাইলফলকের সৃষ্টি করে। এই দলিলটির মাধ্যমে আমেরিকার ১৩টি উপনিবেশ অধ্যুষিত অঞ্চল তাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করে। পরবর্তী পর্যায়ে বিশ্বের যে সকল রাষ্ট্র ঔপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণ থেকে নিজেদের স্বাধীন করতে সক্ষম হয়েছে তাদের জন্য আমেরিকার স্বাধীনতার দলিলটি একটি আন্তর্জাতিকভাবে অনুকরণীয় দলিলে পরিগণিত হয়।

১৭৭৬ সাল থেকে এ পর্যন্ত বিশ্বে মোট ১২০টি স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বাংলাদেশ রাষ্ট্র তার স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি তৎকালীন মুজিবনগরে সরকার জারি করে। বাংলাদেশের স্বাধীনজার ঘোষণাপত্রটি বিভিন্ন কারণে বিশ্বের ইতিহাসে ব্যতিক্রমী একটি ধারার জন্ম দেয়। বাংলাদেশ হল বিশ্বের প্রথম রাষ্ট্র যে নাকি সফলভাবে আত্মনিয়ন্ত্রণের আইনানুগ অধিকার প্রয়োগ করে একটি নতুন রাষ্ট্র জন্ম দিয়েছে। আর তাই বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি একটি অনন্য ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে পরিগণিত।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের রূপরেখা

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল তারিখে মুজিবনগরে ঘোষিত এবং জারিকৃত হয়। একজন ব্যক্তিগত যেমন জন্মগতভাবে স্বাধীন, একটি জাতি গোষ্ঠীও তেমন স্বাধীনতার দাবিদার। এই মূল মন্ত্রটির বহিঃ প্রকাশই ঘটেছে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি ১৭৭৬ সালের ৪ জুলাই তারিখে জারিকৃত যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের আদালে অনুপ্রাণিত। যুক্তরাষ্ট্রে স্বাধীনতা ঘোষণাপত্রটি মূলত একটি অনুকরণীয় মডেল যা নাকি বিশ্বের স্বাধীনতা অর্জনের মাধ্যমে নতুন রাষ্ট্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে এক বিশাল প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়েছে। ১৭১৬ সালের যুক্তরাষ্ট্রে স্বাধীনতা ঘোষণার ১৩ বছর পরেই ১৭৮৯ সালে ফরাসি স্বাধীনতা ঘোষণাপত্রে যদিও আমরা একইরকম স্বাধীনতাকামী চেতনার উন্মেষ দেখতে পাই, তবে ভাষাগতভাবে যুক্তরাষ্ট্রের এবং ফরাসি স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে বেশ পার্থক্য রয়েছে। তবে বাংলাদেশেণ স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র জারি হবার পূর্বে বিশ্বের অন্যান্য অনেক নতুন রাষ্ট্রই তাদের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে যুক্তরাষ্ট্রের মডেল সরাসরিভাবে অনুকরণ করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ১৭৯০ সালের প্রভিন্স অব ফ্ল্যান্ডার্স-এর স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র, ১৮১১ সালের ভেনিজুয়েলার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে, ১৮৪৭ সালের লাইবেরিয়ার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র, ১৯৪৫ সালের ভিয়েতনামের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র ইত্যাদি।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটির বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, এতে মোট পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ রয়েছে। প্রথমে ভাগে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণাপত্র ঐতিহাসিক কারণসমূহ বিধৃত হয়েছে। দ্বিতীয় ভাগে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তৃতীয় ভাগে, নতুন রাষ্ট্রের সরকারের রূপরেখার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। চতুর্থ ভাগে, বাংলাদেশের রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রেক্ষাপট উল্লেখিত হয়েছে। পঞ্চম বাগে, বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটির কার্যকর হবার তারিখ নির্দিষ্ট করা হয়েছে। প্রথম ভাগে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কেন কী ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটির জন্ম অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছে। এই ভাগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চে 'বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান' কর্তৃক স্বাধীনতা গোষণাপর ব্যাপারটির সর্বজনিবিদিত স্বীকৃতি। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রর প্রথম ভাগটিকে পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে একটি অভিয়োগনামা হিসেবেও চিহ্নিত করা যায়। যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রেও কিন্তু একইভাবে রাজা তৃতীয় জর্জের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগের অবতারণা করা হয়েছে। এই ধরনের অভিযোগনামার অবতারণা করা স্বাধীনতাকামী নতুন রাষ্ট্রের জন্য আসলে খুব জরুরি। কেন জরুরি? কেননা যদি নতুন রাষ্ট্রটি তার, স্বাধীনতা দাবির সপক্ষে জোরালো যুক্তি উপস্থাপন না করতে পারে, তবে তাদের পরক্ষেপকে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের অপপ্রয়াস বলে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। ঔপনিবেশিক প্রবুর কর্তৃত্ব থেকে যখন কোনও রাষ্ট্র তার স্বাধীনতা দাবি করে তখন ব্যাপারটি আন্তর্জাতিক বিষয় বলেই ধরে নেওয়া হয়। কেননা ঔপনিবেশিক সম্পর্ক মূলত দুটি রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ঘিরেই গড়ে ওঠে। কিন্তু একটি প্রতিষ্ঠিত/ স্বীকৃত রাষ্ট্রে কোনও আভ্যন্তরীণ জনগোষ্ঠী যখন ওই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ঘোষণা তরে তখন ব্যাপারটি মূলত ওই রাষ্ট্রে আভ্যন্তরীণ বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ফলে এই জনগোষ্ঠীর স্বাধীনতার দাবিকে আন্তর্জাতিক মহল বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন বলে নেয় এবং দাবিকৃত নতুন রাষ্ট্রকে কখনই স্বীকৃতি দিতে চায় না। যেমন---কাতাঙ্গা যখন ১৯৬০ সালে কঙ্গোর বিরুদ্ধে অথবা বায়াফ্রা যখন ১৯৬৭ সালে নাইজেরিয়ার বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ঘোষণা করে তখন স্বাধীনতা ঘোষণাকে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের অপপ্রয়াস রূপে চিহ্নিত করা হয় এবং আন্তর্জাতিক বিশ্ব তাদের রাষ্ট্র রূপে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করে।

১৯৭১ সালের যখন পাকিস্তান রাষ্ট্রে অন্তর্গত জনগোষ্ঠী ঠিক একইরকমভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা দেয় তখন তারা সফল হয় এই স্বাধীনতার পক্ষে জোরালো যুক্তি উপস্থাপন করতে। ফলে বাংলাদেশ নামর রাষ্ট্রটিকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয় আন্তর্জাতিক বিশ্ব। এদিক থেকে দেখতে গেলে, বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের প্রথমভাগে স্বাধীনতা ঘোষণার যে যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছে তার নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে।

আমি অভিভূত হই যখন দেখি বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে স্বাধীনতা ঘোষণার স্বপক্ষে যে যুক্তি তুলে ধরা হয়েছে তা অত্যন্ত স্বচ্ছভাবে সহজ ভাষায়, অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত ধারায় এবং ন্যূনতম প্রয়োজনীয় শব্দের ব্যবহারে উপস্থাপন করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা গোষণাপত্রে স্বাধীনতার দাবিকে দার্শিনক ব্যাখ্যা দিয়েছেন টমাস জফারসন। তাঁর দার্শিনিকত রূপরেখা বিশ্ববাসীকে চমকিত করেছে এ ব্যাপারে কোনও দ্বিমত নেই। অপরদিকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষমাপত্র স্বাধীনতাকে মূর্ত করা হয়েছে একটি বাস্তবিক প্রয়োজন হিসেবে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার গোষণাপত্র তাই আন্তর্জাতিক বিশ্বে একটি যুগান্তসৃষ্টিকারী অবদান রেখেছে। আজকের উন্নয়নশীল বিশ্বে স্বাধীনতাকে দর্শনের বেড়াজালে আর আবদ্ধ রাখা সম্ভব নয়। স্বাধীনতা আজ পৃথিবীর যে কোনও জাতিগোষ্ঠীর একটি জীবন্ত প্রয়োজন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণাপত্র প্রথমবারের মতো বিশ্বে এই ধ্রুবসত্যটি সার্থকভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে।

দার্শনিক রুশো প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যে একজন ব্যক্তি মানুষ জন্মগতভাবেই স্বাধীন। আর বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র প্রতিষ্ঠা করেছে একটি জাতিগোষ্ঠী তার জাতিসত্তার উন্মেষ থেকেই স্বাধীন। স্বাধীনতার এই যে ব্যক্তি থেকে জাতিগোষ্ঠী পরিমণ্ডলে উত্তরণ তাকে আমি দার্শনিক জয়যাত্রা হিসেবে দেখিনা। আমি মনে করি বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের খসড়াতে স্বাধীনতা চেতনার একটি নতুন দিক উন্মোচন করা হয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে স্বাধীনতাকে দর্শনের প্রাসাদ থেকে মুক্ত করে, তার জীবন্ত ও প্রয়োগি (Pragmatic) ব্যবহারের মাধ্যমে সাধারণ জনপদের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন হিসেবে স্থাপন করা হয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি এই কারণেই বিশ্বে অনন্য।

(সৌজন্যে দৈ: স্টেটসম্যান)

চৌকিদার নানা ভাবে না রঙে

কমলেন্দু ধর

জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের বিশ্বাস ও আবেগে কোনও প্রশ্ন থাকে না, থাকে শুধু আত্মসমর্পণ। এই আত্মসমর্পিত মানুষের বিশ্বাস ও আবেগের স্বপ্নপূরণ না হলে প্রশ্ন উঠবে না? নাকি প্রশ্ন করা যাবে না? এখানে যুক্তি ও যুক্তিপরস্পরায় বিশ্বাস রাখা যায় না! আচ্ছে দিন বিশ্বাস..........বিকাশ...........বিকাশেও নয়।

তবে রামমন্দির বিশ্বাস ও আবেগের উন্মাদনা আরএসএস ও বিজেপিকে লোকসভার নির্বাচনে ২ থেকে ৮০-তে বলীয়ান করেছিল। আর থাঁদের লোকসভায় বলীয়ান হবার আগে রামমন্দির বিশ্বাস ও আবেগের উন্মাদনায় 'রামরথের চাকায়' পিষ্ট না হলে ভারতজুড়ে ওই বিশ্বাস ও আবেগের বিষে অনেক মানুষ নিহত হয়েছিলেন, অনেক মানুষের জীবন-জীবিকা টান পড়েছিল।

তারপর রামমন্দিরের স্রোত থাকলেও ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে এল কথা -নদীর ভরা জোয়ার। আচ্ছে দিনের বিশ্বাস ও আবেগের উন্মাদনা এবং বিজেপির নির্বাচনী ইস্তেহারে কমবেশি ৪২ বার লিখিত ....বিকাশ...........বিকাশ। এই কথা-নদীর জোয়ারে ও বিপুল ব্যয়ে প্রচারের খরস্রোতে দেশের ৩১ শতাংশ মানুষ ভাসল। অর্থাৎ বৈধ ভোটের ৩১ শতাংশ জনসমর্থন পেয়ে আরএস ও বিজেপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতায় কেন্দ্রীয় স্তরে এককভাবে শাসন ক্ষমতা পেল।

২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে প্রমাণিত হল —

১) বাস্তবে রামমন্দির গড়ে ওঠেনি, আরএসএস ও বিজেপি একে সংখ্যাগরিষ্ঠতায় কেন্দ্র ও উত্তরপ্রদেশে ক্ষমতায় শীর্ষে থাকলেও। এবং রামমন্দির স্লোগানের, প্রায় তিন দশকের কাছাকাছি সময়ে কোটি কোটি শব্দের দূষণে সমাজে জীবন নানাভাবে দূষিত হয়েছে। এই সমাজ দূষণ বিশ্বাস ও আবেগের ভিত্তিতে নয়, যুক্তি ও যুক্তিপরস্পরায়।

২) আচ্ছে দিন ও বিকাশ.........বিকাশ.... বিকাশের কথা নদীর বিশ্বাসের স্রোত ও আবেগের স্রোতধারা 'খরা নদীর সোঁতায় পরিণত হয়েছে, রুদ্ধ হয়েছে। অধিকাংশ দেশবাসীর যাবত জীবন তা প্রমাণিত তথ্য, বিশেষ করে কর্মহীনতার প্রশ্নে। বিগত পাঁচ বছরে কর্মসংস্থাহীন দেশবাসীর সংখ্যা ২০১৭-১৮-তে ৪৫ বছরের মধ্যে সর্বাধিক এবং ২০১৮ সালেই ১ কোটি কর্মরত মানুষ কর্মচ্যুত হয়েছেন।

এই আচ্ছে দিন ও প্রয় ৪২ বার লিখিত বিকাশ শব্দটি বিগত দিন-মাস-বছরগুলোতে শাসকদের সরব কণ্ঠে বার বার উচ্চকিত হয়ে বাস্তবে এই 'খরা নদীর সোঁতা'র একটি মাত্র উদাহরণেই বিস্তৃত করা যাক। এখানে মনে রাখা দরকার 'খরা নদীর সোঁতা'য় শুধু আবর্জনাতেই ভরে যায় না, সমাজ ও পরিবেষকেও দূষত করে। কখনও কখনও তা থেকে বিষও ছড়ায়।;

নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী হবার পর বিজেপি ও আরএসএসের মতে স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে তাঁরা এখন একটি বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছেন যা দেশের ইতিহাসে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও প্রথম ঐতিহাসিক ঘটনা'।

এবং এই 'ঐতিহাসিক ঘটনা'র এক বছর বাদে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ছবিসহ তা সহ গণমাধ্যমে বিপুল ব্যয়ে প্রচারিক হয়েছিল, ঘটনাটি 'ঐতিহাসিক সাফল্য বলে।

তাঁদের বিশ্বাস ও আবেগনির্ভর এই প্রচারপর্ব ছিল রঙিন, নানা রঙে রঞ্জিত প্রথমেই নরেন্দ্র মোদির রঙিন ছবি। তারপর নানা রঙে রঞ্জিত বেশ বড় বড় হরফে এক বছর আগের 'ঐতিহাসিক ঘটনা'র 'ঐতিহাসিক সাফল্য'র প্রচারে লিড রঙিন ক্যাপশন ছিল—

১২৫ কোটির ভারতবাসীর লড়াই কালো টাকাও দুর্নীতির বিরুদ্ধে সফল যুদ্ধ এবং জয়।

এই লিড ক্যাপশন বিজ্ঞাপনটির 'ঐতিহাসিক সাফল্য'র বিবরণগুলি তুলনায় সাফল্য ছোট ছোট হরফে হলেও গেরুয়া রং ছড়িয়ে বিস্তৃত হয়েছে। যেমন—দেশের ইতিহাসে সর্বাধিক পরিমাণ কালো টাকা ফাঁস সন্ত্রাসবাদ ও নকশালদের কোমর ভেঙে গেছে, পরিচ্ছন্ন অর্থ ব্যবস্থার দিকে এখ বলিষ্ঠ ও দূরদর্শী পদক্ষেপ সংগঠিত ক্ষেত্রে গরিবদের জন্য আরও বেশি আয়োর সুযোগ ঘটল।

এই 'ঐতিহাসিক সাফল্যে' উল্লেখ করে সঙ্গে কিছু তথ্য ও পরিসংখ্যান তুলে ধরে উপরোক্ত বিষয়গুলি প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। সংবাদপত্রে পুরো পাতাজুড়ে নানারঙে রঞ্জিত বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল ৮ নভেম্বর ২০১৭ সালে, দেশের বহুল প্রচারিত সংবাদপত্রে প্রায় সব ভাষায়। এবং 'বিমুদ্রাকরণের ফলে আপনি কী পেলেন? বলে পুরো পাতাজোড়া বিজ্ঞাপনটি শেষ হয়েছে। শাসক সম্মত মতে প্রচারিত বিজ্ঞাপনটির তথ্য বিশ্বাস ও আবেগের স্তর সরিয়ে সামান যুক্তির নিরিখে যে কোনও দেশবাসী প্রশ্ন করতেই পারেন, বাস্তবে কী হল?

১) কালো টাকা ফাঁস বা উদ্ধার হয়েছে কি? ২০১৯ সালের নির্বাচনে কত হাজার কোটি টাকা ব্যয় হবে 'অজ্ঞাত সূত্র' আয় থেকে। এবং বিভিন্ন দলের মূল আয়ের উৎস কী'অজ্ঞাত সূত্রেই থেকে যাবে?

২) 'সন্ত্রাসবাদ ও নকশালদের কোমর ভেঙে গেছে'—বলে দাবি করা হয়েছে। বর্তমান ভারতের সমাজ বাস্তবতা কী তাই প্রমাণ করে? ২০১৮ সালের মার্চ মাসে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তথ্যে স্বদেশের ১০৬টি নকশাল অধ্যুষিত তোলা কমিয়ে ৯০টি করলেই কি নকশালদের কোমর ভেঙে গেছে বলে মেনে নেওয়া যায়। তালে আরবান নকশাল তকমা জুড়তে হচ্ছে কেন? আর সন্ত্রাসবাদ, কাশ্মর, পুলওয়ামা বা সার্জিক্যাল স্ট্রাইক নিয়ে কোনও প্রশ্ন করা যাবে না। তবে ২০১৮ সালের জুন মাসে প্রকাশিত রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার সংক্রান্ত দুই ভূমিখণ্ডের কাশ্মীরের রিপোর্ট আমরা কতজন পড়েছি বা জানি? শাসকসম্মত মতাদর্শে সন্ত্রাসবাদ ও নকশালবাদের পরিসর বা দিয়ে একটি প্রশ্ন তুলে ধরা যাক।

বর্তমান ভারতে দলিত জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ৩০ কোটি, অন্যান্য ভিন্নবর্গের নিম্নবর্গের মানুষকে বাদ দিয়ে। নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী হবার পর পূর্ববর্তী ধারবাহিকতায় ভারতে প্রতিদিন গড়ে ১৮ মিনিট অন্তর একজন করে দলিত মানব-মানবী নির্যাতিক হন। প্রতিদিন গড়ে তিনজন দলিত শিশুকন্যা বা মহিলা ধর্ষিত হন। এবং দলিত জনগোষ্ঠীর ৩৭ শতাংশের বেশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে জীবনযাপন করেন। দলিত জনগোষ্ঠীর ওপর শাসকগোষ্ঠীর অনুগতদেরএই নির্যাতন ও হত্যা কি আমরা 'সন্ত্রাস' হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি? অছবা ৪৩ মিনিটের একটি তথ্যচিত্রে 'লিঞ্চ নেশন' কি প্রমাণ করে? তাই কি 'গ্লোবাল পিস ইনডেক্স'-এ ১৬৩টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ১৩৬ম?

এখন শাসকসম্মত মতাদর্শে ও বয়ানে এই প্রবাহকে নিশ্চিতভাবেই 'সন্ত্রাস' বলতে পারি না, বলা যায় না। কিন্তু সমাজবাস্তবতায় ও তথ্যের ভিত্তিতেও কী বলা যাবে না?

৩) পরিচ্ছন্ন অর্থ ব্যবস্থার দিকে এক বলিষ্ঠ ও দূরদর্শী পদক্ষেপ'-এর তথা পরিসংখ্যান যে কোনও আগ্রহী ব্যক্তি জেনে নিতে পারেন বিমুদ্রাকরণের আগেও পরে ভারতের ব্যাঙ্ক শিল্পে বিপুল অনাদায় ঋণের বহর তেকে। এবং একই সূত্রে জানা যায় বিপুল অনাদায়ী ঋণের দায়ে বা ব্যাঙ্কের হাজার হাজার কোটিাকা জালিয়াতির কারণে দেশ ছেড়ে পালন বৃহৎ শিল্প-বাণিজ্য গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের তালিকা থেকে।

৪) 'সংগঠিত ক্ষেত্রে গরিবদের জন্য আরও বেশি আয়ের সুযোগ ঘটল' বিমুদ্রাকরণের এক বছর পর। ভিন্ন ভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি তথ্যে ও ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কর তথ্য ও পরিসংখ্যানেও প্রমাণিত যে গরিবদের আয় বেড়েছে, না কমেছে।

এখানে যে প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবে উঠে আসে তা হল গরিবদের আয় বাড়লে কর্মসংস্থান কমে কী করে? আর অসংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রটি জুড়ে ছিল দেশে কর্মহীন মানুষের সংখ্যা কোন শৃঙ্গে পৌঁছবে?

এই প্রেক্ষা ও অনুষঙ্গে বলা যায় কালব্যবধানে সত্য ও তথ্যের ভিত্তিতে প্রমাণিত হয়েছে, এখন হয়ে চলেছে কোনও গোষ্ঠী বা দল বা ব্যক্তি ক্ষমতায়নের কু-আগ্রাসনে দেশবাসীকে এখন অনেক অবাস্তব প্রতিশ্রুতি দেন যা কখনই বাস্তবায়িত করা সম্ভব নয়। যেমন কালো টাকা উদ্ধার করে প্রতিটি দেশবাসীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ১৫ লক্ষ টাকা করে সরকার জমা করে দেবে। আর ক্ষমতায়নের স্তরে তাদের/তার কু-যেুক্তিতে তখন তারা /সে এমন কিছু সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হন যার পরিণতিতে দেশ বিপন্ন হয়ে পড়েন দেশবাসীর জীহনধারণের স্বাভাবিক প্রশ্নগুলি রুদ্ধ হয়ে সম্প্রদায়গত সম্প্রীতিও ছিন্নভিন্ন হতে থাকে। এবং তখন সাশকসম্মত মতাদর্শ ও উত্তর -সত্য প্রচারের বহন গণমাধ্যমে যতই প্লাবিত হোক না কেন দেশবাসীর চলমান যাপিত জীবনের অভিজ্ঞতায় ও রূঢ় সমাজবাস্তবাতায় তার মোহ তাৎক্ষণিক বা সাময়িক হয়, দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না।

মন-মননের দরজার খিল খুলে দিলে দেখা যায় বুঝে নেওয়া যায় 'মরা নদীর সোঁতা'য় শুধু জলাশয়ের ঢেউই রুদ্ধ তাতে নানা অসামাজিক আবর্জনার স্তুপ জমে জমে পরিবেশ ও সমাজকেও বিষিয়ে তোলে। সেখানে একক 'চৌকিদার' থেকে রাত ফুরোবার আগে বা ভোরের আলোয় অনেকে 'চৌকিদার' বনে গেলেও সেই ভোরের আলো ও কুয়াশাচ্ছন্ন রাতের মতো।

তাই একক থেকে অনেকে চৌকিদারও কী দেশের অধিকাংশ মানুষের বিশেষ করে দলিত-নিম্মবর্গের মানুষের চৌকিদার হতে পারবেন? নাকি নির্দিষ্ট কিছু গোষ্ঠীর ও বৃহৎ শিল্প-বাণিজ্য গোষ্ঠীর চৌকিদার হবেন?

(সৌজন্যে দৈ: স্টেটসম্যান)

এক নজরে লোকসভা নির্বাচন ২০১৯

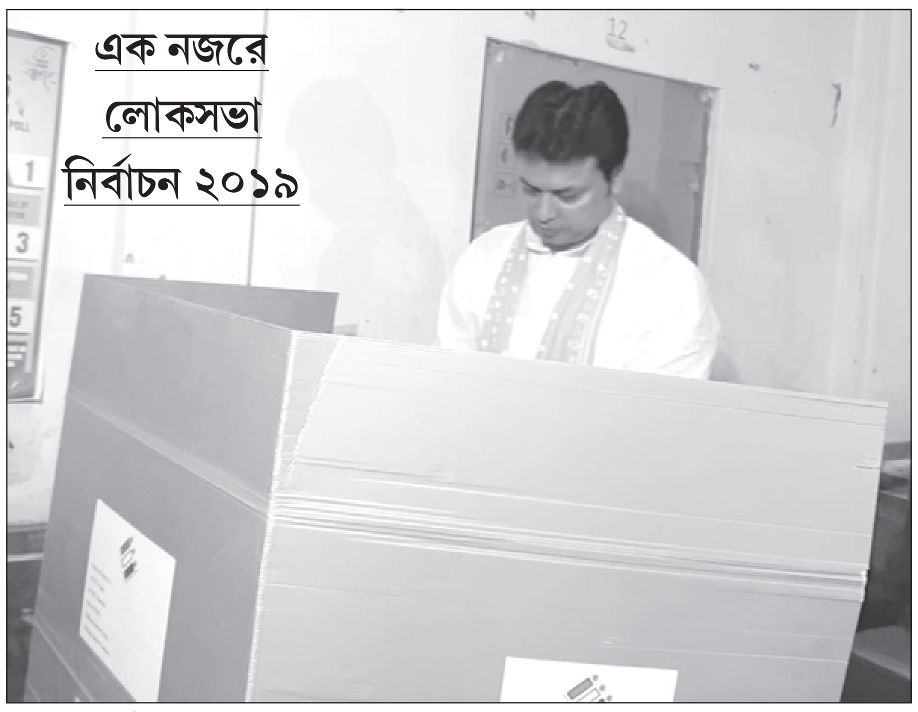

লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিম আসনে ভোট দিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিম আসনে ভোট দিলেন প্রার্থী শংকর প্রসাদ দত্ত।

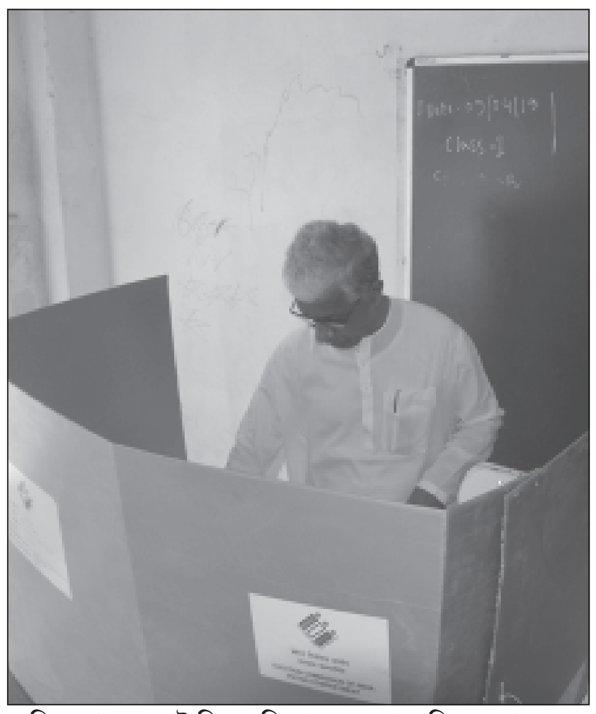

পশ্চিম আসনে ভোট দিলেন বিরোধ দলনেতা মানিক সরকার

লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিম আসনে ভোট দিলেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ।

লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিম আসনে ভোট দিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সুদীপ রায় বর্মণ।

পশ্চিম আসনে ভোট দিলেন কংগ্রেস প্রার্থী সুবল ভৌমিক।

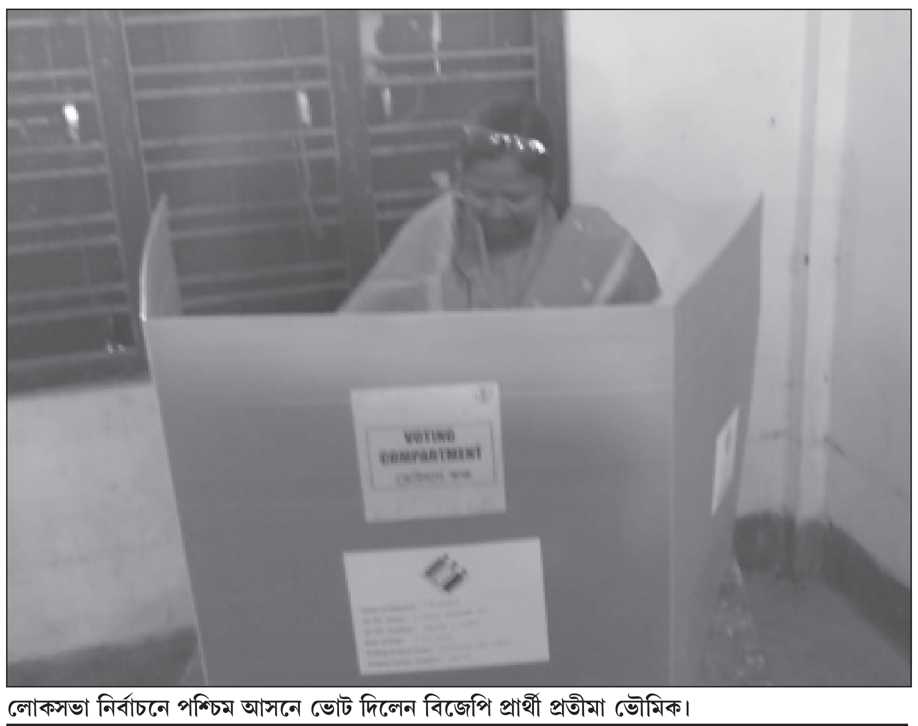

লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিম আসনে ভোট দিলেন বিজেপি প্রার্থী প্রতীমা ভৌমিক।

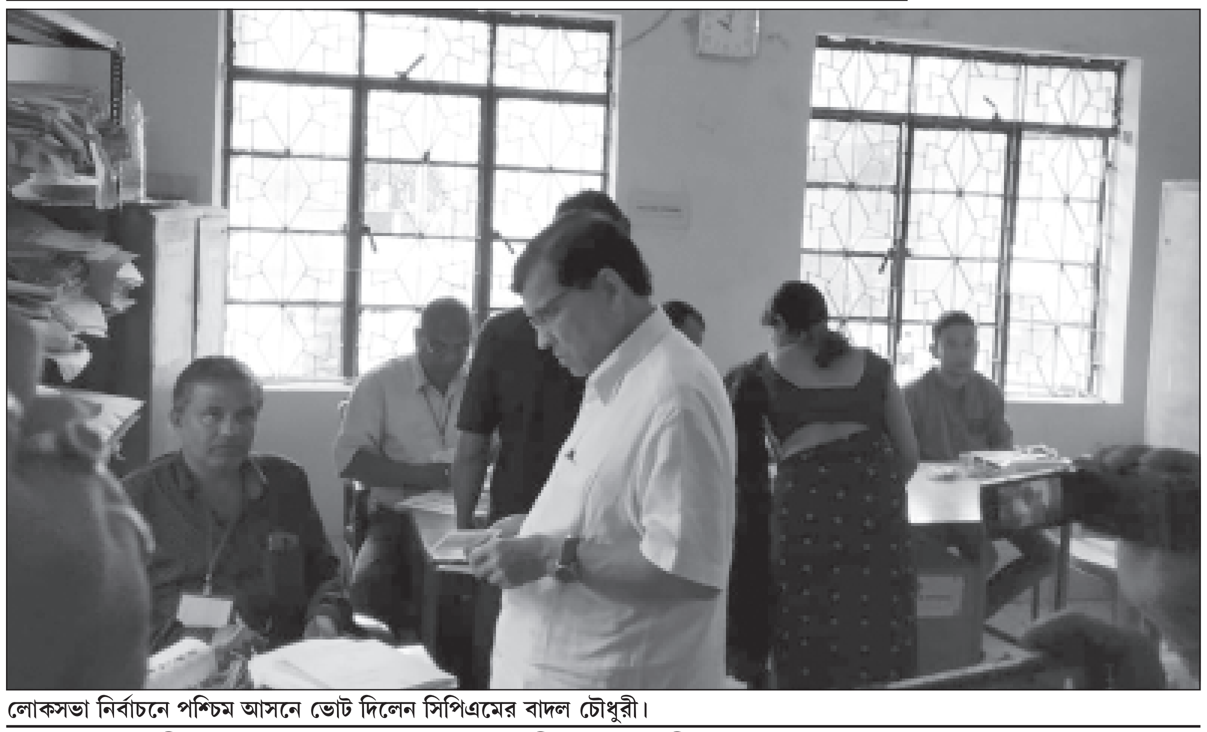

লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিম আসনে ভোট দিলেন সিপিএমের বাদল চৌধুরী।

কংগ্রেস-এআইইউডিএফকে ভোট দিলে বিপদ, দেশের সুরক্ষার স্বার্থে বিজেপি প্রার্থীদের সংসদে পাঠাতে বলেছেন মোদী

শিলচর (অসম), ১১ এপ্রিল (হি.স.) : এ-যেন জনসমুদ্র। শিলচরের রামনগর বাইপাস সংলগ্ন মাঠে বিজেপি-র বিজয় সংকল্প সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জনসভা কার্যত এক জনসমুদ্রে পরিণত হয়েছে বৃহস্পতিবার। সবার মুখে একই স্লোগান 'ফের একবার মোদী সরকার'। দ্বিতীয় দফায় ১৮ এপ্রিল অনুষ্ঠেয় শিলচর লোকসভা আসনে দুই বিজেপি প্রার্থী ডা. রাজদীপ রায় এবং করিমগঞ্জ লোকসভা আসনে কৃপানাথ মালাহের হয়ে বিজয় সংকল্প সমাবেশে শিলচর রামনগর বাইপাস সংলগ্ন মাঠে উপস্থিত হয়ে বিশাল জনসমুদ্র দেখে আপ্লুত হয়ে মোদী বলেন, 'আপনাদের এই ভালোবাসা সুদ সমেত ফিরিয়ে দেব।'

বৃহস্পতিবার শিলচর রামনগর বাইপাস সংলগ্ন মাঠে প্রায় চার লক্ষাধিক জনতার উপস্থিতিতে নরেন্দ্র মোদী কংগ্রেসের তীব্র সমালোচনা করে জনতার কাছে ভোট চেয়ে বলেন, শতাব্দী প্রাচীন এই দল এবং এআইইউডিএফ-এর ভেজাল জোটকে ভোট দিলে নির্ঘাত বিপদ। তাই শিলচর ও করিমগঞ্জ কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থীদের জয়ী করে দেশকে সুরক্ষার পথে নিয়ে যেতে তাঁর হাত শক্ত করতে উপস্থিত জনতার প্রতি আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী।

নরেন্দ্র মোদী বলেন, চায়ের নাম শুনলেই কংগ্রেসিরা জ্বলেপুড়ে ওঠে। কংগ্রেসের সর্বেসর্বা রাহুল গান্ধীর নাম না ধরে কটাক্ষ করে বলেন, মুখে সোনার চামচ নিয়ে কংগ্রেসের নেতা চায়ের স্বাদ বুঝবেন। কিন্তু যাঁরা এই চা তৈরি করেন তাঁদের পরিস্থিতি কি একবারের জন্য ভেবেছেন? তিনি বলেন কংগ্রেসের নেতা ও তাঁর মা দুর্নীতির দায়ে জামিনে রয়েছেন। অথচ এদের মুখে নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে ভ্রষ্টাচারের অভিযোগ? বলেন, কংগ্রেসের জনৈক নেতার ঘর থেকে বাণ্ডিল বাণ্ডিল টাকা উদ্ধার করা হচ্ছে যা আপনারা টেলিভিশনে দেখেছেন। কংগ্রেসের দুর্নীতির জন্যই আজ উত্তর-পুর্বাঞ্চল এতদিন উন্নয়নের ক্ষেত্রে পিছিয়ে ছিল। তবে কেন্দ্রে পাঁচ বছরের বিজেপি-শাসনে উত্তরপূর্বে অনেক উন্নয়নমূলক কাজ করা হয়েছে বলে উল্লেখ করে নরেন্দ্র মোদী বলেন, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা থেকে আয়ুষ্মান ভারতের অধীনে ৫ লক্ষ টাকার চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রদান করা হয়েছে, উজ্জ্বলা যোজনার অধীনে রান্নার গ্যাস প্রদান করা হয়েছে, এমন-কি ব্রডগেজ সম্প্রসারণের কাজ সম্পূর্ণ করে এ অঞ্চলকে রাজধানী ও দেশের অনান্য অংশের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া শিলচর-সৌরাষ্ট্র ইস্ট-ওয়েস্ট করিডর নির্মাণের কাজেও গতি এসেছে।

নরেন্দ্র মোদী বলেন, পুনরায় বিজেপি ক্ষমতায় এলে ধর্মীয় নির্যাতনের বলি হয়ে ভারত মায়ের কোলে আশ্রিত শরণার্থীদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে এবং এ ব্যাপারে বিজেপি দায়বদ্ধ। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল পরবর্তী মেয়াদে পাশ করা হবেই বলে দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। বলেন, 'অসমবাসীর সুরক্ষার স্বার্থে এই বিব খুব জরুরি। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল সকল শ্রেণির মানুষকে সুরক্ষিত করবে।' তিনি বলেন, 'এই বিল আইনে পরিণত হলে অসমবাসীর কোনও ক্ষতি হবে না, বরং লাভ হবে। আমার হিন্দু ভাইবন্ধুদের জন্য এই বিল পাশ করাতেই হবে।' মোদী বলেন, 'কংগ্রেসের নেতারা আমাকে শৌচালয়ের চৌকাদার বলে গালিগালাজ করে। কিন্তু আমি খুশি যে আমি দেশের মহিলাদের চৌকিদার হতে পেরেছি।' আজকের বিজয় সংকল্প সমাবেশে নিজের ভাষণে পাঁচগ্রামের বন্ধ কাগজ কল নিয়ে একটি কথা বলেননি মোদী। অন্যদিকে তিনি শিলচরে উপস্থিত হওয়ার আগে কাগজ কলের শ্রমিক সংগঠনের সদস্যরা শিলচর রেলওয়ে স্টেশনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলে তাঁদের আটক করা হয়। সমাবেশে ভাষণের শুরুতে উপস্থিত জনতাকে বাংলা নববর্ষ ও বিহুর শুভেচ্ছা জানান নরেন্দ্র মোদী।

সমাবেশে ভাষণ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল, প্রার্থী ডা. রাজদীপ রায় প্রমুখ। মঞ্চে ছিলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা শিলচরের তিনবারের সাংসদ কবীন্দ্র পুরকায়স্থ, রাজদীপ ছাড়াও করিমগঞ্জের প্রার্থী কৃপানাথ মালাহ, অসমে লোকসভা নির্বাচনে দলীয় পর্যবেক্ষক উত্তরপ্রদেশের মন্ত্রী মহেন্দ্র সিং, বরাক উপত্যকার সব বিজেপি বিধায়কবর্গ এবং অন্য নেতারা।

বাবুলের প্রচার গাড়ি আটকে বিক্ষোভ অভিযোগ তৃণমূল আশ্রিত দুস্কৃতীদের বিরুদ্ধে

দুর্গাপুর, ১১ এপ্রিল(হি. স.) : ফের বাবুলের প্রচার গাড়ি আটকে বিক্ষোভ। ''গো-ব্যাক'' শ্লো-গান। বৃহস্পতিবার ঘটনাকে কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনা ছড়ালে পশ্চিম বর্ধমানের অন্ডালের ধান্ডারডিহি গ্রামে। ঘটনায় দুই তৃণমূল আশ্রিত দুস্কৃতীর নামে পুলিশে অভিযোগ দায়ের। অভিযোগ অস্বীকার তৃণমূলের।

উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার আসানসোল লোকসভার অধীনে অন্ডালের বিভিন্ন এলাকায় রোড-শো ছিল বিজেপি প্রার্থী বাবুল সুপ্রিয়র।এদিন সকালে কাজোড়া, হরিশপুর গ্রামে ঘোরার পর দুপুর নাগাদ ধান্ডারডিহি গ্রামে ঢোকে। সেখানে উৎসাহী কর্মী সমর্থকদের মধ্যে বাবুলের গাওয়া বিতর্কিত গান বাজছিল বলে অভিযোগ তৃণমূলের। আর তার পাল্টা তৃণমূলের কিছু ছেলে ''চৌকিদার চোর'' হ্যায়, গো-ব্যাক বলে পাল্টা শ্লোগান তোলে। আর তাতেই উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। বাবুলের প্রচার গাড়ী আটকে বিক্ষোভ শুরু করে জনা কয়েক দুস্কৃতী। ঘটনার অভিযোগে বিজেপির পশ্চিম বর্ধমান জেলা সভাপতি লক্ষন ঘড়ুই জানান, ঙ্র' তৃণমূল আশ্রিত শ্যামল ব্যানার্জি, দিবেন্দু লায়েকের নেতৃত্বে একদল সমাজবিরোধী গত কয়েকদিন ধরে দলের কর্মীদের হুমকি দিচ্ছিল। এদিন পরিকল্পিতভাবে গাড়ী আটকে বিক্ষোভ করে। গাড়ীতে হামলার চেষ্টা করে। গোটা বিষয়টি পুলিশে লিখিত জানিয়েছি। অভিযুক্তরা কয়লার চোরাচালানে যুক্ত।ঙ্র' উল্লেখ্য, দুদিন আগে জামুড়িয়ার নিঘাতে একই কায়দায় গাড়ী আটকে বিক্ষোভ শুরু করেছিল। এদিন আবারও একই ঘটনা।

এদিন বিজেপি প্রার্থী বাবুল সুপ্রিয় জানান,ঙ্র' তৃণমূল উদ্দেশ্য প্রনোদিত ভাবে অশান্তি পাকানোর চেষ্টা করছে। আগের দিনও আমি নিজে গাড়ী থেকে নেমে পরিস্থিতি সামাল দিয়েছি। আজও তাই করেছি। তৃণমূলনেতা কর্মীদের বলছি, অশান্তি গোন্ডোগোল পাকাবেন না। শান্তিপুর্ন নির্বাচন হতে দিন।ঙ্র' যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল কংগ্রেসের পশ্চিম বর্ধমান জেলা সভাপতি ভি শিবদাসন জানান,ঙ্র' নির্বাচন কমিশনের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে বাবুলের বিতর্কিত গান চলছিল। তাতেই গ্রামবাসীরা আপত্তি তোলে। এবং চৌকিদার চোর হ্যায় বলে শ্লোগান তুলেছে। বাবুলও পাল্টা আক্রমন করেছে। তবে আমরা তার বিরুদ্ধে মামলা করছি না। প্রচারে আসার জন্য এসব নাটক করছে।

ভোটের নিরাপত্তায় ক্ষুব্ধ শিক্ষামঞ্চের হুঁশিয়ারি কমিশনকে

কলকাতা, ১১ এপ্রিল (হি. স.) : প্রথম দফার ভোটে কেন্দ্রীয় বাহিনী যে ভাবে মোতায়েন করা হয়েছে, তাতে ক্ষোভ জানাল শিক্ষক শিক্ষা কর্মী শিক্ষানুরাগী ঐক্য মঞ্চ। বৃহস্পতিবার মঞ্চের তরফে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের কাছে এই ব্যাপারে লিখিত অভিযোগ করা হয়। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কিংকর অধিকারী লিখেছেন, "দাবি রাখছি পশ্চিমবঙ্গে বাকি পর্বের ভোট গুলিতে যদি প্রতিটি বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন না করলে ভোট বয়কটের ডাক দেব।" একই সঙ্গে তিনি লিখেছেন, "ভোট কর্মী এবং ভোটারদের সুনিশ্চিত নিরাপত্তা ব্যবস্থা না করা হয় তাহলে গোটা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলব আমরা। এ রকম পরিস্থিতি চলতে থাকলে পরবর্তী ভোট গুলিতে ভোট কর্মীরা ভোট গ্রহণের দায়িত্ব বয়কট করতে বাধ্য হবেন। তাই প্রতিটি জেলায় আমাদের প্রতিবাদ জারি থাকবে।" কিংকরবাবু লিখেছেন, "আমাদের দাবি ছিল প্রতিটি বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনীসহ সুনিশ্চিত নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা। সাত দফায় ভোট হওয়া সত্ত্বেও প্রথম দফার ভোটে প্রায় ৫০ শতাংশ বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী দেয়নি কমিশন। বেশ কিছু জায়গায় কেন্দ্রীয় বাহিনীকে বসিয়ে রাখা হয়েছে অথচ তাদের কাজে লাগানো হয়নি। উত্তরবঙ্গের রহৎপুর হাই মাদ্রাসা তে কেন্দ্রীয় বাহিনী রয়েছে অথচ প্রথম পর্বের ভোটে সেই বাহিনীকে কাজে লাগানো হলো না। আমরা মনে করি এ রকম বহু জায়গায় কেন্দ্রীয় বাহিনী উদ্বৃত্ত থাকা সত্বেও তাদের কাজে লাগানো হচ্ছে না।" শিক্ষক শিক্ষা কর্মী শিক্ষানুরাগী ঐক্য মঞ্চ-র তরফে এই অভিযোগ করে রাজ্যের নির্বাচন কমিশনকে লেখা হয়েছে, "এখানে কমিশনের সদিচ্ছার অভাব আমরা লক্ষ্য করছি। প্রথম দফার ভোটে বহু জায়গায় বুথ দখল, হুমকি, ভোটারদের ভোটদানে বাধা দান, মারামারি ইত্যাদি ভোট গ্রহণ পদ্ধতিতে প্রহসনে পরিণত করেছে। আমরা ভোট কর্মী হিসেবে সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কেন নিরাপত্তাহীনতার কারণে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ভোট গ্রহণ পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারব না। আমরা যে দাবিগুলি করছি সেগুলি কোনওটা অসাংবিধানিক নয়।"

বইপাড়া মজেছে নতুন বছরের ক্যালেন্ডারে

কলকাতা, ১১ এপ্রিল (হি. স.) : পয়লা বৈশাখ মানে বছরের প্রথম দিন। হালখাতা। নতুন জামা। মিষ্টিমুখ। প্রভাতফেরি। গানে গানে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ফলাও প্রচার। আর সেই সঙ্গে বুঝি বাংলা ক্যালেন্ডারেরও। আগের মত হালখাতা আর ক্যালেন্ডারের বাজার নেই। কিন্তু ক্যানিং স্ট্রিটে এই মুহূর্তে দোকানিরা অনেকেই ব্যস্ত ক্যালেন্ডার বিক্রিতে।ক্যানিং স্ট্রিটে পবন পাসোয়ানের দোকানে ঝুলছে নানা মাপের নমুনা। আর্ট পেপারে ১৩০ জিএসএমের দেবদেবীর ছবিওয়ালা একতারা নমুনা। ৩০ ইঞ্চি বাই ২০ ইঞ্চি মাপের এক পৃষ্ঠার ওই ক্যালেন্ডারের দাম প্রতি হাজারে ১৪৫০ টাকা। এক খদ্দেরকে দেখলাম টেনে সেই দাম ১২০০-তে নামানোর চেষ্টা করছেন। কম দামের ক্যালেন্ডারও আছে। কোনওটি ৭ টাকা, কোনওটি ৪ টাকা। পবন পাসোয়ান জানালেন, ক্যালেন্ডার এখন লোকের মোবাইলে ঢুকে গিয়েছে। ফোনো ফোনে ঘুরছে। তাই অনেকে দেওয়ালে ঝোলানোর জন্য ক্যালেন্ডার করতে চান না।

ভবিষ্যতের ভূত' ছবি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে ধাক্কা খেল রাজ্য, ২০ লক্ষ টাকা জরিমানা শীর্ষ আদালতের

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ১১ এপ্রিল (হি.স.): অবাধ প্রদর্শনে বাধা দেওয়ায় 'ভবিষ্যতের ভূত' ছবি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে বড়সড় ধাক্কা খেল রাজ্য সরকারঊ পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে ২০ লক্ষ টাকা জরিমানা করেছে শীর্ষ আদালতঊ জরিমানার ২০ লক্ষ টাকা পাবেন 'ভবিষ্যতের ভূত' ছবির প্রযোজক এবং ক্ষতিগ্রস্ত থিয়েটার মালিকরাঊ ছবির অবাধ প্রদর্শনে বাধা দেওয়ার কারণেই জরিমানা করেছেন সর্বোচ্চ আদালতঊ

সুপ্রিম কোর্টের মতে, 'ভবিষ্যতের ভূত' ছবির অবাধ প্রদর্শনে বাধা দিয়ে প্রযোজক এবং থিয়েটার মালিকদের বাক স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের অধিকারকে লঙ্ঘন করা হয়েছেঊ আর তাই সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের বেঞ্চ পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে ২০ লক্ষ টাকা জরিমানা করেছেঊ এই টাকা পাবেন ছবির প্রযোজক এবং ক্ষতিগ্রস্ত থিয়েটার মালিকরাঊ গত ১৫ মার্চ সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছিল, বন্ধ রাখা যাবে না 'ভবিষ্যতের ভূত' ছবির প্রদর্শনীঊ প্রেক্ষাগৃহে দেখাতে হবে অনীক দত্তের ছবি 'ভবিষ্যতের ভূত'ঊ ছবির প্রদর্শন নিয়ে যাতে কোনও ঝামেলা না হয়, সেদিকে নজর রাখার জন্য মুখ্য ও স্বরাষ্ট্রসচিব এবং ডিজিপি-কে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্টঊ কিন্তু, সর্বোচ্চ আদালতের এই নির্দেশের পরও অধিকাংশ প্রেক্ষাগৃহেই 'ভবিষ্যতের ভূত' ছবি দেখানো হয়নিঊ অবশেষে বৃহস্পতিবার রাজ্য সরকারকে বড়সড় ধাক্কা দিয়ে ২০ লক্ষ টাকা জরিমানা করল সুপ্রিম কোর্টঊ

চলতি বছরের ১৫ ফেব্রুয়ারি মুক্তি পেয়েছিল অনীক দত্তের ছবি 'ভবিষ্যতের ভূত'ঊ কিন্তু, মুক্তির একদিনের মধ্যেই শহরের প্রায় সমস্ত প্রেক্ষাগৃহেই বন্ধ হয়ে যায় ছবির প্রদর্শনঊ মাল্টিপ্লেক্স থেকে সিঙ্গল স্ক্রিন বাদ যায়নি কিছুইঊ ছবি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর 'ভবিষ্যতের ভূত'-কে ফেরানোর জন্য পথে নামেন বিশিষ্টজনরাঊ প্রতিবাদে সরব হয়েছিলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়-সহ টলিউডের প্রবীণ অভিনেতারাওঊ দীর্ঘ ধোঁয়াশা কাটিয়ে অবশেষে স্বস্তি পেলেন 'ভবিষ্যতের ভূত' ছবির নির্মাতা অনীক দত্ত।

হরেকরকম ◌ হরেকরকম ◌ হরেকরকম

ক্যান্ডল ফেসিয়াল ট্রিটমেন্ট

আমদের শরীরে দুটি স্তর আছে। বহিঃত্বক ও আন্তঃত্বক। বহিঃ ত্বকের এরেবারে উপরের অংশ মৃত কোষ দ্বারা গঠিতক। একে রোটিন স্তর বলে। মৃত কোষগুলি আমাদের অলক্ষ্যেই ত্বকের ওপরের অংশ থেকে সজীব কোষগুলো মরে গিয়ে কেরাটিন স্করে উঠে অসে। অন্তঃত্বকে থাকে শিরা, ধমনি স্নায়ু বেং সংযোগকারী বিশেষ তিছু কোষ ঘর্ম ও তৈলগ্রন্থি। এই তৈলগ্রন্থির কাজ হল কেতল জাতীয় পদার্থ নিঃসরণের মাধ্যমে ত্বককে মসৃণ সজীব ও ঝকজকে রাখা। অন্তঃ ত্বকে থাকে কোলজেন, রেটিকুলিন ও ইলাস্টিক ফাইবার— এ তিধিরনের সুতোর মতো জিনিস জালের মতো তৈরী করে আমাদেরত্বকততে টানাটান রাখে। আর এই ত্বককে টানটান রাখতে সবচেয়ে বেশি গ্রুতুবপূর্ণ ভূমিকা নেয়ি " ভিসকো ইলাস্টিত জেল' ওর ওপর ভেসে থাকা ইলাস্টিক ফাইবার।

বয়,বাড়ার পারিসাশ্বিক নানা কারণে বিশেষ করে সূর্যের অতি-বেগুনি রশ্মির প্রভাবে এই ফাইবারগুলো ক্ষয়ে যায় ঢিলে হ৭য়ে ত্বকে বলিরেখা দেখা দেয়। অন্যদিকে ত্রিশ চল্লিশ বছরের মহিলাদের বয়স বাড়ার সঙ্গে সহেগ নরম ত্বক, উজ্জ্বলচুল, সুন্দর শরীরের গঠন রাখান অন্যতম উপাদান ইস্টোজেন হরমোনের সক্রিয়তা বা লেভের মকতে থাকে। ফলে ত্বক শুস্ত ও সিথিল হয়ে পড়ে। বলিরেখা, পিগমেন্টেশনের প্রকোপ বাড়ে। সেই সঙ্গে ত্বকের উজ্জ্বলতা হারিয়ে যায়। শীতের আর্দ্রতা ও শুষ্কতা বেড়ে গিয়ে ত্বক ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এছাড়া ত্বকে প্রয়োজনতা অক্সিজেন সাল্পাই হয় না। ফলে ত্বকের দেখা যায় মেচে তালো ও সাদা ছোপ, ফ্রেকলস্। আন্ডার ত্বকে দেখা যায় মেচেতা কালো, ও সাদা ছোপ, ফ্রেকলস্। আন্ডার আই কার্ড সার্কেল হয়। অন্যদিকে দূষণ বৃষ্টির জল, ধুলো টেনশন, মানসিক চাপ, রাত জাগামনোকষ্টের ছাপ পড়ে আমদের ত্বকে। যার ফলে ত্বক তাড়াতাড়ি বুড়িয়ে যায়। এইসব সমস্যার মোকাবিলা করতে যে ট্রিটমেন্ট রয়েছে তা হল "ক্যান্ডেল ট্রিটমেন্ট"। শীতে প্রি ম্যাচিওর এজিং প্রবলের থেকে মুক্তি দিতে পারে এই ট্রিটমেন্ট। প্রি মোচিওর শুষ্কতা দূর করার জন্যও এই ট্রিটমেন্ট প্রয়োজন। ক্যান্ডল ট্রিটমেন্টের মধ্যে প্যারাফিন বা ওয়াক্স এসেনশিয়াল অয়েল এবং স্কিন রিজুয়েনটিং এজেন্ট রয়েছে যা চোখের নিচে ক্রোলাইন আপার ফেস লাইন রিমুভ করতে সাহায্য করে। একই সঙ্গে ডবল চিনের সমস্যা, সমাধানেপ ফলপ্রসূ এই ট্রিটমেন্ট। শীএত ত্বকের ময়শ্চরাইজার লেভের যথন নষ্ট হয়ে যায় তখন ঠিকঠাক ব্যালেঙ্গা রাখার ক্ষেত্রে এওই ট্রিটমেন্ট কার্যকরী ভূমিকা নেয়। এই ট্রিটমেন্ট-এর ম্যাধ্যমে ত্বকে চটজলদি উজ্জ্বলতা। ফিরে আসে। আর স্কিন হয়ে ওঠে রিংকলস ফ্রি। সান ট্যানের সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

এই ক্যান্ডেল ট্রিটমেন্ট কয়েকটি ধাপে হয়। ক্লনজিং স্ক্যাবিং, পিলিং, ম্যাস্যাজ, মেশিনের সাহায্যে ম্যাসাজ, টোনিং ও ময়শ্চরাইজিং।

প্রথমে স্কিন চাইপ রেলনজার দিয়ে মুখ পরিশকার করে নেওয়া হয়। ে।কোনও ধরেনের তৃহবকের ক্ষেত্রে পুদিনাযুক্ত ক্লেনজার ব্যবহরার করা হয়। পুদিনার একটি নিজস্ব অ্যানাসেপটিকে গুণ রয়েছে ফলে ত্বক পরিষ্কার করতে অনবদ্য কাজ করে। এর পর অ্যালোভেরাযুক্ত ফেসওয়াশ দিয়ে মুখ নিতে হবে। এতে মুখের ট্যান রিমুভ হবে।

এবার ক্যান্ডেন ট্রিটমেন্ট ম্যাসাজ। এই সময় স্কিন যেহেতু খুব ড্রাই হয়ে যায় তাই ভিটামিযুক্ত ফ্রুটনাই ক্রিম দিয়ে ডাউন ও আপ ওয়াইজ ম্যাসাজ করা হয়। এরপরে লিস্ফোটিক ড্রেনেকম্যাসাজ দেওয়া হয়। এরপর পঞ্চকর্মা আয়ুর্বেদিক ম্যাসাজ দেওয়া হয়।

আকাশ, বায়ু, অগ্নি জল ভূমিকে কেন্দ্র করে এই ম্যাসাজ দেওয়া হয়। আকাশ বায়ু, গাগ্নি জল ভূমিকে কেন্দ্র করেএই ম্যাসাজ দেওয়া উপরই এই ট্রিটমেন্টে এক অভিবভন মেশিন। টানটান রাখে, ত্বকবে উজ্জ্বল করে কোলে।

এরপরে মুখের ক্রিম মা মুখে একটা গজ কাপড় মুখে লাগাতে হবে। লক্ষ রাখতে হবে গজ তাপড়ে চোখ, মুড়, নাক আটকে না যায়, যেন খোলা থাকে। এবার ওয়াক্স মাস্ক তৈরী করে মুখের ওপর রেখে ওয়াক্স অর্থাৎ মোম গরম করে লাগালে হয়। স্কিনে সহ্য হওয়ার মতো ওয়াক্স অর্থাৎ মোম গরম করে প্যাকের মতো স্কিনে ডাউন টুপ আপ লাগতে হবে। অনেকটা পাঁউডারের মাখান লাগানোর মতো। তিন থেকে চার ভাগ লাগিয়ে আলট্রাসনিক মেশিন চালানো হয়।

এই সময় কোছে ঘাব লাগিয়ে এই মেশিন ব্যবহার করা হয়। এই মেশিনস পংচ মিনিট চালানোর পর, ফয়েল ফেপার বা ক্লিন র‍্যাপার দিয়ে র‍্যাপ করে মুখটাকে ঢেকে দেওয়া হয়। কুড়ি থেকে পঁচিশ মিনিট পর ম্যাপার অর্থাৎ ময়শ্চারাইজার লাগানো হয়। তৈলাক্ত ত্বকের ক্ষেত্রে অয়েল ফ্রি মশচরাইজার ওবং শুষ্ক ত্বকের ক্ষেত্রে আমন্ড যুক্ত ময়শ্চরাইজার লাগানো হয়।

যেকোনও ঋতুতে এই ট্রিটমেন্ট করা যায় তবে শীতকালে এই ট্রিটমেন্ট । কিন্তু তৈলাক্ত ত্বকে যদি পিম্পল-এর প্রকোপ দেখা দেয় তবে স্পিমালের ব্যালান্স ঠিকঠাক রেখে এই ট্রিটমেন্ট করা উচিত। শরীরের বাইরের দিকে শুধু নয়, এই ট্রিটমেন্টের সঙ্গে অভ্যন্তরীন দিকেও সমান নজর দিতে হবে আপনাকে।

ক্যান্সার রুখতে বায়োইলেকট্রিক পালস

চল্লিশ হাজার ভোল্ট, চার হাজার অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট আর ১০ কোটি ওয়াটের বেশি বিদ্যুৎশক্তি সংকুচিত করা হয়েছে মাত্র ১ ঘন সেন্টিমিটারে। মনে হতে পারে, এটা নিমেষেই যে কোনও কিছুকে বাষ্প বানিয়ে ফেলবে। নিশ্চয়ই কেউ বিপুল এ তড়িৎ প্রবাহের কাছাকাছি যেতে চাইবে না। কিন্তু গবেষণা শেষে বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, আগামী আর কয়েক মাসের মধ্যেই ক্যানসার রোগীদের দেহে বিশাল এই তড়িৎপ্রবাহ চালনা করা হবে। আর সেটা করা হবে ক্যানসার নির্মূল করার জন্যই। ১ সেকেন্ডের ১০০ কোটি ভাগের মাত্র কয়েক ভাগ সময়ের জন্য চালনা করা হবে বিপুল এ তড়িৎপ্রবাহের প্রচন্ড ধাক্কা। এত অল্প সময়ের শক্তি সরবরাহ হবে প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে ১.৬ জুল, যা কিনা এক ফোঁটা জলের তাপমাত্রা মাত্র ০.৩৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়াতে পারে। এই শক্তিশালী অথচ ক্ষণস্থায়ী ভোল্টেজ পালস কিন্তু নিরাপদে কোষের বহিরঙ্গ ভেদ করে অভ্যন্তরীণ গঠনে আঘাত হানতে সক্ষম। আর জীবন্ত টিস্যুর ওপর তা ফেলবে ব্যাপক প্রভাব। এই ব্যবস্থায় ইতিমধ্যেই ইঁদুরের ম্যালিগন্যান্ট টিউমার পুরোপুরি অপসারণ করা সম্ভব হয়েছে।

বিজ্ঞানের তুলনামূলক একটি নতুন শাখা হল বায়োইলেকট্রিকস। বিভিন্ন বায়োলজিক্যাল সিস্টেমে তড়িৎক্ষেত্রের উপস্থিতি ও প্রভাব পর্যবেক্ষণই এ বিদ্যার মূল লক্ষ্য। বর্তমান সময়ের সবচেয়ে বড় গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্প পরিচালিত হচ্ছে আর্লিংটনে ইউ এস এয়ারফোর্স অফিস অফ সায়ান্টিফিক রিসার্চে। তাদের অর্থায়নে ওল্ড ডমিনিয়ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইস্ট ভার্জিনিয়া মেডিকেল স্কুল যৌথভাবে চালিয়ে যাচ্ছে বায়োইলেকট্রিকসের ওপর আশ্চর্য সব গবেষণা। পাশাপাশি এম আই টি., ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি, টেক্সাস হেল্থ সায়েন্স সেন্টার, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও জাপানের নানা গবেষণা প্রতিষ্ঠানে এ বিষয়ের ওপর চলছে ব্যাপক গবেষণা ও পরিকল্পনা।

গবেষকরা লক্ষ করেন যে, নির্দিষ্ট কিছু পালসকৃত তড়িৎক্ষেত্র ইঁদুরের ত্বক থেকে টিউমার অপসারণে সক্ষম। ১২০ মাইক্রো সেকেন্ড ধরে চালানো কয়েকশো পালস ইদুরের টিউমারকে ৯০ শতাংশ পর্যন্ত সংকুচিত করে ফেলে। কয়েকদিন পর দ্বিতীয় পর্যায়ে তা সম্পূর্ণ টিউমারকেই অপসারণ করতে সক্ষম হয়। সবচেয়ে বড় কথা কেমোথেরাপি পদ্ধতির ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া এবং রেডিয়েশন প্রযুক্তি টিস্যু নষ্ট হওয়ার মতো ক্ষতি থেকে এ প্রযুক্তি যে অনেকটাই মুক্ত সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

কোষকে আমরা একটি জলীয় পকেট বলতে পারি যাতে রয়েছে অর্গানিলস নামের এক গুচ্ছ ক্ষুদ্র কাজের একক। এগুলো আবার তৈলাক্ত মেমব্রেন বা পর্দা দ্বারা আবদ্ধ। কোষের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্গানিল হল নিউক্লিয়াস, যেখানে প্রোটিন তৈরী হয়। কোষে রয়েছে অত্যন্ত জটিল কিন্তু চমৎকার একটি জেনেটিক প্রোগ্রামিং যন্ত্র, তা এর মেরামত বা পূর্ণ উৎপাদনের সময় নির্ধারণ করে। এ যন্ত্রে গোলমাল দেখা দিলেই নানা রোগে সূচনা হয় যা ক্যানসার, সিজোফ্রেনিয়া, হৃদযন্ত্রের সমস্যা থেকে শুরু করে হাজারো জটিল রূপ নিতে পারে। কোষ ও তার অর্গানিলসমূহের পর্দার ৫ ন্যানোমিটার চওড়া (১ ন্যানোমিটার অর্থ ১ মিটারের ১০০ কোটি ভাগের ১ ভাগ) বেষ্টনীর মূল উপাদান হল ফসফোলিপিড বাইলেয়ার। এটাই জল ও আয়ন চলাচলের একমাত্র বাধা, যা তড়িৎ প্রবাহকেও বাধা দেয়। অবশ্য মেমব্রেনের কিছু প্রোটিন ন্যানোমিটার দৈর্ঘ্যের কিছু পথ তৈরী করে যা কোষের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ কিছু আয়নকে একদিকে চলাচল করতে দেয়। ফলে কোষের মেমব্রেন অনেকটা ধারক বা ক্যাপাসিটরের মতো কাজ করে। আর মেমব্রেনের মধ্যেকার ব্রাইনীয় তরল সাইটোসল তড়িৎ পরিবাহী বলে একে তুলনা করা যেতে পারে রোধের সঙ্গে। সব মিলিয়ে কোষকে একটি তড়িৎ বর্তনী বা সার্কিট রূপে উপস্থাপন করা যায়। যে কোনও ধারকের মতো কোষের মেমব্রেনে প্রচুর বিভব জমা হলে উচ্চ বিভবের সৃষ্টি হয়, আর তা মেমব্রেনে সৃষ্টি করে বড় বড় ছিদ্র। মেমব্রেনের সে ছিত্র দিয়ে তখন কোষে আয়ন চলাচল করতে পারে, অনেকটা শর্টসার্কিট হওয়ার মতো, এ ঘটনাকে বলে ইলেকট্রো পারেশন। মজার ব্যাপার হল, পুরো ঘটনাটা কিন্তু রিভারসিবল অর্থাৎ পেছনে ফিরে যাওয়া সম্ভব। হঠাৎ করে সেই উচ্চ বিভবকে শূন্যে নামিয়ে আনলে ছিদ্র বন্ধ হয়ে সব কিছু আবার আগের মতো হয়ে যাবে। আর এ পদ্ধতিতেই বিজ্ঞানীরা কোষের অভ্যন্তরীণ গঠনে পরিবর্তন আনতে চাইছেন।

কোষের অভ্যন্তরীণ গঠনে হস্তক্ষেপের জন্য উচ্চ বিভবের পালস ব্যবহারের কথা ভাবা হচ্ছে। কিন্তু এই পালসের ব্যাপ্তিকাল সামান্য বেশি হলে কোষ তো বটেই মানুষটিও বাষ্পে পরিণত হয়ে যেতে পারে। পাশাপাশি পালসের শূন্য থেকে সর্বোচ্চ মানে পৌঁছনোর সময়টিও হতে হবে খুব কম। নতুবা কোষের ধারকে এর বিরুদ্ধে এটা প্রতিক্রিয়া শুরু হবে যা গোটা ব্যবস্থাটাকেই ভেস্তে দেবে। মাত্র কয়েক ন্যানো সেকেন্ডের মধ্যে উচ্চ বিভব প্রযুক্ত হলেই তা কোষ ও তার অর্গানিল সমুহের মেমব্রেনে চার্জের উদ্ভব ঘটাবে। ফলেকোষের মেমব্রেনে বিরাট ছিদ্র তৈরীর আগেই নিউক্লিয়াস ও অন্যান্য অর্গানিলে তড়িৎক্ষেত্র প্রয়োজনীয় প্রভাব ফেলতে পারবে। এই অল্প সময়ের মধ্যেই টিউমার কোষ ধ্বংস ও রোগ প্রতিরোধক ব্যবস্থার পরিবর্তনসহ অনেক জটিল পরিবর্তন সাধনে চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা আগ্রহী। পুরো ব্যবস্থাটা সারতে হবে মাত্র কয়েকশো ন্যানোসেকেন্ডের মধ্যে। সাম্প্রতিক গবেষণায় ১২০টি ইঁদুরের ত্বকে মেলানমোনা ক্যানসারের কোষ প্রবেশ করিয়ে টিউমার গঠন করে সেই টিউমারে পালস জেনারেটরের সাহায্যে ৩০০ ন্যানোসেকেন্ড ধরে বিদ্যুৎ প্রবাহ চালানো হয়। প্রতিটি টিউমারকে সেকেন্ডে ৪০০ পালস দিয়ে আঘাত করা হয়। মাত্র ২ সপ্তাহ টিউমারগুলো ৯০ শতাংশ সংকুচিত হয়ে যায়। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, এ পদ্ধতিতে মাত্র কয়েক মিনিট চিকিৎসা চালানোর পর টিউমারে রক্ত পরিবহন বন্ধ হয়ে যায়। এর প্রকৃত কারণ অবশ্য জানা যায়নি— তবুও তা নিশ্চিতভাবেই টিউমার ধ্বংসের কাজে সাহায্য করেছে। তাঁর সাধারণ কোষ ও ক্যানসার কোষের ওপর এ পদ্ধতি প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন, তা কেবল ক্যানসার কোষকেই ধ্বংস করে। কেমোথেরাপিতে টিউমারের সঙ্গে সাধারণ সুস্থ টিস্যুও ধ্বংস হয়, এ পদ্ধতিতে সে ভয় থাকছে না। বিজ্ঞানী কার্ল শোয়েনবাখ জানিয়েছেন, 'ক্যানসার কোষ হল অতি সংক্ষিপ্ত উচ্চবিভব পালস প্রযুক্তির একটি লক্ষ্য মাত্র। শক্তিমাত্রা সামান্য কমিয়ে এ পদ্ধতিকে জিন থেরাপিতে ব্যবহার করা সম্ভব।' বিজ্ঞানী ও গবেষকরা ক্যানসার নিরাময়ে মানবদেহে এর সফল প্রয়োগে আশাবাদী।

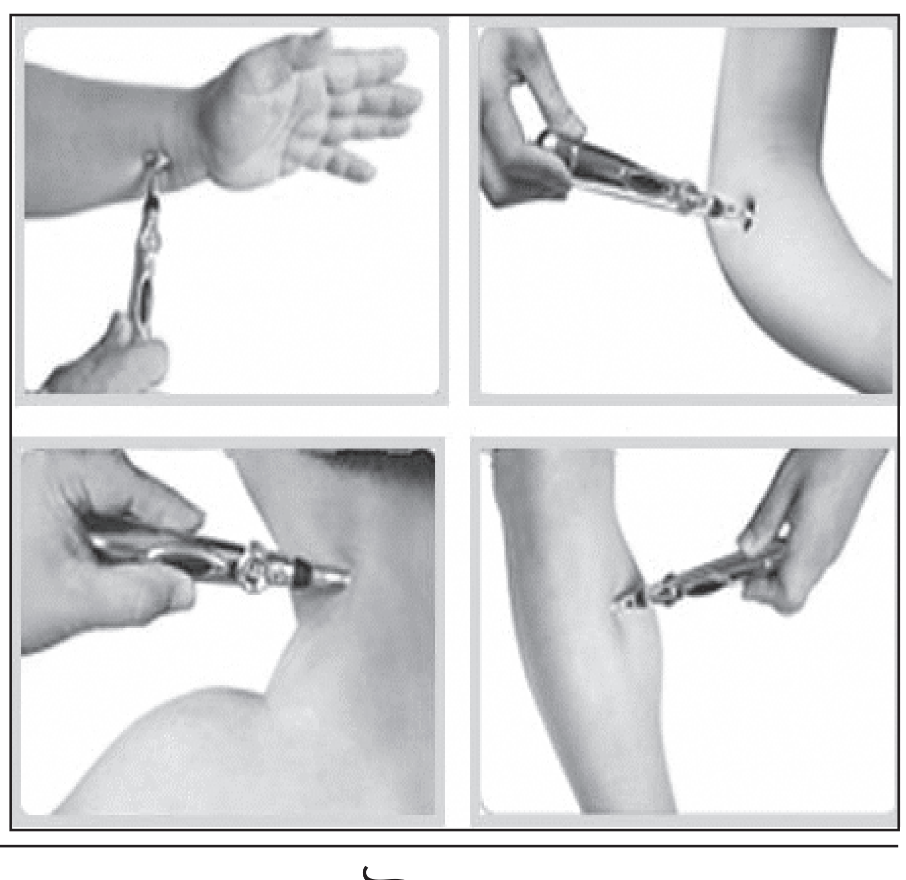

'ভাত ঘুম' থেকে রক্ষা পেতে

দুপুরের খাবারের পর দু-চোখ ভরে ঘুম আসে। অফিসে বা ক্লাসে বসে এই ঝিমুনির কারণে পড়তে হয় বিরতকর পরিস্থিতিতে। অবস্থা উত্তরণের জন্য রয়েছে বিভিন্ন উপায়। এই সম্যসা কাটাতে আপনি হয়ত 'পাওয়ার ন্যাপ', 'পাওয়ার ওয়াক' বা খাওয়ার পর কিছুক্ষণ হাঁটা-এ ধরনের পদ্ধতির কথা শুনেছেন। তবে কখনও কি শুনেছেন 'পাওয়ার ইটিং'য়ের কথা।

খাদ্য ও পুষ্টিবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে জানানো হয়, সমস্যার কারণটা হয়ত আপনার দুপুরের খাবারের তালিকা ও কৌশলে। আপনার কর্মক্ষমতা অনেকটাই নির্ভরশীল রক্তে শর্করার পরিমাপের উপর। তাই শর্করার মাত্রার তারতম্য যত বেশি হবে, আপনি ততই ক্লান্ত অনুভব করবেন। এর নাম 'পোস্ট-লাঞ্চ স্লাম্প'।

খাবারের রকম ফের, মাত্রা কমানো বাড়ানো ইত্যাদি বিভিন্ন কৌশলের মাধ্যমে এই 'ভাত ঘুম' থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

ধীরে খাওয়া ঃ স্যান্ডউইচ, সালাদ কিংবা শরবত যাই খান না কেনো, সব খাবারকেই শরীর গ্লুকোজ বা শর্করায় পরিণত করে। পেস্ট্রি, চিনিযুক্ত পানীয়, ডেজার্টজাতীয় খাবারে মূলত সহজ কার্বোহাইড্রেইট যা শর্করার পরিমাণ হঠাৎ বাড়িয়ে দেয়, আবার হঠাৎ করেই নিচে নেমে যায়। একারেণ এধরনের খাবার খেতে প্রথমে ভালো লাগে তবে পরে ক্লান্ত লাগে। তাই সহজ কার্বোহাইড্রেইটের বদলে জটিল কার্বোহাইড্রেইট ধরনের খাবার বেছে নিতে হবে। এসব খাবার শর্করা নিঃসরণ করে ধীরে, যা ভেঙে গ্রুকোজ তৈরি হতে সময় লাগে। ফলে সারাদিন শরীরে শক্তি প্রবাহ বজায় থাকে। সবুজ শাকসবজি, হোল গ্রেইনজাতীয় খাবার যেমন ওটমিল ও পাস্তা, মটরশুঁটি, ডাল, আলু ইত্যাদি গটিল কার্বোহাইড্রেটের উৎস।

দুই ঘন্টা পরপর খাওয়া ঃ দিনে তিনেবাল পেট পুরে খাওয়ার বদলে দুই ঘন্টা বিরতিতে খাওয়া উচিত। এতে শরীরে শর্করার মাত্রা স্থির থাকে। তবে খেতে হবে অল্প পরিমাণে।

হালকা খাবার ঃ ওজন বাড়ায় এমন ভারি খাবার যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলতে হবে। কারণ এধরনের খাবার আপনাকে অলস করে তোলে।

হাঁটাচলার কাজে ব্লুটুথ

মোবাইল ফোনের কল্যাণে ইদানিং ব্লুটুথ শব্দটি কারও কাছে আর নতুন বলে মনে হয় না। মূলত তারবিহীন যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে মোবাইল ফোন থেকে কম্পিউটারে কিংবা আর একটি মোবাইল ফোনে বিভিন্নরকম তথ্য আদান প্রদান করার কাজেই ব্লুটুথ বেশি ব্যবহার করা হয়। এছাড়া হেডফোন, মাউস, কি-বোর্ডেও অনেক প্রযুক্তিপ্রেমী আজকাল ব্লুটুথ ব্যবহার করছে। কিন্তু তা-ই বলে ব্লুটুথ পা? হ্যাঁ, সম্প্রতি হাঁটাচলার কাজেও ব্লুটুথের ব্যবহার শুরু হয়েছে।

২০০৭ সালের ১৫ অক্টোবরের ঘটনা। ৩০ বছর বয়সি মার্কিন ল্যান্স করপোরাল জোশুয়া বেলিল তাঁর পেশাগত কাজে ইরাকের রাস্তায় হামভি জিপে চড়ে টহল দিচ্ছিলেন। রাস্তায় পেতে রাখা বোমার বিস্ফোরণে জখম হয়ে দুটো পা কেটে ফেলতে হয় হাঁটুর ওপর থেকে। ইরাক থেকে তাঁকে নিয়ে আসা হয় আমেরিকায়। সংযোজন করা হয় কৃত্রিম দুটো পা। এই পা দুটোয় যোগ করা হয়েছে কম্পিউটার চিপ। এই চিপ থেকে ব্লুটুথ প্রযুক্তি সংকেত প্রেরণ করা হয় দেহের সঙ্গে যুক্ত মোটরে।

চিকেন ও মটন স্যুপ

চিকেন স্যুপ

উপকরণ ঃ হাড়ছাড়া চিকেনের টুকরো ২৫০ গ্রাম, কুচোনো পিঁয়াজ ১ কাপ, কুচোনো আদা ২চামচ, গোলমরিচ ও লবঙ্গ থেঁতো ৬/৭টি, টমেটো ২টি, তেজপাতা ৩/৪টি, ধনেপাতা কুচোনো ১টি বড় চামচ, সাদাতেল ৩ চামচ, নুন স্বাদমতো।

পদ্ধতি ঃ চিকেনের পিসগুলো ধুয়ে পরিষ্কার করে আদা,পিঁয়াজ, গোলমরিচ, নুন, টমেটো, তেজপাতা দিয়ে আন্দাজমতো জল দিয়ে প্রেসার স্টিম দিন। একটি স্টিম দিলে আঁচ কমিয়ে দিন। কিছুক্ষণ রেখে নামিয়ে নিন। স্টিম বেরিয়ে গেলে ছেঁকে স্টকে বার করে নিন। প্যানে তেল দিয়ে পিঁয়াজ ভেজে স্টকে ঢেলেদিন। মরিচগুঁড়ো ছড়িয়ে মচমচে পাউরুটি টোস্টের সঙ্গে স্যুপ বোলে দিয়ে পরিবেশন করুন।

চিকেন অ্যাসপ্যারাগম স্যুপ

উপকরণ ঃ অ্যাসপ্যারাগম ৫ টেবিল চামচ, হাড়ছাড়া মুরগি সিদ্ধ এককাপ, চিকেন স্টক ৪কাপ, রসুন এক চামচ ও পিঁয়াজ কুচি ২ টেবিল চামচ, কর্নফ্লাওয়ার ২ চামচ, আজিনোমোটো ১/২চামচ, ডিম ১টা, নুন ও তেল প্রয়োজন মতো।

প্রণালী ঃ সস প্যানে তেল দিয়ে গরম হলে রসুন পিঁয়াজ হালকা করে ভাজুন। চিকেন স্টক, অ্যাসপ্যারাগম, মুরগি সিদ্ধ ও নুন দিন। পাঁচ মিনিট সিদ্ধ হতে দিন। ১/২ কাপ জলে কর্নফ্লাওয়ার গুলে সসপ্যানে দিন। এবার ডিমের সাদা অংশ ভালো করে ফেটিয়ে ধীরে ধীরে ঢালুন ও নাড়ুন। আজিনোমোটো দিয়ে নামিয়ে গরম গরম পরিবেশন করার সময় কাঁচালঙ্কা কুচি সয়াসসের মধ্যে দিয়ে আলাদা পাত্রে পরিবেশন করতে পারেন।

মটন স্যুপ

উপকরণ ঃ হাড়ছাড়া মাংস ২৫০ গ্রাম, পিঁয়াজ একটি, আদাকুচি ১ চামচ, গোলমরিচ ৭-৮টি, নারকোলের দুধ ১/২কাপ, কর্নফ্লাওয়ার ১ চামচ, চিনি ১/২ চামচ, মাখন ১ চামচ, নুন স্বাদমতো, গরম মশলা এক চামচ, তেজপাতা ৩-৪টি।

পদ্ধতি ঃ প্রেসারে পরিমাণমতো জল দিয়ে মাংস ধুয়ে পরিষ্কার করে প্রেসারে দিন, পিঁয়াজ, আদা, গরম মশলা নুন, তেজপাতা দিয়ে স্টিম দিন। ২-৩টি স্টিম দেওয়ার পর নামিয়ে রাখুন। ঠান্ডা হলে ছেঁকে দিন। অল্পজলে কর্নফ্লাওয়ার গুলে স্যুপ ঢেলে দিন। নারকোলের দুধ ও চিনি মিশ্রণে মেশান। এবার প্যানে মাখন দিয়ে স্যুপটি সাঁতলে দিন ফুটলে নামিয়ে পাতিলেবুর রস ও মরিচগুঁড়ো ছড়িয়ে স্যুপ বোলে ঢেলে পরিবেশন করুন।

জাগণের ক্যামেরায় লোকসভা নির্বাচন ২০১৯

চায় না দেশটা সুরক্ষিত, সমৃদ্ধ হোক, তারাই বিজেপিকর্মীদের ওপর হামলা করে : আলুআলিয়া

দুর্গাপুর, ১১ এপ্রিল (হি. স.) : জনগনই ভগবান। এটা পঞ্চায়েত, মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচন নয়। দেশের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন। কাকে প্রধানমন্ত্রী করলে দেশ সুরক্ষিত থাকবে। সেটা জনগন ফয়সালা করবে। যারা চায় না দেশটা সুরক্ষিত, সমৃদ্ধ হোক, তারাই নির্বাচনে বিজেপিকর্মীদের ওপর হামলা করে। বৃহস্পতিবার পানাগড়ে গুরুদুয়ারাই এসে এমনই মন্তব্য করলেন বর্ধমান-দুর্গাপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সুরিন্দর সিং আলুআলিয়া।

প্রসঙ্গত, রাজ্যে বৃহস্পতিবার ১৭ তম লোকসভার প্রথম দফার ভোটদান পর্ব। এদিন কোচবিহার, দিনাজপুর সহ কয়েকটি কেন্দ্রের ভোটদানকে কেন্দ্র করে দফায় দফায় সংঘর্ষ ও অশান্তির ঘটনা ঘটে। বেশীরভাগ বুথেই কেন্দ্রীয়বাহিনী ছিল না। এদিন প্রার্থী হওয়ার পর প্রথম পানাগড় গুরুদুয়ারায় আসন বিজেপি প্রার্থী সুরিন্দর সিং আলুআলিয়া। আসানসোলের বাসিন্দা হওয়ার সুবাদে এদিন ছাত্রজীবনের সহপার্টিদের নিয়ে স্মৃতিচারনা করেন। সেখান থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন।

এদিন তিনি বলেন,ঙ্ড্র’ জনগনই ভগবান। তারাই সিদ্ধান্ত নেবে কাকে প্রধানমন্ত্রী করলে দেশ সুরক্ষিত থাকবে।ঙ্ড্র’ নির্বাচনে বিজেপিকর্মীদের ওপর হামলা প্রসঙ্গে তিনি বলেন,ঙ্ড্র’ যারা চায় না দেশটা শক্তিশালী হোক, সুরক্ষিত হোক, সমৃদ্ধ হোক, স্বাভিমানি হোক। তারাই নির্বাচনে এভাবে হামলা করে।ঙ্ড্র’

ভোটে সশস্ত্র বাহিনী হাঙ্গামা চালাচ্ছে, অভিযোগ নিয়ে কমিশনের দ্বারস্থ প্রদেশ কংগ্রেস

কলকাতা, ১১ এপ্রিল (হি.স.): প্রথম থেকেই কোচবিহারকে স্পর্শকাতর বুথ হিসেবে চিহ্নিত করেছিল কমিশনঊ সেই কোচবিহারেই আজ প্রথম দফা ভোটে সশস্ত্র বাহিনী হাঙ্গামা চালাচ্ছে বলে কমিশনের কাছে অভিযোগ করল প্রদেশ কংগ্রেস। বৃহস্পতিবার নির্বাচন কমিশনের অফিসে এই নিয়ে অভিযোগ জানান কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ প্রদীপ ভট্টাচার্যঊ

এদিন নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ জানিয়ে বেরোনোর পথে প্রদীপ ভট্টাচার্য জানান, “কিছু লোক একটা গাড়িতে অস্ত্র নিয়ে এলাকায় হাঙ্গামা করছে। গাড়িটির নম্বর ঢক্ক-স্ক ২৪২৪। হোগলাবাড়ি-নয়াহাট এলাকায় ওই গাড়িটিকে নিয়ে হাঙ্গামা চালানো হচ্ছে। আমরা নির্বাচন কমিশনকে গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করার আর্জি জানিয়েছি”ঊ

এছাড়াও প্রদীপবাবু অভিযোগ করে বলেন, “কেন্দ্রীয় বাহিনী না থাকায় কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারের বিভিন্ন জায়গায় ঝামেলা হচ্ছে”। কংগ্রেস স্পর্শকাতর বুথগুলিতে কেন্দ্রীয় বাহিনী রাখার দাবি জানিয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় বাহিনী না থাকায় এমন ঘটনা ঘটছে বলে মনে করছেন প্রদীপবাবুঊ এবিষয়ে প্রদীপবাবু বলেন, ঙ্ড্র’যে বুথগুলোতে কেন্দ্রীয় বাহিনী আছে সেখানে শান্তিপূর্ণভাবেই ভোট হচ্ছেঊ আর যেখানে ছিল না সেখানেই ঝামেলা হচ্ছে”। তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, “কেন্দ্রীয় বাহিনীর প্রয়োজনিয়তা কী সেটা আমরা আগেই বুঝেছিলাম। নির্বাচন কমিশনকে বোঝাতে আমরা দিল্লি পর্যন্ত গিয়েছিলাম। তাদের সঙ্গে আমাদের বৈঠকও হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বিগত রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে আমরা বুঝিয়েছিলাম যে এখানে কী টালমাটাল অবস্থা। ফলে ভালোভাবে শান্তিপূর্ণ ভোট করাতে গেলে প্রত্যেকটা বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতি প্রয়োজন”।

তিনি আরও জানান, “ আজকের নির্বাচন কিন্তু সেটাই প্রমাণ করছে। আমি তাই এসেছি নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানাতে। জানালাম দিনহাটার ১০টা বুথে আমাদের কংগ্রেসের এজেন্টকে তৃণমূল কংগ্রেসের লোকেরা জোর করে বের করে দিয়েছে। কোথাও বিজেপির সঙ্গে তৃণমূলের ঝামেলা হচ্ছে যার ফলে সাধারণ মানুষ ভোট দিতে পারছে না। পশ্চিমবঙ্গের যে জেলাগুলি স্পর্শকাতর সেগুলিতে বিশেষভাবে নজর দেওয়া দরকারঊ সেই বিষয়েও আর্জি জানিয়েছি। আজ আমরা উদাহরণ দিয়ে বলে দিলাম কেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর প্রয়োজন।

ভারতের লোকসভা নির্বাচনে সরকার পরিবর্তনে বাংলাদেশে কোন প্রভাব পড়বে না

মনির হোসেন, ঢাকা, ১১ এপ্রিল।। ভারতের এবারের লোকসভা নির্বাচনে সরকার পরিবর্তন বা যে দলই ক্ষমতায় আসুক বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে কোনো নেতিবাচক প্রভাব পড়বে না বলে মনে করছেন ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নেতারা। দুই দেশের মধ্যকার বর্তমান সুসম্পর্কও অব্যাহত থাকবে বলে জানান তারা।

আওয়ামী লীগের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের নেতাদের মতে, ভারতের ক্ষমতাসীন বিজেপি এবং বিরোধী দল কংগ্রেস উভয় দলের সঙ্গেই আওয়ামী লীগের সুসম্পর্ক রয়েছে। দুই দলই ভারতের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় থাকাকালে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন সরকার সুসম্পর্ক বজায় রেখে কাজ করেছে এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। আগামীতেও যে দলই ক্ষমতায় আসুক এই সম্পর্ক অব্যাহত থাকবে। সরকার পরিবর্তন হলেও সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোনো নেতিবাচক প্রভাব পড়বে না বলে তারা মনে করছেন।

শুধু ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রেই নয়, বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতেও কোনো প্রভাব পড়বে না বলে মনে করেন আওয়ামী লীগ নেতারা। বিশেষত ২০১৪ সালের নির্বাচনে বিজেপির ক্ষমতায় আসাকে বাংলাদেশের দুই-একটি রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ সরকারের জন্য নেতিবাচক বলে বিভ্রান্তি তৈরির চেষ্টা করেছিলো। এবার সেই ধরনের কোনো পরিস্থিতিও তৈরির সম্ভাবনা নেই।

আজ বৃহস্পতিবার (১১ এপ্রিল) ভারতের লোকসভার নির্বাচন শুরু হয়েছে। এক মাসেরও বেশি সময় ধরে ৭ ধাপে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচনে কোন দল ক্ষমতায় আসছে, ক্ষমতাসীন বিজেপি পুনরায় আসবে নাকি বিরোধী দল কংগেস ক্ষমতায় ফিরবে সেই আলোচনা উপমহাদেশজুড়েই হচ্ছে।

ভারতের নির্বাচনে সরকার পরিবর্তন হলে বাংলাদেশে কোনো প্রভাব পড়বে কিনা জানতে চাওয়া হলে আওয়ামী লীগের ওই নেতারা জানান, গত ৫ বছরে বিজেপির সরকারের সঙ্গে আওয়ামী লীগের সুসম্পর্ক তৈরি হয়েছে। এই সময়ই ভারতের সঙ্গে ঝুলে থাকা দীর্ঘদিনের সীমান্ত সমস্যার সমাধান হয়। দীর্ঘ ৪১ বছর আগের মুজিব-ইন্দিরা সীমান্ত চুক্তি বাস্তবায়নে ভারতের পার্লামেন্টে সীমান্ত বিল পাস হয়। এই সমস্যা সমাধান করেই ওই বছর জুনে নরেন্দ্র মোদী ঢাকা সফরে আসেন এবং দুই দেশের ঐতিহাসিক সম্পর্কের নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়।

মোদীর ঢাকা সফরে দুই দেশের মধ্যে ২২টি চুক্তি, সমঝোতা স্মারক ও প্রটোকল সই হয়। গুরুত্ব দেওয়া হয় আঞ্চলিক যোগাযোগ বা কানেকটিভিটি ও যৌথ নিরাপত্তা। বাংলাদেশের অবকাঠামো উন্নয়নে নতুন করে ২০০ কোটি ডলার ঋণ সহায়তা এবং ‘নতুন প্রজন্ম-নতুন দিশা’ শীর্ষক ৬৫ দফা যৌথ ঘোষণার মধ্য দিয়ে সহযোগিতার সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেছে।এর পর ২০১৭ সালের এপ্রিলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারত সফর এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে দুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের পাশাপাশি দুই সরকারের মধ্যে সোহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক আরও জোরদার হয়। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির কারণে তিস্তা ইস্যু ঝুলে থাকলেও সমস্যা সমাধানে বিগত কংগ্রেস সরকারের মতো বিজেপি সরকারও ইতিবাচক। এছাড়া বিজেপির আমন্ত্রণে আওয়ামী লীগের উচ্চ পর্যায়ের একটি প্রতিনিধি দল ভারত সফর করে এবং বিজেপির নেতারাও আওয়ামী লীগের আমন্ত্রণে ঢাকায় আসেন।আওয়ামী লীগ নেতারা আরও জানান, কংগ্রেসের সঙ্গে আওয়ামী লীগের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকেই এই সম্পর্ক তৈরি হয়।স্বাধীনতার পর থেকে কয়েক দফায় আওয়ামী লীগ সরকার কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন সরকারের সঙ্গে কাজ করেছে। ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ যখন ক্ষমতায় আসে তখন কংগ্রেস ক্ষমতায় ছিলো। ওই ৫ বছর বিভিন্ন ইস্যুতে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন সরকারকে ভারত সমর্থন দিয়েছে। বিশেষ করে ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির নির্বাচন নিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ধরনের জটিলতা তৈরির চেষ্টা হলেও বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ধাপরাবাহিকতা রক্ষায় ভারতের তৎকালীন কংগ্রেস সরকারের সমর্থন অব্যাহত ছিলো। সর্বোপরি আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন সরকারের সময় ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক যে মাত্রায় পৌঁছেছে আগামীতে সেখানে যে সরকারই আসুক এই সম্পর্কের ক্ষেত্রে নেতিবাচক কোনো প্রভাব পড়বে না বলে তারা আরও জানান।

এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে আওয়ামী লীগের সভাপতিমন্ডলীর সদস্য অ্যাডভোকেট আব্দুল মতিন খসরু বলেন, ভারতে নির্বাচনে কোন দল ক্ষমতায় আসবে সেটা ওই দেশের জনগণের ওপর নির্ভর করছে। বিজেপি, কংগ্রেস না অন্য কোনো জোট আসবে সেটা এখনই বোঝা যাচ্ছে না। তবে ভারতের সঙ্গে আমাদের অর্ধশতাব্দী ধরে সুসম্পর্ক আছে। আগামীতে ভারতের যে সরকারই আসবে সে সরকারের সঙ্গেই আমাদের সুসম্পর্ক বজায় থাকবে।

আওয়ামী লীগের সংগঠনিক সম্পাদক ও নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেন, ভারতের নির্বাচন তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়, এটার সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। এক দল আসবে, এক দল যাবে এটাই গণতান্ত্রিক নিয়ম। আমাদের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক স্টেট টু স্টেট। এর আগে ভারতে অনেক দলের সরকার এসেছে। সব সরকারের সঙ্গেই কাজ করার অভিজ্ঞতা আওয়ামী লীগের আছে। এটা কোনো বিষয় না। যে সরকারই আসবে আমরা স্বাগত জানাবো, তাদের সঙ্গে কাজ করবো। ভারত একটি গণতান্ত্রিক দেশ, সেখানে যে সরকারই আসুক এটা আমাদের কোনো সমস্যা না। আমাদের সমস্যা পাকিস্তান ও পাকিস্তানপন্থিরা। পাকিস্তান এখনও আমাদের ন্যায্য হিস্যা দেয়নি।

বাংলাদেশের মাদ্রাসা ছাত্রী নুসরাত হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা, ১১ এপ্রিল।। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের সোনাগাজীর মাদরাসার ছাত্রী নুসরাত জাহান রাফির হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকে নির্দেশ দিয়েছেন।প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইহসানুল করিম বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নুসরাতের হত্যাকারীদের বিচারের আওতায় আনতে এবং শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকে নির্দেশ দিয়েছেন।তিনি বলেন, নুসরাতের মর্মান্তিক মৃত্যুতে প্রধানমন্ত্রী গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন। গত ৬ এপ্রিল তার শরীরে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় ওই দিন রাতে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। শেখ হাসিনা নুসরাতের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের শেখ হাসিনা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ছয়ের পাতায়

লোকসভা নির্বাচন : আমেঠি থেকে মনোনয়ন পত্র জমা দিলেন স্মৃতি, রায়বরেলি থেকে সোনিয়া

আমেঠি (উত্তর প্রদেশ), ১১ এপ্রিল (হি.স.): কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধীর পর এবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেত্রী স্মৃতি ইরানিঊ বৃহস্পতিবার (১১ এপ্রিল) উত্তর প্রদেশের আমেঠি লোকসভা কেন্দ্র থেকে মনোনয়ন পত্র জমা দিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানিঊ প্রথমে ঠিক হয়েছিল, আগামী ১৭ এপ্রিল আমেঠি লোকসভা কেন্দ্র থেকে মনোনয়ন পত্র জমা দেবেন স্মৃতি ইরানি, কিন্তু ওই দিন ছুটিঊ তাই ১১ এপ্রিলই মনোনয়ন পত্র জমা দিলেন স্মৃতি ইরানিঊ এদিন গৌরীগঞ্জে (আমেঠি জেলা সদর) মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার প্রাক্কালে বিশেষ পূজার্চনাও করেন স্মৃতি ইরানিঊ সেই সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন স্বামী জুবিন ইরানিও। পুজো দেওয়ার বেশ কিছুক্ষন পর আমেঠি লোকসভা কেন্দ্র থেকে মনোনয়ন পত্র জমা দেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি।

প্রসঙ্গত, আমেঠি লোকসভা কেন্দ্রে কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন স্মৃতি ইরানিঊ বুধবারই আমেঠি লোকসভা কেন্দ্র থেকে মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছেন রাহুল। আমেঠিতে লোকসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ হবে আগামী ৬ মেঊ উল্লেখ্য, উনিশের লোকসভা নির্বাচনে আমেঠি ছাড়াও কেরলের ওয়ানাড লোকসভা আসন থেকেও লড়বেন রাহুল গান্ধীঊ ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে ১.০৭ লক্ষ ভোটে স্মৃতি ইরানিকে পরাজিত করেছিলেন রাহুল গান্ধীঊ এবার কি হয়, তার জন্য ২৩ মে পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবেঊ

অপরদিকে, বৃহস্পতিবারই উত্তর প্রদেশের রায়বরেলি লোকসভা কেন্দ্র থেকে মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছেন ইউপিএ চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধীঊ ফিরোজ গান্ধী, ইন্দিরা গান্ধীর কেন্দ্র রায়বেরেলিতে এবারও প্রতিদ্বন্দ্বীতা করবেন সোনিয়া গান্ধী। মনোয়ন পত্র জমা দেওয়ার আগে এদিন সকালে কংগ্রেস অফিসে বিশেষ যজ্ঞ ও পূজার্চনা করেন সোনিয়া গান্ধী। সঙ্গে ছিলেন ছেলে রাহুল গান্ধী এবং মেয়ে প্রিয়াঙ্কা। পুজো শেষে রোড শো করে কালেক্টরেট অফিসে গিয়ে মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছেন সোনিয়া গান্ধী। এদিন মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে কটাক্ষ করে সোনিয়া বলেছেন, ”মোদী মোটেও অপরাজেয় নন। ২০০4 ভুলবেন না। বাজপেয়ীজী অজেয় ছিলেন, কিন্তু আমরা জয়ী হয়েছিলাম।” আবার রাহুল গান্ধী বলেছেন, ”বিগত ৫ বছরে দেশের জনগণের জন্য কিছুই করেননি নরেন্দ্র মোদী। সে আদৌ অপরাজেয় কি না, তা জানা যাবে ভোটের ফলাফলের পরই। প্রসঙ্গত, রায়বরেলি লোকসভা ছয়ের পাতায়

মহারাষ্ট্রের গড়চিরৌলি জেলায় ফের মাওবাদী হামলা

মুম্বই, ১১ এপ্রিল(হি.স.) : ফের মাওবাদী হামলার মুখে মহারাষ্ট্রের মাওবাদী প্রভাবিত এলাকা। মহারাষ্ট্রের গড়চিরৌলি জেলার ওয়াগহিজরি এলাকায় বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের কাছাকাছি এই হামলার ঘটনা ঘটে। ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর নেই বলেই সূত্রের তরফ থেকে জানা গিয়েছে।

মহারাষ্ট্রের গড়চিরৌলি জেলার ওয়াগহিজরি এলাকায় ভোটগ্রহণ কেন্দ্র থেকে ১৫০ মিটার দূরত্বে মাওবাদীরা হামলা চালায়। সেখানে ভোট দেওয়ার জন্য মানুষ সাড়িবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন। পুলিশ অফিসার সূত্রে এই তথ্য জানা গিয়েছে। তবে এই ঘটনায় কেউ আহত হয়নি।

বুধবারও মহারাষ্ট্রের মাওবাদী প্রভাবিত গড়চিরৌলি জেলার এটাপল্লীর গাট্টা জামবিয়া গ্রামে মাওবাদীদের হামলার ঘটনা ঘটে। মাওবাদীদের পেতে রাখা আইইডি বিস্ফোরণে একজন সিআরপিএফ জওয়ান আহত হয়। পুলিশের নিরাপত্তা থাকা সত্ত্বেও এই হামলার ঘটনা ঘটে।

পুলিশ আধিকারিক বলেন, ছয়ের পাতায়

আট বছরের পরিচারিকাকে বেধড়ক মার, বারুইপুরে গ্রেফতার গৃহকত্রী

বারুইপুর, ১১ এপ্রিল (হি. স.) : বছর আটেকের এক শিশুকে দিয়ে পরিচারিকার কাজ করানোর পাশাপাশি তার উপর শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার করার অপরাধে এক মহিলাকে গ্রেফতার করল বারুইপুর মহিলা থানার পুলিশ। ধৃতের নাম আঞ্জুমিনা বিবি। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগণার বারুইপুরের মদারাট এলাকায়।

গৃহকত্রীর অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচতে ওই শিশুটি বাড়ির পাইপ বেয়ে পালিয়ে গিয়ে স্থানীয় একটি স্কুলে ঢুকে পড়ে। সেখানে শিক্ষকদের বিষয়টি খুলে বললে শিক্ষকরা ওই শিশুটিকে বারুইপুর মহিলা থানার হাতে তুলে দেয়। শিশুটির মুখে সেই অত্যাচারের কথা শুনে অবশেষে বুধবার অভিযুক্ত মহিলা আঞ্জুমিনা বিবিকে গ্রেফতার করে বারুইপুর মহিলা পুলিশ। ধৃতকে বুধবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক চৌদ্দ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। অন্যদিকে ওই শিশুটিকে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা চাইল্ড লাইনের হাতে তুলে দেওয়া হয়। আদালতের নির্দেশে শিশুটিকে হোমে পাঠানো হয়েছে। শিশুটির বাড়ি খুঁজে তাকে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়ার ও চেষ্টা করছে চাইল্ড লাইনের সদস্যরা।

গ্রামের শিশুদের দুবেলা দুমুঠো খেতে দেওয়া ও সামান্য টাকার প্রলোভন দেখিয়ে শহর ও শহরতলির একাধিক বাড়িতে নিয়ে আসা হচ্ছে। সেখানে বাড়ির যাবতীয় কাজকর্ম করানোর পাশাপাশি নিজের সন্তানদের দেখাশুনার কাজ ও করাচ্ছেন শহর ও শহরতলির কিছু মানুষজন। শুধু বাড়ির কাজকর্ম করানো নয়, সময়ে অসময়ে তাদের উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করা হয় বলে ও অভিযোগ। এমনই ঘটনা ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগণার বারুইপুরের এই মদারাট এলাকায়। আট বছরের ওই শিশুটিকে দিয়ে বাড়ির সমস্ত কাজকর্মের পাশাপাশি তার উপর শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার করা হতো। সেই অত্যাচার সহ্য করতে না পেরেই কার্যত বাড়ি থেকে পালিয়ে আসে এই শিশুটি। স্থানীয় মদারাট পপুলার স্কুলের এক শিক্ষকের হাতে পড়ে সে। তার কাছে সমস্ত অত্যাচারের কথা শুনে ওই শিক্ষক বারুইপুর মহিলা থানার হাতে তুলে দেয় শিশুটিকে। ঘটনার তদন্তে নেমে অভিযুক্ত আঞ্জুমিনা বিবিকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এ বিষয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা চাইল্ড লাইনের কো-অরডিনেটর অভিজিৎ বসু বলেন, “শহর বা শহরতলির বুকে এই ধরনের অমানবিক ঘটনার খোঁজ আমরা মাঝে মধ্যেই পাচ্ছি। সাথে সাথে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের সাহায্যে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি শিশুদের উদ্ধার করে প্রথমে হোমে রেখে কাউন্সিলিং করে পরে তাদের পরিবারের হাতে তুলে দেওয়ার ও ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কিন্তু শিশুদেরকে এইভাবে পরিচারিকার কাজ করানো সম্পূর্ণ আইন বিরুদ্ধ। এ বিষয়ে সকলকে সচেতন হতে আহ্বান করছি”।

ফের প্রচারে গিয়ে তৃণমূলের বিক্ষোভের মুখে ভারতী ঘোষ, প্রতিবাদে রাস্তা অবরোধ বিজেপির

পাঁশকুড়া ,১১ এপ্রিল (হি. স.) : পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়ায় ফের প্রচারে গিয়ে তৃণমূলের বিক্ষোভের মুখে পড়ল ঘাটাল লোকসভার বিজেপি প্রার্থী ও প্রাক্তন পুলিশ সুপার ভারতী ঘোষ।ভাঙচুর করা হল গাড়ি।এরপর রাস্তায় কয়েক ঘন্টা বসে ও অবস্থান করে প্রতিকী প্রতিবাদ দেখাল প্রার্থী ভারতী ঘোষ-সহ বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা।

বিজেপি সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে ঘাটাল লোকসভার বিজেপি প্রার্থী পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়া (পশ্চিম) বিধানসভার বিভিন্ন এলাকায় ভোট প্রচার শুরু করেন।বিজেপির দাবি, এদিন সকাল ১১ টা নাগাদ পাঁশকুড়া (পশ্চিম) বিধানসভার যশোড়া বাজার থেকে ভোট প্রচার শুরু করেন।এরপর যশোড়া বাজার থেকে ১২ টা নাগাদ সোজা ভারতীদেবী দলীয় কর্মীদের নিয়ে পাঁশকুড়া থানার মাইশোরার দিকে ভোট প্রচারে এগিয়ে আসেন।অভিযোগ, মাইশোরা পৌঁছানোর আগেই গোপালহাজরার কাছে কয়েকশো তৃণমূল কর্মী কালো পতাকা দেখিয়ে ও ”গো-ব্যাক” শ্লোগান দিয়ে ভারতী ঘোষের পথ আটকায়। এরপর ভারতীদেবী সটান গাড়ি থেকে নেমে আসেন।অভিযোগ, ভারতীদেবীর কনভেনার গাড়ি ভাঙচুর চালায়।ভারতীদেবীকে ঢিল ছুঁড়ে তৃণমূল বলে দাবি বিজেপির।প্রতিবাদে গোপাল হাজরার কাছে ভারতীদেবী-তাঁর অনুগামীদের নিয়ে বেশ কয়েক ঘন্টা রাস্তায় বসে বিক্ষোভ দেখান।এই ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে এলাকায়।একদিকে বিজেপি জিন্দাবাদ।অবার অন্যদিকে ভারতী ঘোষ দূর হঠাও।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ভারতী ঘোষ বলেন, ড্র’এই নিয়ে তিন তিনবার আমার উপর হামলা হল।এই সরকারের কোন লজ্জা নেই।তৃণমূল সরকার ভোট লুঠ করে থাকতে চাইছে।আমি ঘাটাল লোকসভা এলাকার মানুষের দু:খ-দূর্দশা বুঝে মানুষের ঘরে ঘরে যাচ্ছি।আজ আমি পশ্চিম পাঁশকুড়ায় ভোট প্রচারে এসেছি।এই মাইশোরা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মানুষেরা বলছে যে ভোট লুঠ হয়েছে।গত পঞ্চায়েতের সময়ে তারা ভোট দিতে পারেননি।ড্র’

তাঁর অভিযোগ, স্থানীয় তৃণমূল নেতা ও পাঁশকুড়া ব্লক তৃণমূল সভাপতি কুরবান শা নামে একটা গুন্ডা সাধারণ মানুষদের ভয় দেখিয়েছে।বাড়িতে বাড়িতে লুঠপাট ও হামলা চালিয়েছে।তবে প্রচণ্ড ভয়ে মানুষ অস্থির হয়ে রয়েছি।ড্র’ তবে ভারতী ঘোষের দাবি, ড্র’এখান দিয়ে আমি যাচ্ছি।মানুষকে আমি বলছি আপনারা নির্ভয়ে মতদান করুণ।এটা নয় যে আমাকে ভোট দিতে হবে।ভোটাধিকার মৌলিক অধিকার।আপনারা বাড়ি থেকে বেরিয়ে ঠাণ্ডা মাথায়, নিশ্চিন্তে ও সুরক্ষার সহিত ভোটটা দিন।আর ওরা বলছে আমরা বাড়ি থেকে বেরুতে পারছি না।কুরবান শা যে ভয়ঙ্কর গুন্ডা।আমাদেরকে আক্রমণ করে ভয় দেখিয়ে রেখে দিয়েছে।আমার কনভেনার গাড়ি ভেঙে দিল তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা।গুন্ডাবাহিনীরা আমার ইলেকশন এজেন্টকে আবার আক্রমণ চালায়।এটা সব তৃণমূলের গুন্ডা।আমি নির্বাচন কমিশনকে পুর বিষয়টি জানিয়েছি।যদি নির্বাচন কমিশন কোন পদক্ষেপ না নেয় তাহলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামব।ড্র’ যদি এ প্রসঙ্গে কুরবান শা”র অনুগামী ও স্থানীয় তৃণমূল নেতা তথা মাইশোরার পঞ্চায়েত সদস্য বাবলু ছাতিক বলেন, ড্র’ভারতী ঘোষ তৎকালীন পুলিশ সুপার থাকাকালীন সোনা চুরি করেছিলেন।আমরা গাড়ি চালক।আমরা অত্যাচারিত হয়েছি।এখন উনি বিজেপিতে গিয়ে প্রার্থী হয়েছেন।এরকম প্রার্থীকে আমরা মানি না।তাই আমরা ভারতী ঘোষ কে তৃণমূলের তরফে কালো পতাকা দেখিয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছি।

জামায়াত সংস্কারের উদ্যোগ থেকে পিছিয়ে এসেছে, নাম পরিবর্তন নিয়ে কাজ করছে

ঢাকা, ১১ এপ্রিল(হি.স.) : বাংলাদেশে অস্তিত্ব রক্ষার সংকটে পড়ে জামায়াতে ইসলামি অতীতের উত্তরাধিকার থেকে বেরিয়ে আসতে সংস্কারের যে কথা বলেছিল, তা থেকে তারা পিছিয়ে এসেছে বলে জানা গেছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলেছেন, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিতর্কিত ভূমিকার জন্য জামায়াত এখনও ভবিষ্যৎ নির্ধারণে সমস্যায় পড়ছে। জামায়াতের নিবন্ধন নেই নির্বাচন কমিশনে, গত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন কিংবা সাম্প্রতিক উপজেলা নির্বাচন করতে হয়েছে বিএনপির প্রতীকে।

গত ফেব্রুয়ারি মাসে জামায়াতের কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল আবদুর রাজ্জাক ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে বিতর্কিত ভূমিকার জন্যে জামায়াতে ইসলামির ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানিয়ে পদত্যাগ করার পর দলে সংস্কার আনার কথা বলা হয়েছিল।সংস্কারের মধ্যে ক্ষমা চাওয়ার বিষয়টিও ছিল। রাজ্জাকের পদত্যাগ এবং সংস্কারের পক্ষে খোলামেলা বক্তব্য দলের বিভিন্ন স্তরে বেশ নাড়া দিয়েছিল। রাজ্জাকের পদত্যাগের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সংস্কারপন্থী হিসেবে পরিচিত জামায়াতের কেন্দ্রীয় নেতা মজিবুর রহমান মঞ্জুকে বহিষ্কার করা হয়। সংস্কারের প্রশ্ন তুলে জামায়াতের মাঠ পর্যায়ের কয়েকজন নেতাও দল ছেড়েছিলেন ওই সময়। অবস্থা সামাল দিতে সংস্কারের সুপারিশ তৈরির জন্য একটি কমিটি গঠনের কথাও বলা হয়েছিল। কিন্তু এখন জামায়াতের বিভিন্ন সূত্র বলছে, সংস্কার নয়, শুধু দলের নাম পরিবর্তনের বিষয় নিয়েই দলের ভিতরে আলোচনা চলছে।

নির্বাচন অবাধই

● প্রথম পাতার পর

সম্মেলনে বিজেপির দাবি, শান্তিপূর্ণ ও উৎসবের মেজাজে রাজ্যে ভোট হয়েছে। বিজেপি প্রদেশ কমিটির মুখ্য মুখপাত্র ডাঃ অশোক সিন্হার কথায়, অতীতে নির্বাচন গুলিতে বিরোধীরা আক্রান্ত হতেন। কিন্তু, আজ নির্বাচনে শাসক দলের কর্মীরা আক্রান্ত হয়েছেন। তা সত্বেও শাসক দলের কর্মীরা প্রত্যাঘাত করেননি। এই ঘটনা রাজ্যে নজিরবিহীন বলে দাবি করেন ডাঃ সিন্হা। তিনি বলেন, সম্প্রতি সাম্প্রদায়িক উৎসকানি দিয়ে ধনপুর এবং সোনামুড়ার বিজেপির উপর আক্রমণ করেছিল কংগ্রেস। আজকেও চড়িলামে একই ষড়যন্ত্র লক্ষ্য করা গেছে। মান্দাই এবং টাকারজলাতে বুথ দখলের চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু, সমস্ত ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে রাজ্যে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য বিজেপি ভোটারদের অভিনন্দন জানিয়েছে। ডাঃ সিন্হার কথায়, নির্বাচনে শুধুই সন্ত্রাস জানে সিপিএম। তাই, শান্তিপূর্ণ নির্বাচনকেও অস্বীকার করে সিপিএম ভোটারদের অপমান করেছে। তাঁর দাবি, বিপুল ভোটে বিজেপি পশ্চিম আসনে জয়ী হবে। এদিকে, এসইউসিআই নির্বাচন প্রহসনে পরিণত হয়েছে অভিযোগ করেছে।

সকলেই

● প্রথম পাতার পর

গিয়ে নিজের ভোট প্রদান করেছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লবকুমার দেব। ভোট দিয়ে বুথের বাইরে এসে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পশ্চিম ত্রিপুরা আসনে বিজেপি প্রার্থী প্রতিমা ভৌমিকের জয় নিশ্চিত। মানুষের উৎসাহ সেই ইঙ্গিত দিচ্ছে বলে মনে করেন তিনি।

অন্যদিকে পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের কংগ্রেস প্রার্থী সুবল ভৌমিক আগরতলার বয়েজ বোজং স্কুলে নিজের মতাধিকার প্রয়োগ করেছেন। পশ্চিম আসনের প্রার্থী সুবল ভৌমিক আগরতলার বয়েস বোজং স্কুলে নিজের মতাধীকার প্রয়োগ করেন। ভোট দিয়ে সুবল অভিযোগ করেছেন, রাজধানী শহরে ভোট সন্তোষজনক হলেও গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত এলাকায় শাসক দলীয় কর্মীরা বিরোধী ভোটারদের ভোট দিতে বাধা দিচ্ছে। তাঁরা এ বিষয়ে ইতিমধ্যে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানিয়েছেন বলে জানান সুবল।

অপরদিকে বামফ্রন্ট প্রার্থী শঙ্করপ্রাসাদ দত্ত আগরতলার হিন্দি স্কুলে ভোট প্রদান করেছেন। ভোট দিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি। বলেন এভাবে শান্তিপূর্ণ ভোট দিতে পারলে বাম প্রার্থীর জয় নিশ্চিত।

সিইও

● প্রথম পাতার পর

হার ৮১.২১ শতাংশ। আজ রাজ্য নির্বাচন দপ্তরে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এই তথ্য জানান, মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক শ্রীরাম তরণীকান্তি।

মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক জানান, আজ সকাল সাতটা থেকে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত ১-পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনের ১৬৭৯টি ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ করা হয়। এই লোকসভা আসনে ভোটার রয়েছেন ১৩ লক্ষ ৪৭ হাজার ৩৭৭ জন। সি ই ও জানান, বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত ১২৯৩টি বুথের ভোট গ্রহণের হার জানা গেছে। তাহলো ৮১.২১ শতাংশ। তিনি জানান, উত্তর জেলায় ৪০২২ জন ব্রু শরণার্থীদের মিজোরামে পাঠানো হয়েছে ভোট দেওয়ার জন্য। আগামীকাল ও পরশু ২-পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনের জন্য পোস্টাল ব্যালটে ভোট গ্রহণ করা হবে। সি ই ও জানান, ১-পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনে ভোট গ্রহণের বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তথ্য আগামীকাল পাওয়া যাবে। সাংবাদিক সম্মেলনে বিশেষ মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক প্রমথ রঞ্জন ভট্টাচার্য এবং অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক উষাজেন মগও উপস্থিত ছিলেন।

পশ্চিম ত্রিপুরা সংসদীয় নির্বাচনী ক্ষেত্রের সিপাহীজলা জেলাতে ৯টি বিধানসভা কেন্দ্রে আজ সকাল থেকেই ভোটারদের দীর্ঘ লাইন লক্ষ্য করা গেছে। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত ৩-বামুটিয়া (এস সি) বিধানসভা নির্বাচনী ক্ষেত্রের রবিকুমার এইচ এস স্কুল, ২-মোহনপুর বিধানসভা নির্বাচনী ক্ষেত্রের মোহনপুর গালর্স হাই স্কুল, ১-সিমনা (এস টি) বিধানসভা নির্বাচনী ক্ষেত্রের সুরেন্দ্রনগর এইচ এস স্কুল সহ অন্যান্য ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে জাতি-উপজাতি অংশের ভোটারদের দীর্ঘ লাইন দেখা গেছে।

এদিকে, পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা সংসদীয় আসনের উদয়পুর মহকুমার ৪টি বিধানসভা নির্বাচনী ক্ষেত্রের ভোট গ্রহণ পর্ব সকাল ৭টায় থেকে শুরু হয়। ৩০-বাগমা (এস টি), ৩১-রাধাকিশোরপুর, ৩২-মাতাবাড়ী এবং ৩৩-কাকড়াবন-শালগড়া (এস সি) বিধানসভা নির্বাচনী ক্ষেত্রগুলিতে সকাল থেকেই ভোটারদের ভীড় লক্ষ্য করা গেছে। বিভিন্ন ভোট গ্রহণ কেন্দ্রগুলিতে ছিল নারী-পুরুষদের দীর্ঘ লাইন। আজ সকাল ৯টা ১০ মিনিটে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ৩১-রাধাকিশোরপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ৩৪ নং বুথ উদয়পুর ইংলিশ মিডিয়াম এইচ এস স্কুলে ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে তাঁর ভোট প্রদান করেন।

মাওবাদী হামলা

পাচের পাতার পর

মাওবাদীরা ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়ায় বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছে এবং গ্রামবাসীদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি করার চেষ্টা করছে। মহারাষ্ট্রের গড়চিরৌলি জেলায় সাতটি আসনে নির্বাচন হচ্ছে। তারমধ্যে প্রথম দফা নির্বাচন হচ্ছে বৃহস্পতিবার।

সোনিয়া

পাচের পাতার পর

কেন্দ্র থেকেই এর আগেও ২০০৯ ও ২০১৪-র সাধারণ নির্বাচন এবং ২০০৪ ও ২০০৬-এর উপনির্বাচনে জয়ী হয়েছিলেন ইউপিএ চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধীঊ উল্লেখ্য, ১৯৫৭ সাল থেকে উপনির্বাচন মিলিয়ে মোট ১৯ বার এই কেন্দ্রে জয়ী হয়েছে কংগ্রেস এবং মাত্র তিনবার পরাজিত হয়েছে।

হাসিনার নির্দেশ

পাচের পাতার পর

অব বার্ন এন্ড প্লাস্টিক সার্জারির সমন্বয়ক ডা. গামন্তলাল সেন সাংবাদিকদের জানান, নুসরাত রাত সাড়ে নয়টার দিকে মারা গেছেন।এর আগে প্রধানমন্ত্রী ১৮ বছর বয়সী নুসরাতের সম্ভাব্য সর্বাত্মক চিকিৎসা নিশ্চিত করতে স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন।

সোমবার বিকেলে সামন্তলাল সেন সাংবাদিকদের জানান, প্রধানমন্ত্রী আমাকে ডেকেছেন এবং উন্নত চিকিৎসার জন্য নুসরাতকে সিঙ্গাপুরে পাঠানোর ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন।কিন্তু চিকিৎসকরা বলেছেন, নুসরাতকে বিদেশে নেয়ার মতো অবস্থা নেই। কারণ তার দেহের ৮০ শতাংশ ঝলসে গেছে।

নুসরাতের অভিযোগ ফেনীর সোনাগাজী ইসলামীয়া সিনিয়র ফাজিল মাদরাসার অধ্যক্ষ সিরাজউদ্দৌলা ২৭ মার্চ তাকে যৌন হয়রানি করেছে। গত ৬ এপ্রিল আলিম পরীক্ষা দেয়ার জন্য সে মাদরাসায় গেলে একদল মুখোশধারী লোক মাদরাসার ছাদে তাকে ডেকে নিয়ে হত্যার জন্য তার দেহে আগুন ধরিয়ে দেয়।

ফেনী পুলিশ বলেছে, অপর একটি মামলায় অধ্যক্ষকে ইতোমধ্যে আটক করা হয়েছে। খুনিদের ধরতে তারা অভিযান চালাচ্ছে।

কমিশন

● প্রথম পাতার পর

৬৩.৬৯ শতাংশ ভোট পড়েছে। এই হার আরও বাড়তে পারে বলে কমিশনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে।

কয়েকটি বুথে ইভিএমে ভাঙচুর চালানো হয়েছে বলেও জানানো হয়েছে কমিশনের তরফ থেকে। এই রকম ঘটনা অন্ধ্রপ্রদেশের ছয়টি জায়গায় ঘটেছে। পাঁচটি ঘটনা অরুণাচল প্রদেশে ঘটেছে। বিহার, মণিপুর এবং পশ্চিমবঙ্গে যথাক্রমে এক, দুই এবং একটি ঘটনা সামনে এসেছে।

নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ৬০৮ কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ১৯৮ কোটি টাকা মদ। ১০৯১ কোটি টাকা মাদক এবং বহুমূল্যের গয়না ৪৮৬ কোটি টাকার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। অন্যান্য জিনিস ৪৮ কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

এদিন দক্ষিণ ভারতের রাজ্য অন্ধ্রপ্রদেশের অনন্তপুর জেলার তাডিপাত্রি শহরে রাজনৈতিক সংঘর্ষের বলি হলেন তেলুগু দেশম পার্টি (টিডিপি)-র নেতা এস ভাস্কর রেড্ডি এবং ওয়াইএসআর কংগ্রেস নেতা পোল্লা রেড্ডি। দুই নেতা খুনের ঘটনায় একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছে টিডিপি ও ওয়াইএসআর কংগ্রেস।

প্রথম দফায় বৃহস্পতিবার অন্ধ্রপ্রদেশের ২৫টি সংসদীয় আসনে ভোটগ্রহণ চলছে। এদিন ভাগ্য নির্ধারণ হয় ৩১৯ জন প্রার্থীর। প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি হল-বিজেপি, কংগ্রেস, টিডিপি, ওয়াইএসআরসি এবং জনসেনা। অন্ধ্রপ্রদেশে মোট পোলিং সেন্টারের সংখ্যা হল-৪৫৯২০। এদিন ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ায় বেশ কয়েকঘন্টার মধ্যেই উত্তেজনা ও সংঘর্ষের খবর আসতে থাকে অন্ধ্রপ্রদেশের অনন্তপুর জেলার তাডিপাত্রি শহর থেকে। সংঘর্ষে ওই দুই নেতার মৃত্যু হয়েছে। তবে, ওই দুই নেতার খুন হয়েছে বলে দাবি দুই দলের।

আহত বহু

● প্রথম পাতার পর

ভাঙচুর করেছে। তাঁর অভিযোগ, শাসক দলের কর্মীরা এই ঘটনার জন্য দায়ি।

এদিকে, টাকারজলায় দিনভর নির্বাচনকে ঘিরে উত্তেজনা বিরাজ করেছে। এই বিধানসভা কেন্দ্রের বেশ কয়েকটি স্থানে বিজেপি ও আইপিএফটি সমর্থকদের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়েছে। তবে, এই ঘটনার জন্য সিপিএমকেই দায়ি করেছে বিজেপি ও আইপিএফটি। কারণ, দুই শরীক দল এদিনের সংঘর্ষ রহস্যজনক বলে দাবি করেছে।

আইপিএফটির বিভাগীয় সম্পাদক মনমোহন দেববর্মা জানান, অমরেন্দ্র নগর, নবচন্দ্রপাড়া এসবি স্কুল প্রাঙ্গণে দুষ্কৃতিরা আইপিএফটি কর্মীদের উপর অতর্কিত হামলা চালিয়েছে। তাতে পাঁচ জন আইপিএফটি সমর্থক আহত হয়েছেন। গুরুতর আহত হয়ে বিমল দেববর্মার জিবি হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। এছাড়া, সঞ্জয় দেববর্মা, সজল দেববর্মা, মনোজ দেববর্মা এবং রাজীব দেববর্মাকে টাকারজলা সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র ভর্তি করা হয়েছে। এদিকে, রতনপুর হাইস্কুল প্রাঙ্গণে বিজেপির টাকারজলা মন্ডল সহ সভাপতি সন্ধ্যারাম দেববর্মা সহ তিন বিজেপি সমর্থক গুরুতর আহত হয়েছেন। সন্ধ্যারাম দেববর্মাকে খুমুলুঙ হাসাপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। জানা গেছে, টাকারজলা ১৫, ১৬ এবং ১৭ নম্বর বুথে দুষ্কৃতিরা সিসি ক্যামেরা ভাঙচুর করেছে। এদিন বিভিন্ন স্থানে সংঘর্ষের জেড়ে বিজেপি ১৩ জন পোলিং এজেন্ট ভয়ে বুথ ছেড়ে পালিয়ে যান। এক্ষেত্রে অভিযোগের তির আইপিএফটির দিকে হলেও তারা তা অস্বিকার করেছেন।

জানা গেছে, কাঞ্চনমালা স্কুলের সামনে ভোট শুরু হওয়ার দুই ঘন্টা পর দুই যুবক সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। তবে, পূর্ব শত্রুতার জেরেই এই সংঘর্ষ বলে জানা গেছে। এদিকে বিকেল তিনটা নাগাদ মাতাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে অধিন গাঁতালং জেবি স্কুলে আইপিএফটি বুথ দখল করার চেষ্টা করলে বিজেপি সমর্থকরা তা প্রতিহত করার চেষ্টা করেন। তাতে আইপিএফটি কর্মীরা দা ও লাঠি নিয়ে বিজেপি কর্মীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। আইপিএফটি কর্মীদের আক্রমণে বিজেপির বিনয় নোয়াতিয়া, কাপুড় নোয়াতিয়া, জয়কান্ত নোয়াতিয়া, দীনেশ দেববর্মা এবং জিতেন্দ্র জমাতিয়া আহত হন। তাদেরকে তেপানিয়া জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। জানা গেছে, আহতরা আগামীকাল থানায় মামলা করবেন।

চিকিৎসকরা

● প্রথম পাতার পর

উপস্থিত বেসরকারী নিরাপত্তা কর্মীরা তাদের বাধা দিতে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। ওই সময় উত্তেজিত হয়ে মৃতার পরিবারের সদস্যারা ডাঃ দেবনাথকে টেনে হিচড়ে সিটি সেন্টারের সামনে নিয়ে যায়। সেখানে নিয়ে গিয়ে তাঁকে প্রচন্ড মারধোর করে এবং অজ্ঞান অবস্থায় ফেলে রেখে তারা সেখান থেকে চলে যায়। খবর পেয়ে পশ্চিম থানার পুলিশ প্রচন্ড আহত অবস্থায় ডাঃ দেবনাথকে উদ্ধার করে আইজিএম হাসপাতালে ভর্তি করে। কিন্তু, তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে জি বি হাসপাতালে ট্রমা কেয়ার সেন্টারে পাঠানো হয়। বর্তমানে সেখানে তাঁর চিকিৎসা চলছে।

এদিকে, এই খবর পেয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী সুদীপ রায় বর্মণ হাসপাতালে ছুটে যান। তিনি ডাঃ দেবনাথের শারীরিক অবস্থার খোজ খবর নেন এবং অপরাধীদের গ্রেপ্তারে ব্যবস্থা পুলিশকে বলেন। পুলিশ এই ঘটনায় পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে। চিকিৎসককে মারধোরের ঘটনায় পুলিশ খোকন দাস, সুমন দাস, অর্জুন দাস, বিকাশ দাস এবং প্রদীপ দাসকে গ্রেপ্তার করেছে। তাঁদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দন্ডবিধি ৩৬৪, ৩০৭, ৩৩৩, ৪২৭ এবং ৩৪ ধারা এবং মেডিক্যাল কিউর প্রিভেন্টিভ এ্যক্ট’র ৩ ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। মামলা নম্বর ৭০/১৯। জানা গেছে, ধৃতদের বাড়ি কল্যাণপুর থানানধীন তুতাবাড়ি এলাকায়।

এদিকে, চিকিৎসককে খুনের চেষ্টার ঘটনায় এদিন বিকাল সাড়ে চারটায় আইজিএম হাসপাতাল চত্বরে ধর্ণায় বসেন সরকারী হাসপাতালে কর্মরত চিকিৎসকরা। নিরাপত্তার দাবিতে তাঁরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। অল ত্রিপুরা গভর্মেন্ট ডক্টরস এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ রারজেশ চৌধুরী বলেন, রোগীদের প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে এখন আমাদের প্রাণ সংশয় হয়ে পড়েছে। প্রতি নিয়ত আতঙ্কের মধ্যে থাকতে হয় আমাদের। প্রায়ই কোন না কোন হাসপাতালে চিকিৎসকরা নিগৃহীত হচ্ছেন। সমাজের একাংশ মানুষ চিকিৎসকদের উপর হামলা করছে। তিনি বলেন, গত এক বছরে চিকিৎসক আক্রান্তের ১২টি ঘটনা ঘটেছে। তিনি বলেন, চিকিৎসক আক্রান্তের ঘটনা প্রতিদিন বেড়ে চললেও প্রশাসনের তরফে কোন কঠোর পদক্ষেপ নিতে দেখা যাচ্ছে না। তাই চরম সিদ্ধান্ত নেওয়া ছাড়া আমাদের আর কোন পথ খোলা নেই।

তিনি জানান, চিকিৎসকদের নিরাপত্তার দাবিতে আগামী এক সপ্তাহ সমস্ত প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধ রাখবেন চিকিৎসকরা। শুধু তাই নয়, সেচ্ছা সেবাও আমরা করব না। পাশাপাশি, দুয়েক দিনের মধ্যে গণ ইস্তফা দেওয়ারও সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা।

লন্ডনের ইকুয়েডর দূতাবাস থেকে গ্রেফতার উইকিলিক্স-এর প্রতিষ্ঠাতা জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ

লন্ডন, ১১ এপ্রিল (হি.স.) : গ্রেফতার উইকিলিক্স-এর প্রতিষ্ঠাতা জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ ঊ বৃহস্পতিবার লন্ডনের ইকুয়েডর দূতাবাস থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে লন্ডন মেট্রোপলিটন পুলিশের পক্ষ থেকে জানান হয়েছে ঊ যৌন হয়রানির অভিযোগে সুইডেনে গ্রেফতারি এড়াতে ২০১২ সালে ইকুয়েডর দূতাবাসে আশ্রয় নেন অ্যাসাঞ্জ। তাঁকে সেন্ট্রাল লন্ডন থানার হেপাজতে রাখা হয়েছে।

সাত বছর লন্ডনের ইকুয়েডর দূতাবাস শরণার্থী আশ্রয়ে থাকার পর গ্রেফতার করা হয়েছে উইকিলিক্স-এর প্রতিষ্ঠাতা জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জকে।জানা গেছে, তার শরণার্থী মর্যাদা তুলে নেওয়া হলে লন্ডনে ইকুয়েডর দূতাবাস থেকে বৃহস্পতিবার তাকে গ্রেফতার করা হয়। তাঁকে সেন্ট্রাল লন্ডন থানার হেপাজতে রাখা হয়েছে। ২০১২ সাল থেকে দূতাবাসটিতে আশ্রয় নিয়ে ছিলেন অ্যাসাঞ্জ। তাঁর গ্রেফতারের সত্যতা স্বীকার করেছে লন্ডনের মেট্রোপলিটন পুলিশ ঊ অ্যাসাঞ্জকে এখন সুইডেন অথবা যুক্তরাষ্ট্রের কাছে সমর্পণ করা হতে পারে। কারণ যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ তথ্য চুরিরও অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে।

অবাধ তথ্যে প্রবাহে বিশ্বাসী অস্ট্রেলীয় নাগরিক অ্যাসাঞ্জ বিকল্পধারার সংবাদমাধ্যম উইকিলিক্স প্রতিষ্ঠা করেন ২০০৬ সালে। তবে সংগঠনটি আলোচনায় আসে ২০১০ সালে ইরাক ও আফগানিস্তান যুদ্ধের স্পর্শকাতর তথ্য প্রকাশ করে। সেসময় কয়েক লক্ষ মার্কিন গোপন নথি ফাঁস করে উইকিলিক্স হইচই ফেলে দেয় বিশ্বজুড়ে। তখন থেকেই বিশ্বব্যাপী আলোচনায় উইকিলিক্স প্রতিষ্ঠাতা জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ। ওই বছরেই যৌন হয়রানির অভিযোগে সুইডেনে অ্যাসাঞ্জের বিরুদ্ধে মামলা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ তথ্য চুরিরও অভিযোগও রয়েছে। গ্রেফতার এড়াতে ২০১২তে লন্ডনে ইকুয়েডর দূতাবাসে আশ্রয় নেন অ্যাসাঞ্জ।

ইকুয়েডরের বর্তমান প্রেসিডেন্ট লেনিন মোরেনো বলেছেন, তারা অ্যাসাঞ্জের শরণার্থী মর্যাদা প্রত্যাহার করে নিয়েছে। তাই অ্যাসাঞ্জকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয় লন্ডন পুলিশের।

লন্ডনের মেট্রোপলিটন পুলিশ এদিন জানিয়েছে, আমাদের অফিসাররা দূতাবাসে ঢুকে অ্যাসাঞ্জকে গ্রেফতার করে এনেছে। তিনি সাত বছর ওই দূতাবাসে ছিলেন। কোর্টের নির্দেশ সত্ত্বেও আত্মসমর্পণ না করায় তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

কালিম্পংয়ের জনসভা থেকে গোর্খাদের পাশে থাকার বার্তা দিলেন বিজেপি সভাপতি

কালিম্পং, ১১ এপ্রিল (হি.স.) : সার্বিক উন্নয়নের জন্য গোর্খাদের পাশে থাকে বিজেপি। বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গের কালিম্পংয়ে নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে এমনই জানালেন বিজেপির সর্বভারতী অমিত শাহ। এদিন অমিত শাহ বলেন, গোটা দেশজুড়ে গোর্খা সম্প্রদায়ের পাশে থাকার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ কেন্দ্রীয় সরকার। পার্বত্য অঞ্চল, তরাই, ডুয়ার্সে উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব দিতে বদ্ধপরিকর বিজেপি।

বিরোধীদের তথাকথিত মহাজোটকে কটাক্ষ করে ‘মহাভেজাল’ জোট বলে অভিহিত করে অমিত শাহ বলেন, মানুষকে বোকা বানানোর জন্য এরকম জোট তৈরি করা হয়েছে। পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গে অনুন্নয়ন প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তোপ দেগে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকার রাজ্যের উন্নয়নের জন্য কোনও কাজই করেনি। গোটা রাজ্যে উন্নয়ন প্রক্রিয়া পুরোপুরি স্তব্ধ। রাজ্যে নতুন কোনও বিনিয়োগ আসেনি। চা বাগানের শ্রমিকেরা পুরোপুরি বঞ্চিত। গোটা রাজ্যে আইনশৃঙ্খলার অবনতি হয়েছে। সিন্ডিকেট রাজ চলছে রাজ্যেজুড়ে। হতাশা থেকেই বিজেপিকর্মীদের উপর হামলা চালাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা।

অমিত শাহ আরও বলেন, আগামীদিনে কেন্দ্রীয় সরকার ‘গোর্খা উপজাতি’দের ‘উপজাতি’হিসেবে সম্মান দেবে। বিজেপি সভাপতি দাবি করেন, গোর্খারাই বড় ভারতীয়। দেশের জন্য লড়াই করেছে গোর্খারা। কেন্দ্রীয় সরকার নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন আনবে। নাগরিকত্ব পাবে শরণার্থী হিন্দুরা। নাগরিকত্বের প্রশ্নে অদিন অমিত আবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করেছেন। তিনি বলেন, ”অনুপ্রবেশকারীদের নিয়ে চিন্তা করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বারবার বলছেন অনুপ্রবেশকারিরা কোথায় যাবে, কী খাবে। কিন্তু যাঁরা ঘরবাড়ি হারিয়েছেন তাদের নিয়ে চিন্তা কোই। ৬ হাজার মানুষ শরণার্থী কোথায় যাবেন। মোদী সরকার হিন্দু শরণার্থীদের নাগরিকত্ব দেবে।”

ভোট দিয়ে ফেরার পথে ট্র্যাক্টর দুর্ঘটনা, গড়চিরৌলিতে মৃত্যু ৩ জন ভোটারের

গড়চিরৌলি (মহারাষ্ট্র), ১১ এপ্রিল (হি.স.): ভোটাধিকার প্রয়োগ করে বাড়ি ফেরার পথে ভয়াবহ দুর্ঘটনাঊ মহারাষ্ট্রের গড়চিরৌলি জেলার শঙ্করপুর গ্রামের কাছে ট্র্যাক্টর উল্টে প্রাণ হারালেন ৩ জনঊ এছাড়াও ভয়াবহ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন অনন্তপক্ষে ৯ জনঊ বৃহস্পতিবার লোকসভা নির্বাচনের প্রথম দফায় মহারাষ্ট্রের গড়চিরৌলি-সহ ৭টি লোকসভা আসনে ভোটগ্রহণ চলছিল। ট্র্যাক্টরে চেপে ভোট দিতে গিয়েছিলেন তাঁরাঊ ভোট দেওয়ার পর যথেষ্ট আনন্দের মধ্যেই তাঁরা বাড়ি ফিরছিলেনঊ শঙ্করপুর গ্রামের কাছে হঠাত নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে উল্টে যায় ট্র্যাক্টরটিঊ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের।

নির্বাচন কমিশন

আটের পাতার পর

হয়েছে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত শতাংশের নিরিখে সিকিমে ভোট পড়েছে (একটি আসন) ৬৯, মিজোরামে (একটি আসন) ৬০, নাগাল্যান্ড (একটি আসন) ৭৮, মণিপুর (একটি আসন) ৭৮.২, ত্রিপুরা (একটি আসন) ৮১.৮, অসম (পাঁচটি আসন) ৬৮, পশ্চিমবঙ্গ (দুইটি আসন) ৮১ শতাংশ ভোট পড়েছে। এই হার আরও বৃদ্ধি পেতে পারে বলে মনে করছে কমিশন।

অন্যদিকে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ (একটি আসন) ৭০.৬৭, অন্ধ্রপ্রদেশ (২৫টি আসন) ৬৬, ছত্তিশগড় (একটি আসন) ৫৬, তেলেঙ্গানা (১৭টি আসন) ৬০, উত্তরাখণ্ড (পাঁচটি আসন) ৫৭.৮৫, জম্মু ও কাশ্মীর (দুইটি আসন) ৫৪.৪৯ শতাংশ ভোট পড়েছে। ভোট পড়ার হার আরও বেশি বাড়বে বলে মনে করছে নির্বাচন কমিশন।

এদিকে অরুণাচল প্রদেশ (দুইটি আসন) বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত পড়েছে ৬৬, বিহারে (চারটি আসন) ৫০, লাক্ষাদ্বীপ (একটি আসন) ৬৬, মহারাষ্ট্র (সাতটি আসন) ৫৬, মেঘালয় (দুইটি আসন) ৬৭.১৬, ওড়িশা (চারটি আসন) ৬৮, উত্তরপ্রদেশ (আটটি আসন) ৬৩.৬৯ শতাংশ ভোট পড়েছে। এই হার আরও বাড়তে পারে বলে কমিশনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে।

কয়েকটি বুথে ইভিএমে ভাঙচুর চালানো হয়েছে বলেও জানানো হয়েছে কমিশনের তরফ থেকে। এই রকম ঘটনা অন্ধ্রপ্রদেশের ছয়টি জায়গায় ঘটেছে। পাঁচটি ঘটনা অরুণাচল প্রদেশে ঘটেছে। বিহার, মণিপুর এবং পশ্চিমবঙ্গে যথাক্রমে এক, দুই এবং একটি ঘটনা সামনে এসেছে।

নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ৬০৮ কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ১৯৮ কোটি টাকা মদ। ১০৯১ কোটি টাকা মাদক এবং বহুমূল্যের গয়না ৪৮৬ কোটি টাকার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। অন্যান্য জিনিস ৪৮ কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

মোহন ভাগবতের

আটের পাতার পর

প্রথম দফায় মহারাষ্ট্রের নাগপুর-সহ ৭টি আসনে (নাগপুর, ওয়ার্ধা, রামটেক, ভাণ্ডারা-গোণ্ডিয়া, চন্দ্রপুর, গড়চিরৌলি-চিমুর এবং ইয়াবাতমাল-বাশিম আসন) ভোটগ্রহণ হচ্ছেঊ এদিন ভাগ্য নির্ধারণ হবে ১২২ জন প্রার্থীরঊ প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি হল-বিজেপি এবং এসএস, কংগ্রেস এবং এনসিপিঊ মহারাষ্ট্রে মোট পোলিং সেন্টারের সংখ্যা হল-১৪৩৭১ঊ নাগপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতীন গড়কড়িঊ এদিন ভোটাধিকার প্রয়োগ করার পর আরএসএস-এর সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত বলেছেন, ‘ভোটদান অপরিহার্য এবং প্রত্যেকেরই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বঊ দেশের নিরাপত্তা এবং উন্নয়নের জন্য ভোটদান করুন।

জরুরী পরিষেবা

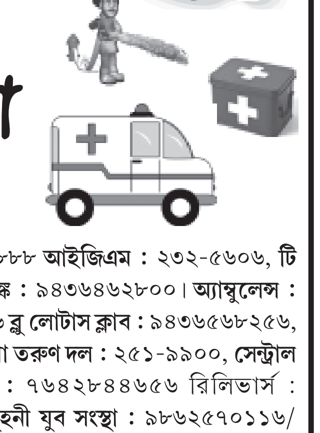

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

াঙ্গন

ধোনির ব্যাটে চেন্নাইর রোমাঞ্চকর জয়

নয়াদিল্লি, ১১ এপ্রিল।। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (আইপিএল) রাজস্থান রয়্যালসকে হারিয়ে দারুণ এক জয় তুলে নিল চেন্নাই সুপার কিংস। এই জয়ে শীর্ষ স্থানটা নিরাপদ রেখেছে তারা। সাওয়াই মানসিংহ স্টেডিয়ামে টস হেরে ব্যাট করতে নেমে ৭ উইকেটে ১৫১ রান করে রাজস্থান। জবাবে ব্যাট করতে নেমে শেষ বলে ৪ উইকেটের রোমাঞ্চকর এক জয় তুলে নেয় চেন্নাই।

১৫২ রানে টার্গেটে ব্যাট করতে নেমে শুরুটা ভাল হয়নি চেন্নাইয়ের। দলীয় ১৫ রানের মধ্যে প্যাভিলিয়নে ফেরত যান শেন ওয়াটসন, ফাফ ডু প্লেসিস ও সুরেশ রায়না। এরপর কেদার যাদবও দ্রুত বিদায় নিলে ২৪ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে চাপ আরও বাড়ে।

পঞ্চম উইকেটে দলকে চাপমুক্ত করেন আম্বাতি রাইডু ও মাহেন্দ্র সিং ধোনি। তাদের ৯৫ রানের জুটিতে ম্যাচে ফেরে চেন্নাই। ৪৭ বলে ৫৭ রান করে দলীয় ১১৯ রানে বিদায় নেন রাইডু।

শেষ ওভারে চেন্নাইয়ের দরকার ছিল ১৮ রান। অর্ধশতক তুলে নেন ধোনি। ২০ ওভারের তিন নম্বর বলে ধোনি আউট হন ৫৮ রানে ৪৩ বল খেলে। শেষ বলে চেন্নাইয়ের জয়ের জন্য দরকার ছিল ৩ রান। মিচেল স্যান্টনার ছয় মেরে দলকে দারুণ এক জয় এনে দেন।

রাজস্থানের বেন স্টোকস ২টি এবং ধাওয়াল কুলকারনি, জয়দেব উনাদকাট ও জোফরা আর্চার ১টি করে উইকেট নেন।

এর আগে টস হেরে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে দলীয় ৩৪ রানে আজিঙ্কা রাহানের উইকেট হারায় রাজস্থান। এরপর জস বাটলার ১০ বলে ২৩ রান করে বিদায় নেন। সাঞ্জু স্যামসন (৬), রাহুল ত্রিপাঠি (১০) ও স্টিভেন স্মিথ (১৫) দ্রুত বিদায় নিয়ে ৭৮ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে রাজস্থান।

এরপর নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারালেও কোনো ব্যাটসম্যানই বড় রানের দেখা পাননি। বেন স্টোকস ২৮, রিয়ান পরাগ ১৬, জোফরা আর্চার ১৩ ও শ্রেয়াস গোপাল ১৯ রান করলে ৭ উইকেটে ১৫১ রান করে রাজস্থান।

চেন্নাইয়ের দীপক চাহার, সারদুল ঠাকুর ও রবীন্দ্র জাদেজা ২টি এবং মিচেল স্যান্টনার ১টি উইকেট নেন।

চেন্নাইয়ের মাহেন্দ্র সিং ধোনি ম্যাচ সেরা হন।

এই জয়ে ৭ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে রয়েছে চেন্নাই।

পোলার্ড ঝড়ে ম্লান রাহুলের সেঞ্চুরি

নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিল।। মুম্বাই বনাম পাঞ্জাব নয়, খেলা যেন রাহুল বনাম পোলার্ডের মাঝে। যেখানে সেঞ্চুরি করেও ক্যারিবীয় তারকার কাছে হার মানলেন রাহুল। আইপিএলের ২৪তম ম্যাচে তুমুল লড়াইয়ের পর শেষ পর্যন্ত কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবকে ৩ উইকেটে হারালো মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স।

বুধবার (১০ এপ্রিল) ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে প্রথমে ব্যাট করা পাঞ্জাব লোকেশ রাহুলের আইপিএল ক্যারিয়ারে প্রথম সেঞ্চুরিতে ভর করে নির্ধারিত ২০ ওভার শেষে চার উইকেট হারিয়ে ১৯৭ রানের বিশাল স্কোর গড়ে। জবাবে পোলার্ডের দানবীয় ব্যাটিংয়ে ৭ উইকেট হারিয়ে শেষ বলে জয় নিশ্চিত করে মুম্বাই।

১৯৮ রানের টার্গেটে ব্যাটিং করতে নেমে কুইন্টন ডি কক, সুরিয়াকুমার যাদব ও পান্ডিয়া ভাইয়েরা ভালো করতে পারেননি। ছিলেন না নিয়মিত অধিনায়ক রোহিত শর্মাও। তবে দায়িত্ব একাই কাধে তুলে নেন পোলার্ড। পরিস্থিতি মোকাবেলা করে ঝড়ো ব্যাট করেন।

শেষ ওভারে আনকিত রাজপুতের বলে আউট হওয়ার আগে খেলেন ৩১ বলে ৮৩ রানের ম্যাচ জয়ী টর্নেডো ইনিংস। তার ইনিংসে ছিল ৩টি চার ও ১০ টি বিশাল ছক্কা। শেষ দিকে ১৩ বলে অপরাজিত ১৫ করে মুম্বাইকে জয়ের বন্দরে নিয়ে যান আলজারি জোসেফ।

পাঞ্জাব বোলারদের মধ্যে সর্বোচ্চ ৩টি উইকেট পান মোহাম্মদ শামি, এছাড়া রাজপুত, রবিচন্দ্রন অশিন ও স্যাম কুরান একটি করে উইকেট নেন।

এর আগে টসে হেরে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ঝড় তোলেন পাঞ্জাবের দুই ওপেনার লোকেশ রাহুল ও ক্রিস গেইল। মাত্র ১২.৫ ওভারে ১১৬ রান তোলেন তারা। ৩৬ বলে ৩ চার ও ৭ ছক্কায় ৬৩ রান করে জেসন বেহরেনড্রফের বলে আউট হন ক্যারিবীয় দানব গেইল।

মাঝে অবশ্য ডেভিড মিলার, করুন নায়ার ও স্যাম কুরান দ্রুতই ফিরে যান। তবে একপ্রান্ত আগলে রেখে দারুণ ব্যাটিং করেন রাহুল। শেষ পর্যন্ত ৬৪ বলে বরাবর ১০০ রানে অপরাজিত থাকেন তিনি। আইপিএল ক্যারিয়ারে প্রথম সেঞ্চুরি পূর্ণ করা এই ডানহাতি নিজের ইনিংস সাজাতে ৬টি চার ও সমান ৬টি ছক্কা হাঁকান।

মুম্বাই বোলারদের মধ্যে সর্বোচ্চ ২টি উইকেট পান হার্দিক পান্ডিয়া। এছাড়া বেহরেনড্রফ ও জসপ্রিত বুমরাহ একটি করে উইকেট দখল করেন।

ম্যাচ সেরা নির্বাচিত হন পোলার্ড।

এ জয়ে ৬ ম্যাচ চতুর্থ জয় পাওয়া মুম্বাই আসরের ৩য়স্থানে উঠে এলো। এক ম্যাচ বেশি খেলা পাঞ্জাব সমান জয় নিয়ে ৪র্থ।

বার্সার মাঠে আগ্রাসী ফুটবল খেলতে চান লুকাকু

লন্ডন, ১১ এপ্রিল।। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার-ফাইনালের ফিরতি পর্বে বার্সেলোনার মাঠে আরও আত্মবিশ্বাসী হয়ে আগ্রাসী ফুটবল খেলতে চান ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের ফরোয়ার্ড রোমেলু লুকাকু। গোলের সুযোগ কাজে লাগাতে পারলে স্প্যানিশ পরাশক্তিদের হারানো সম্ভব বলে মনে করেন বেলজিয়ান এই ফুটবলার।

আগামী মঙ্গলবার বাংলাদেশ সময় রাত একটায় কাম্প নউয়ে হবে দুই দলের ফিরতি পর্বের লড়াই। এর আগে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে বুধবার শেষ আটের প্রথম লেগে ১-০ গোলে হারে ইংলিশ ক্লাবটি। প্রতিপক্ষের মাঠে নিজেদের কাজটা ঠিকঠাক মতো করতে চান লুকাকু।

"আমাদের বিশ্বাস রাখতে হবে, জয়ের ইচ্ছাটা থাকতে হবে এবং আজকের (বুধবার) চেয়ে ভালো মানের ফুটবল খেলতে হবে।... এরপর আপনি কখনোই জানেন না ফুটবলে কি ঘটতে পারে।"

"তাদের মাঠে পুরো ৯০ মিনিট জুড়েই আমাদের আধিপত্য ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে খেলতে হবে। গোল হজম করা যাবে না এবং শুরুতেই গোল করতে হবে।"

চলতি মৌসুমে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ইউভেন্তুস ও পিএসজির বিপক্ষে প্রথম লেগে হারের পরও ঘুরে দাঁড়িয়ে জয় পেয়েছে ইউনাইটেড। শেষ ষোলোতে পিএসজির বিপক্ষে প্রতিযোগিতার ইতিহাসে প্রথম দল হিসেবে ঘরের মাঠে প্রথম লেগে ২ বা তার চেয়ে বেশি গোলের ব্যবধানে হারের পর নাটকীয় প্রত্যাবর্তনে পরের রাউন্ডে ওঠে উলে গুনার সুলশারের দল। বার্সেলোনাকেও তাই হারানো সম্ভব বলে মনে করেন লুকাকু।

"আমি মনে করি না যে তারা আমাদের জন্য কিছু করবে। আমাদেরই নিজেদের জন্য কাজ করতে হবে, একটা ফল অর্জন করতে নিজেদের সবটা উজাড় করে দিতে হবে, যতটা পারি দৌড়াতে হবে।"

"অবশ্যই তাদের হারানো সম্ভব। কখনও আপনি একটা সুযোগ থেকেই গোল করতে পারবেন। আর আজ (বুধবার) তারা সেটাই করল।"

"নিজেদের জন্য বলব, জয়ের ইচ্ছাটা নিয়ে আমাদের যেতে হবে, মনোযোগ রাখতে হবে এবং যখনই সুযোগ আসবে গোল করতে হবে।"

বার্সাকে পিএসজির পরিণতি মনে করিয়ে দিলেন পগবা

লন্ডন, ১১ এপ্রিল।। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে শেষ আটের প্রথম লেগে হারের পর ফিরতি পর্বে ঘুরে দাঁড়াতে আত্মবিশ্বাসী ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের মিডফিল্ডার পল পগবা। প্রতিপক্ষ বার্সেলোনা নিশ্চিত করেই আগের রাউন্ডে পিএসজির বিপক্ষে তাদের প্রত্যাবর্তনের স্মৃতি মাথায় রাখবে বলে মনে করেন ফরাসি এই ফুটবলার।

ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে বুধবার শেষ আটের প্রথম লেগে ১-০ গোলে হারে ইংলিশ ক্লাবটি। আগামী মঙ্গলবার বাংলাদেশ সময় রাত একটায় কাম্প নউয়ে হবে ফিরতি পর্ব।

এর আগে শেষ ষোলোয় ঘরের মাঠে ২-০ গোলে হারের পর প্যারিসে দারুণ নাটকীয়তায় ভরা ফিরতি পর্বে ৩-১ গোলে জিতে কোয়ার্টার-ফাইনালে ওঠে ইউনাইটেড। দুই লেগ মিলে ৩-৩ সমতার পর অ্যাওয়ে গোলে এগিয়ে ছিল উলে গুনার সুলশারের দল।

আবারও প্রত্যাবর্তনের গল্প লিখতে চান বিশ্বকাপ জয়ী পগবা।

"আমরা জানি, কোথায় আমরা তাদের আঘাত করতে পারি।"

"প্যারিসের ম্যাচটা নিশ্চিত করেই তাদের মাথায় থাকবে। কারণ তারা দেখেছে পিএসজির বিপক্ষে আমরা কী করতে পারি।"

পাকিস্তান-অস্ট্রেলিয়া খেলবে বিশ্বকাপ ফাইনাল ঃ শোয়েব

ইসলামাবাদ, ১১ এপ্রিল।। ক্রিকেটের সবচেয়ে বড় আসর ওয়ানডে বিশ্বকাপের বাকি আর মাত্র ৪৯ দিন। প্রতিটি দল নিজেদের গুছিয়ে নিতে ব্যস্ত সময় পার করছে। ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরাও বসে নেই। এক এক জন তাদের পছন্দের দল ও দেশ নিয়ে বসে পড়েছেন বিশ্লেষণে। ৩০ মে ৩০ মে ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলসের মাটিতে বসতে যাওয়া এবারের আসরে কে হবে চ্যাম্পিয়ন তাই নিয়ে এরই মধ্যে ভবিষ্যৎবাণীও দিতে শুরু করেছেন অনেকে। ব্যতিক্রম নন পাকিস্তানের সাবেক স্পিডস্টার শোয়েব আখতারও।

২০ বছর আগে ১৯৯৯ বিশ্বকাপের ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে হেরে যায় শোয়েবের দেশ পাকিস্তান। সেই তিক্ত স্মৃতি এখনও বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন 'রাওয়ালপিণ্ডি এক্সপ্রেস'। তবে শোয়েবের মতে, আবারও ফাইনালে মুখোমুখি হতে যাচ্ছে অস্ট্রেলিয়া ও পাকিস্তান। পাশাপাশি অবশ্য আয়োজক ইংল্যান্ডকেও ফেলে দিচ্ছেন না। তবে হটফেবারিট ভারতকে নিজের তালিকায় রাখছেন না তিনি।

সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম টুইটারে এক পোস্টের আলোচনায় শোয়েব জানান, অস্ট্রেলিয়া-পাকিস্তান ফাইনাল ভাবছেন তিনি, তবে ইংল্যান্ডকেও ফেলে দিচ্ছেন না। যদিও ভারত অনেকেরই পছন্দের তালিকায় তবে শোয়েব তাদের নিয়ে ভাবছেন না।

রেফারিকে গালি দিয়ে ৮ ম্যাচ নিষিদ্ধ কস্তা

লন্ডন, ১১ এপ্রিল।। বার্সেলোনার বিপক্ষে লা লিগার মাচে রেফারিকে গালি দেওয়ার অপরাধে আতলেতিকো মাদ্রিদের স্ট্রাইকার দিয়েগো কস্তাকে আট ম্যাচ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

গত শনিবার কাম্প নউয়ে বার্সেলোনার কাছে ২-০ গোলে হারের ম্যাচে ২৮তম মিনিটে রেফারির একটি সিদ্ধান্তে ক্ষেপে গিয়ে তার মুখের সামনের গিয়ে আপত্তিজনকভাবে প্রতিবাদ করায় সরাসরি লাল কার্ড দেখেন কস্তা। ব্রাজিলে জন্ম নেওয়া এই স্প্যানিয়ার্ড রেফারির মাকে উদ্দেশ করে আপত্তিকর মন্তব্য করেছিলেন বলে পরে ম্যাচ রিপোর্টে উল্লেখ করেন ম্যাচ রেফারি।

এই অভিযোগ অবশ্য প্রত্যাখান করেছেন কস্তা। রেফারিকে অপমান করায় চার ম্যাচ এবং রেফারির বাহু ধরায় চার ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা পেয়েছেন তিনি।

ফলে লা লিগার এবারের আসরে আতলেতিকোর বাকি ম্যাচগুলোয় আর দেখা যাবে না কস্তাকে। তবে শাস্তির বিরুদ্ধে আপিল করতে পারবেন ৩০ বছর বয়সী এই ফুটবলার।

৩১ ম্যাচে ৬২ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে আতলেতিকো। ১১ পয়েন্ট বেশি নিয়ে শীর্ষে আছে বার্সেলোন

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2019

ভোট পর্বের প্রতিক্রিয়া

বৃহস্পতিবার আগরতলায় সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন সিপিএম সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি (বায়ে), বিজেপি প্রদেশ কমিটির মুখ্য মুখপাত্র ডাঃ অশোক সিন্হা (মাঝে) এবং পশ্চিম আসনে কংগ্রেস প্রার্থী সুবল ভৌমিক (ডানে)। ছবি- নিজস্ব।

বিহারে লোকসভা ভোটের প্রথম দফা : জামুইয়ে মাওবাদী ব্যানার উদ্ধার, ভোট বয়কটের আর্জি

পাটনা, ১১ এপ্রিল (হি.স.): লোকসভা নির্বাচনের প্রথম দফায় শান্তিপূর্ণভাবেই ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে বিহারেঊ বৃহস্পতিবার সকাল সাতটা থেকে বিহারের ঔরাঙ্গাবাদ, জামুই, নওয়াদা এবং গয়া লোকসভা আসনে ভোটগ্রহণ শুরু হয়ঊ এরইমধ্যে বিহারের জামুইয়ে মাওবাদী ব্যানার উদ্ধার করেছে নিরাপত্তা বাহিনীঊ লাল রঙের ব্যানারে ভোট বয়কটের ডাক দিয়েছে মাওবাদীরাঊ আবার গয়া জেলার ইমামগঞ্জ এবং চক্রবন্দায় দু'টি আইইডি উদ্ধার করা হয়ঊ উদ্ধার হওয়া আইইডি গুলি পরে নিষ্ক্রিয় করা হয়।
ঔরাঙ্গাবাদে জেলা পরিষদ আদর্শ বুথে সস্ত্রীক ভোট দেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটঊ প্রথম দু'ঘন্টায় নওয়াদা ও ঔরাঙ্গাবাদে ৯ শতাংশ এবং গয়ায় ১০ শতাংশ ভোট পড়েছেঊ সকাল দশটা পর্যন্ত নওয়াদায় ভোট পড়ে ১৭ শতাংশঊ বেলা ১০.২৫ মিনিট নাগাদ ভোট দেন ঔরাঙ্গাবাদের এনডিএ প্রার্থী সুশীল কুমার সিংঊ তিনি ১৭৩ নম্বর পোলিং বুথে ভোট দিয়েছেন।
বুদ্ধগয়ায় ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন মহাবোধি মন্দিরের প্রধান পুরোহিত ভিক্ষু ভান্তে চালিন্দা এবং তত্ত্বাবধায়ক ভন্তে দিনানন্দঊ বিহারের বিভিন্ন বুথে ইভিএম বিকলের খবরও এসেছেঊ প্রথম দফায় বিহারের চারটি আসনে ভোটগ্রহণ হচ্ছেঊ এদিন ভাগ্য নির্ধারণ হবে ৪৪ জন প্রার্থীরঊ প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি হল-বিজেপি ও জেডিইউ জোট, কংগ্রেস এবং আরজেডি জোটঊ বিহারে মোট পোলিং সেন্টারের সংখ্যা হল-৭৪৮৬।

ফের মৃদু ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, এবার কম্পাঙ্ক ৫.০

পোর্ট ব্লেয়ার, ১১ এপ্রিল (হি.স.): আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এমনিতেই ভূকম্পপ্রবণ। ছোটখাটো কম্পন লেগেই থাকে। আবারও ভূমিকম্পের আতঙ্ক নিকোবর দ্বীপপুঞ্জেঊ বৃহস্পতিবার সকাল ৯.২০ মিনিট নাগাদ ভূমিকম্পের ঝাঁকুনিতে কেঁপে ওঠে নিকোবর দ্বীপপুঞ্জঊ রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৫.০ঊ ভূমিকম্পের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত কম থাকায়, বৃহস্পতিবার সকালের ভূকম্পনে এখনও পর্যন্ত ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নিঊ ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)-র মাইক্রোব্লগিং সাইট টুইটার মারফত জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল ০৯.২০.৪০ মিনিট নাগাদ ৫.০ তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে নিকোবর দ্বীপপুঞ্জঊ ভূমিকম্পের উতস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠের ১০ কিলোমিটার গভীরে, ৭.৬ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯৪.২ পূর্ব দ্রাঘিমাংশঊ মৃদু ভূকম্পনে এখনও পর্যন্ত ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নিঊ ভূমিকম্পের জেরে লোকসভা নির্বাচনের মধ্যেই গোটা আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ জুড়েই এখন আতঙ্ক তৈরি হয়েছেঊ যদিও, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীরপুঞ্জ এমনিতেই ভূমিকম্প প্রবণ এলাকাঊ উল্লেখ্য, কিছু দিন আগেই এক দিনে ২০ বার কম্পন অনুভূত হয়েছিল নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে। রিখটার স্কেলে ৪.৭ থেকে ৫.২ মাত্রার (মাঝারি) কম্পনে আতঙ্ক ছড়িয়েছিল দ্বীপপুঞ্জে।

উত্তরাখণ্ডে প্রথম দফার ভোট : সকাল সকাল ভোট দিলেন হরিশ রাওয়াত এবং রমেশ পোখরিয়াল

দেহরাদূন, ১১ এপ্রিল (হি.স.): গোটা দেশের পাশাপাশি উত্তরাখণ্ডেও শুরু হয়েছে সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোটগ্রহণ। প্রথম দফায় উত্তরাখণ্ডের পাঁচটি আসনে ভোটগ্রহণ হচ্ছেঊ এদিন ভাগ্য নির্ধারণ হবে ৫২ জন প্রার্থীরঊ প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি হল-বিজেপি, কংগ্রেস এবং বহুজন সমাজ পার্টিঊ উত্তরাখণ্ডে মোট পোলিং সেন্টারের সংখ্যা হল-১১২৩৫ঊ এখানে প্রধানত দ্বিমুখী লড়াই হচ্ছে বিজেপি ও কংগ্রেসের মধ্যে। উত্তরাখণ্ডে প্রথম দফায় দুই হেভিওয়েট প্রার্থী হলেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা নৈনিতালের প্রার্থী হরিশ রাওয়াত এবং বিজেপির প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা সংরক্ষিত কেন্দ্র আলমোরার প্রার্থী অজয় তামতা।
এদিন সকাল সকাল ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন উত্তরাখণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হরিশ রাওয়াত এবং ওপর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রমেশ পোখরিয়াল নিশাঙ্ক। হালদওয়ানির দেভালচুরের একটি পোলিং বুথে ভোট দিয়েছেন হরিশ রাওয়াত এবং দেহরাদূনের একটি পোলিং বুথ থেকে ভোট দিয়েছেন রমেশ পোখরিয়াল নিশাঙ্ক। নির্বাচন কমিশন সূত্রের খবর, উনিশের লোকসভা নির্বাচনে গোটা দেশে মোট ভোটারের সংখ্যা হল প্রায় ৯০ কোটিঊ এর মধ্যে নতুন ভোটারের সংখ্যা প্রায় দেড় কোটি। ১৭.৪ লক্ষ ভিভিপ্যাট ব্যবহার করা হবে লোকসভা নির্বাচনেঊ সমস্ত ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম)-এই থাকবে প্রার্থীদের ছবিঊ যে সাতটি দফায় ভোট হবে তার মধ্যে প্রথম দফার ভোট শুরু হয়েছে ১১ এপ্রিল, দ্বিতীয় দফার ভোট ১৮ এপ্রিল, তৃতীয় দফার ভোট ২৩ এপ্রিল, চতুর্থ দফার ভোট ২৯ এপ্রিল, পঞ্চম দফার ভোট ৬ মে, ষষ্ঠ দফার ভোট ১২ মে এবং সপ্তম তথা অন্তিম দফার ভোটগ্রহণ হবে ২৯ মেঊ ফলাফল ঘোষণা হবে ২৩ মে।

অসমের বহু বুথে ইভিএম বিভ্রাট হাঙ্গামা, ভোট গ্রহণে বিলম্ব

গুয়াহাটি, ১১ এপ্রিল (হি.স.) : অসমের বিভিন্ন ভোটকেন্দ্রে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম)-এ বিভ্রাটের দরুন সংশ্লিষ্ট বুথগুলিতে হাঙ্গামার সৃষ্টি হয়েছে। জানা গেছে, তেজপুর লোকসভা আসনের অন্তর্গত বিশ্বনাথ বিধানসভা এলাকার সতিয়া ৯ নম্বর বরালিমরা বুথে সংস্থাপিত ইভিএমে হাতের ছবিতে বোতাম টিপলে পদ্মফুলে, আবার পদ্মফুলে বোতাম টিপলে হাতের চিহ্নে ভোট পড়ে। এ ঘটনায় ক্ষুব্ধ জনতা বন্ধ করে দেন ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া। খবর পেয়ে তৎক্ষণাৎ ছুটে যান জোনাল ও সেক্টর অফিসার। তাঁরা ইভিএম বদল করে প্রায় ঘণ্টাখানেক পর ফের ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু করেন।এভাবে যোরহাটের ১১৩ নম্বর বেকাজান উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ৮৯ নম্বর খঙিয়াগাঁও স্কুলের বুথ, কলিয়াবরের ১৮৭ নম্বর কপাহেরা মধ্য ভোটকেন্দ্র এবং বোকাখাতের ৮৪ নম্বর বুড়াজান প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভোটকেন্দ্রের ইভিএমগুলি নানা ভাবে বিকল হয়ে পড়েছে। এছাড়া ডিগবয়ের বিবেকানন্দ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং পানবাড়ি এলপি স্কুল কেন্দ্র, ধেমাজি টাউন এমই স্কুল, রাঙাপাড়ার গোদামঘাট মিরিগাঁও স্কুল, বটদ্রবার রাইডঙিয়া এলপি স্কুল, সরুপথারের বারঘরিয়া গ্রাম, সরুপথারের ১ নম্বর রংবাং প্রাইমারি স্কুল, মার্ঘেরিটার ২ নম্বর আলোবাড়ি, টিয়কের বামকুকুরাচোয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়, চেপনের খাগরিজান চা বাগান এলপি স্কুল, চকলিয়া উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়, ধিঙের ২ নম্বর পুঠিমারি মোক্তাব স্কুল, তেজপুরের ১৯৫ নম্বর গান্ধী আশ্রম, গোলাঘাটের মাক্রাং চা বাগানের ৪৬ নম্বর বুথ, গোলাঘাটের নাওবৈসা প্রাইমারি স্কুল, গোলাঘাটের ৯৩ নম্বর রতনপুর বুথ (অগপ-র হাতি চিহ্নে বোতামে গোলযোগ), খুমটাইয়ের কাব্রগাঁও প্রাইমারি স্কুল, খুমটাইয়ের ৯৪ রচাকিয়াল মধ্য ব্রহ্মপুত্র গ্রাম পঞ্চায়েত, দেড়গাঁওয়ের ৪৭ নম্বর ভকতিয়াগাঁও প্রাইমারি স্কুল, কলিয়বরের দাউগ্গঙে পণ্ডিত গোস্বামী বিদ্যাপীঠের ভোট কেন্দ্রের বুথে সংস্থাপিত ইভিএমে গোলযোগ ধরা পড়লে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রগুলিতে কিছু সময়ের জন্য ভোটপ্রক্রিয়া স্থগিত রাখা হয়ে। এগুলির মধ্যে কয়েকটিতে ইভিএম বদল করে আবার কয়েকটি মেরামত করে আধা থেকে দেড় ঘণ্টা পর পুনরায় ভোট পর্ব শুরু হয় ।রাজ্য নির্বাচন দফতর সূত্রে জানা গেছে, যে সব বুথে ভোট গ্রহণে বিলম্ব হয়েছে সেগুলিতে ভোটের শেষ সময়সীমা বাড়ানো হবে।

অসমে ভোট পড়েছে ৭৬ শতাংশ, বাড়বে হার : সিইও

গুয়াহাটি, ১১ এপ্রিল (হি.স.) : অসমে পাঁচ আসনে প্রথম দফার ভোট শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে। রাত সাতটা পর্যন্ত ওই পাঁচ আসনে গড়ে ৭৬ শতাংশ ভোটদান হয়েছে বলে রাজ্য নির্বাচন দফতর সূত্রের খবরে জানা গেছে। বেশ কয়েকটি কেন্দ্রে এই খবর লেখা পর্যন্ত ভোট চলছে বলে জানা গেছে। ফলে ভোটের হার আরও বাড়বে বলে আশা ব্যক্ত করেছেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক মুকেশ সাহু। আজ প্রথম দফার ভোট হচ্ছে যে পাঁচ আসন সেগুলি যথাক্রমে ৯ নম্বর তেজপুর, ১১ নম্বর কলিয়াবর, ১২ নম্বর যোরহাট, ১৩ নম্বর ডিব্রুগড় এবং ১৪ নম্বর লখিমপুরে। এখন পর্যন্ত যে খবর পাওয়া গেছে তাতে তেজপুরে ৭০, কলিয়াবরে ৭৫, ডিব্রুগড়ে ৭১, যোরহাটে ৭২ এবং লখিমপুরে ৭৪ শতাংশ ভোটদান হয়েছে।
রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক মুকেশ সাহু জানান, সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোট পর্ব আজ সকাল সাতটা থেকে শুরু হয়েছে। ভোটপ্রক্রিয়া শান্তিপূর্ণভাবে চলছে। প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিচ্ছেন মহিলা ও পুরুষরা। নিজের গণতান্ত্রিক অধিকার সাব্যস্ত করতে এই উৎসাহ ভালো লক্ষণ বলে মনে করেন মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক।
তিনি জানান, রাজ্যের বিভিন্ন ভোটকেন্দ্রে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম)-এ বিভ্রাটের দরুন সংশ্লিষ্ট বুথগুলিতে হাঙ্গামার সৃষ্টি হয়েছে। এগুলোর মধ্যে তেজপুর লোকসভা আসনের অন্তর্গত বিশ্বনাথ বিধানসভা এলাকার সতিয়া ৯ নম্বর বরালিমরা বুথে সংস্থাপিত ইভিএমে হাতের ছবিতে বোতাম টিপলে পদ্মফুলে, আবার পদ্মফুলে বোতাম টিপলে হাতের চিহ্নে ভোট পড়ে। এ ঘটনায় ক্ষুব্ধ জনতা বন্ধ করে দেন ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া। খবর পেয়ে তৎক্ষণাৎ ছুটে যান জোনাল ও সেক্টর অফিসার। তাঁরা ইভিএম বদল করে প্রায় ঘণ্টাখানেক পর ফের ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু করেন।
এভাবে যোরহাটের ১১৩ নম্বর বেকাজান উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ৮৯ নম্বর খঙিয়াগাঁও স্কুলের বুথ, কলিয়াবরের ১৮৭ নম্বর কপাহেরা মধ্য ভোটকেন্দ্র এবং বোকাখাতের ৮৪ নম্বর বুড়াজান প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভোটকেন্দ্রের ইভিএমগুলি নানা ভাবে বিকল হয়ে পড়েছে।
এছাড়া ডিগবয়ের বিবেকানন্দ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং পানবাড়ি এলপি স্কুল কেন্দ্র, ধেমাজি টাউন এমই স্কুল, রাঙাপাড়ার গোদামঘাট মিরিগাঁও স্কুল, বটদ্রবার রাইডঙিয়া এলপি স্কুল, সরুপথারের বারঘরিয়া গ্রাম, সরুপথারের ১ নম্বর রংবাং প্রাইমারি স্কুল, মার্ঘেরিটার ২ নম্বর আলোবাড়ি, টিয়কের বামকুকুরাচোয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়, চেপনের খাগরিজান চা বাগান এলপি স্কুল, চকলিয়া উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়, ধিঙের ২ নম্বর পুঠিমারি মোক্তাব স্কুল, তেজপুরের ১৯৫ নম্বর গান্ধী আশ্রম, গোলাঘাটের মাক্রাং চা বাগানের ৪৬ নম্বর বুথ, গোলাঘাটের নাওবৈসা প্রাইমারি স্কুল, গোলাঘাটের ৯৩ নম্বর রতনপুর বুথ (অগপ-র হাতি চিহ্নে বোতামে গোলযোগ), খুমটাইয়ের কাব্রগাঁও প্রাইমারি স্কুল, খুমটাইয়ের ৯৪ রচাকিয়াল মধ্য ব্রহ্মপুত্র গ্রাম পঞ্চায়েত, দেড়গাঁওয়ের ৪৭ নম্বর ভকতিয়াগাঁও প্রাইমারি স্কুল, কলিয়বরের দাউগ্গঙে পণ্ডিত গোস্বামী বিদ্যাপীঠের ভোট কেন্দ্রের বুথে সংস্থাপিত ইভিএমে গোলযোগ ধরা পড়লে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রগুলিতে কিছু সময়ের জন্য ভোটপ্রক্রিয়া স্থগিত রাখা হয়। এগুলির মধ্যে কয়েকটিতে ইভিএম বদল করে আবার কয়েকটি মেরামত করে আধা থেকে দেড় ঘণ্টা পর পুনরায় ভোট পর্ব শুরু হয়।
রাজ্য নির্বাচন আধিকারিক জানান, যে সব বুথে ভোট গ্রহণে বিলম্ব হয়েছে সেগুলিতে ভোটের শেষ সময়সীমা বাড়িয়ে ভোটগ্রহণ হচ্ছে।
তিনি জানান, প্রথম দফার ভোটে বিভিন্ন দলের ৪১ জন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ণয় করবেন জনতা জনার্দন। নির্বাচন আধিকারিক জানান, প্রথম দফা নির্বাচনে মোট ভোটারের সংখ্যা ৭৫,১৬,২৮৪। পাঁচ আসনের জন্য ৯, ৫৭৪টি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ হয়েছে। সব কেন্দ্রে উপযুক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

ভোটদান আমাদের অধিকার, নাগপুরে ভোটাধিকার প্রয়োগের পর বার্তা মোহন ভাগবতের

নাগপুর, ১১ এপ্রিল (হি.স.): ভোটদান আমাদের অধিকারঊ তাই প্রত্যেকেরই ভোটাধিকার প্রয়োগ করা উচিতঊ বৃহস্পতিবার সকালে মহারাষ্ট্রের নাগপুর সংসদীয় কেন্দ্রে ভোটাধিকার প্রয়োগ করার পর এমনই মন্তব্য করলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)-র সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবতঊ শুধুমাত্র মোহন ভাগবত নন, এদিন সকাল ৬.৫০ মিনিট নাগাদ ভোট দিয়েছেন আরএসএস-এর সরকার্যবাহ ভাইয়াজি যোশী।

ছয়ের পাতায় দেখুন

পশ্চিমবঙ্গ থেকে তৃণমূল কংগ্রেসকে উৎখাত করার ডাক দিলেন অমিত শাহ

রায়গঞ্জ, ১১ এপ্রিল (হি.স.) : উত্তরবঙ্গের রায়গঞ্জে নির্বাচনী জনসভা থেকে রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেসকে উৎখাত করার ডাক দিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ।
বৃহস্পতিবার রায়গঞ্জের বিজেপি প্রার্থী দেবশ্রী চৌধুরির সমর্থনে জনসভা করেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ। এবং সেখান থেকেই একের এক অভিযোগ তুলে রাজ্য সরকারকে আক্রমণ করেন তিনি। তৃণমূলের নাম উল্লেখ করে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতির কটাক্ষ, ''''টিএমসি মানে তোষামোদ, মাফিয়ারাজ ও চিটফান্ডের সরকার। এখানে, মা থেকে মমতা চলে গিয়েছে। মাটি বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের বিক্রি করেছে তৃণমূল। আর মানুষ তৃণমূলের গুন্ডাবাহিনীকে ভয় পাচ্ছে।'''' ক্ষমতায় এলে এই সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলেও আশ্বাস দেন অমিত শাহ।
বৃহস্পতিবার অমিত শাহ বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার রাজ্যে জঙ্গল রাজ চালাচ্ছে। তথাকথিত মা মাটি মানুষের সরকার মাকে বর্জন করেছে। এখন অনুপ্রবেশকারীতে গোটা রাজ্য ছেয়ে গিয়েছে। ক্ষমতায় এলে পশ্চিমবঙ্গে এনআরসি চালু করা হবে। অনুপ্রবেশকারীদের ছুড়ে ফেলা হবে। অমিত শাহ আরও বলেন তোষণের রাজনীতি করার জন্যই অনুপ্রবেশকারীদের প্রশ্রয় দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী।
দাড়িভিট প্রসঙ্গ টেনে অভিযোগ করেন, বাংলায় বলপূর্বক উর্দু ভাষা চাপানোর চেষ্টা চলছে। রায়গঞ্জের স্কুলে বাংলা শিক্ষকের দাবিতে আন্দোলন হয়েছে। সেই আন্দোলনে মমতার পুলিশের গুলিতে দুই ছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। ইসলামপুরে প্রতিবাদ করায় ২ জন ছাত্রকে হত্যা করা হয়েছে।'''' তিনি আরও অভিযোগ করেন, রাজ্যে গুন্ডারাজ ও মাফিয়ারাজ চালাচ্ছে তৃণমূল। অনুপ্রবেশকারীদের এরাজ্যে ঠাঁই দিচ্ছে মমতা সরকার। রাজ্যের বেহাল আর্থিক অবস্থা নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করে বিজেপি সভাপতি অমিত শাহ অভিযোগ করেন, এরাজ্যে উন্নয়নে গত সাড়ে চার বছরে ৪ লক্ষ ২৪ হাজার কোটি দিয়েছে কেন্দ্র। কিন্তু সমস্ত টাকা তৃণমূল সরকার লুট করেছে। বলেন, ''''বাংলায় সমস্ত কারখানা বন্ধ হয়ে গিয়েছে, একটাই কারখানা চালু রয়েছে। সেটা বোমা তৈরির কারখানা।'''' মহাজোটের অন্যান্য সঙ্গীরাও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিশ্বাস করেন না বলে তৃণমূল নেত্রীকে কটাক্ষ করেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি। তিনি বলেন, পুড়ে যাওয়া ট্রান্সফরমারকে যেমন বদলাতে হয়। ঠিক তেমনই তৃণমূল সরকারকে পরিবর্তন করা দরকার। আগে পশ্চিমবঙ্গে রবীন্দ্র সঙ্গীত বাজত। কিন্তু এখন বোমার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

প্রথম দফার ভোটগ্রহণ শান্তিপূর্ণ, জানাল নির্বাচন কমিশন

নয়াদিল্লি, ১১ এপ্রিল (হি.স.) : বিচ্ছিন্ন হিংসার ঘটনা বাদ দিয়ে প্রথম দফার ভোটগ্রহণ শান্তিপূর্ণ ভাবে সম্পন্ন হয়েছে। বৃহস্পতিবার দিল্লিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনই জানালেন উপ নির্বাচন কমিশনার উমেশ সিনহার।
এদিন উমেশ সিনহা বলেন, বিপুল পরিমাণে ভোটগ্রহণে অংশ নেওয়ার জন্য ভোটারদের ধন্যবাদ জানাই। পাশাপাশি নির্বাচন সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন করার জন্য রাজ্য প্রশাসন, নিরাপত্তা বাহিনী, বিভিন্ন রাজ্যে ভোটের দায়িত্বে থাকা আধিকারিকদের ধন্যবাদ জানাই।
নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে জানানো ছয়ের পাতায় দেখুন

কোচবিহারে ভোট দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে আক্রান্ত বিজেপি কর্মী

কোচবিহার, ১১ এপ্রিল (হি. স.) : কোচবিহারের মারুগঞ্জ এলাকায় ভোট দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে বিজেপির কর্মী সমর্থকদের মারধর করার অভিযোগ উঠল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। বেশ কয়েকজন বিজেপি কর্মী আক্রান্ত হয়েছে বলে জানা গেছে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই এলাকার বাসিন্দা গোপাল ঘোষ, দেবেশ্বর বর্মন ও মহাদেব পাল সহ বেশ কয়েকজন বিজেপি কর্মী পুর্ব মরাডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভোটকেন্দ্র থেকে ভোট দিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। ফেরার পথে তৃণমূলের কর্মীরা তাদের পথ আটকায় ও তাদের মারধর করা হয় বলে অভিযোগ।
আহত গোপাল ঘোষ, দেবেশ্বর বর্মন ও মহাদেব পালকে মারুগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর কোচবিহার সরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়। বর্তমানে তাঁরা সেখানেই চিকিৎসাধীন। আক্রান্তদের অভিযোগ, বিজেপিকে ভোট দেওয়ার কারণেই তাদের ওপর হামলা চালায় তৃণমূল। যদিও তৃণমূল অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এল এন বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।